ধৃতং প্রেম্ণা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রথম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

প্রথম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

মূল্য ঃ ৩০ টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। কাজের প্রায়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। নিবেদনমিতি বিজয়া দশমী, ১৩৬৫

অযাচক আশ্রম স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।	বিনীত ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক

ধৃতং প্রেম্না

প্রথম খণ্ড

(১)

হরি-ওম্, কলিকাতা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংগঠন-কার্য্যে মন দিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সংগঠন-কার্য্যের আসল মানেটুকু জান ত'? হৃদয়হীন ব্যক্তি সংগঠন চালাইতে পারে না। দরদ না থাকিলে সংগঠন হয় না। রুটীন-মাফিক গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমণ করিলেই সংগঠন করা হয় না। সহৃদয় সদয় সস্নেহ প্রাণ লইয়া মানুষের ভিতরে যাইতে হয়। তোমরা তাহা প্রায় কোনও স্থানেই করিতেছ না। তোমরা হুজুগের বশে কাজে ঝাঁপ দিতেছ আর হুজুগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোথাও প্রিয়জনকে বলি দিতেছ, কোথাও অসাধ্য সব কর্ম্মতালিকা করিয়া প্রকৃত কর্ম্মীদিগকে বিব্রত করিতেছ। ভালভাবে অল্প করিয়া কাজ করিলেও যাঁহারা স্থায়ী কাজের বনিয়াদ গড়িয়া যাইতে পারিবেন, তোমরা তাঁহাদিগকে হাতের মুঠায় পাইলে সাধ্যের অতীত কাজ দিয়া নিষ্পেষিত করিতে চাহ এবং অন্য শত শত ব্যক্তি ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিলেও নিরুদ্বেগ রহ।—তোমরা তোমাদের কাজ হইতে হুজুগকে দূর করিবে কি?

হুজুগের গুণও থাকিতে পারে, কিন্তু হুজুগের অনেক দোষও আছে। হুজুগ সত্যকে অতিরঞ্জিত করিতে চেষ্টা পায়। হুজুগ আসল লক্ষ্য অপেক্ষা উপায়কে অধিকতর জমকালো করিয়া তোলে। হুজুগ আত্ম-প্রাধান্য বিস্তারেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় বলিয়া অল্প কয়েক জনের ইচ্ছাকে বহুসংখ্যক চিন্তাহীন নরনারীর অভিপ্রায় বলিয়া জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে। হুজুগ জনতাকে প্রতারণার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাকেও প্রতারিত করে।—তোমরা হুজুগ বর্জ্জন কর।

আরও একটী জিনিষ তোমাদের করিতে হইবে। কোনও কাজ না করিয়াই "খুব কাজ করিয়া ফেলিয়াছি"র ভাবটী তোমাদের ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু ইহা করিতে হইলে অন্তরজোড়া প্রেম চাই। প্রেম চাই তোমার নিজের প্রতি, প্রেম চাই আমারও প্রতি, প্রেম চাই জগতের জীবগণের প্রতি, প্রেম চাই সর্ব্বজীব-নিয়ন্তা শ্রীভগবানের প্রতি। প্রেমহীন সংগঠন মরুভূমিতে জলসিঞ্চনের ন্যায় অসার্থক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওম্,

কলিকাতা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। বারংবার স্থান-

পরিবর্ত্তন করিলে ব্যবসায়ীর ব্যবসা নষ্ট হয়, কর্ম্মীর কর্ম্মে ভাঁটার টান পড়ে, সাধকের সাধনায় জটিলতা-সৃষ্টি ঘটে, যোগীর যোগ, ধ্যানীর ধ্যান দুর্ব্বল হয়। এই কারণেই স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু নিজ নিজ জীবন-লক্ষ্য লাভে যখন স্থানান্তর দেশান্তর সহায়ক হইবে, তখন তাহা করিতে দোষ কি? বারংবার স্থান-পরিবর্ত্তনের দ্বারা চিত্তের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, বিশ্বাসের অগাঢ়তা সূচিত হয়। যে এক স্থানে সুদৃঢ় হইয়া কাজ করিতে পারে না, সে দশ স্থানে গিয়া ত' চঞ্চলতাই প্রদর্শন করিবে! খাইতে বসিয়া চাখাচাখি না করিয়া পেট ভরিয়া কেবল খাইতে থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, শক্তিমানেরও। আমি চাহি, তোমরা শক্তিমান হও।

কিন্তু প্রেম ছাড়া শক্তি আসে না। কাজের প্রতি প্রেম, স্থানের প্রতি প্রেম, লক্ষ্যের প্রতি প্রেম,—সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বতোমুখী প্রেম শক্তির উৎস। জগতের যত স্থানে যত দুর্ব্বলদের দেখিতেছ, জানিও তাহারা প্রেমের বলে বলী নহে বলিয়াই দুর্ব্বলতার বলি। শক্তিমান কখনো বলির পশু হয় না,—প্রেমিক কখনও নিঃশক্তি হয় না।

কেবল ভালবাস,—প্রাণ ভরিয়া বাস, মন ভরিয়া বাস, হৃদয় ভরিয়া বাস। ভালবাসাই জীবনের পরম, চরম, অনুপম সত্য। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে জীবনের অপর সকল সার্থকতাই মিথ্যা, অপর সকল সাফল্যই মৃগতৃষ্ণিকা। প্রেমই অমৃত, প্রেমিকই অমর।

প্রেমের সাগরে ডুবিয়া অমর হইয়া যাও। জীবনের যত স্থানান্তর, রূপান্তর, গত্যন্তর সবই প্রেমের মধ্য দিয়া সাধিত হউক।

ধৃতং প্রেম্না

এক কণা প্রেম কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ দূর করিয়া দিতে পারে, যদি তাহা হয় অকপট, খাঁটি, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমার ২৮ তারিখের পত্র পাইলাম। বিজয় গৌরবে পথ চলিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি আরও সাফল্য-মণ্ডিত হউক।

কিন্তু জীবের প্রতি প্রেমকে তোমার প্রতিটি কর্ম্মের মূলদেশে স্থাপন করা চাই। প্রেমই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এই জন্য প্রেমই ধর্ম্ম। প্রেমকে বাদ দিয়া তুমি কোনও কর্ম্মে হাত দিও না। প্রেমহীন হইয়া কোনও পরিকল্পনা করিও না। জাতি-দল-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র হউক তোমার অকৈতব প্রেমের প্রসার। ছোট-বড়'র প্রভেদ ভুলিয়া তোমার প্রেম করুক সকলকে আলিঙ্গন। পৃথিবীর হারা-জেতা প্রেমের কষ্টি-পাথরে যাচাই হউক। হারিলেই কেহ হারে না, জিতিলেই কেহ জিতে না। প্রেম থাকিলে হারিয়াও জিত হয়, প্রেম না থাকিলে জিতিয়াও হার হয়।

কোন্ গ্রহ বক্র আর কোন গ্রহ ক্রূর, এই সকল চিন্তা করিয়া

মনের শান্তি নষ্ট করিও না। সকল গ্রহকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে, আমাকে এবং নিখিল জগতের প্রতি জীবকে গ্রহের বৈগুণ্য হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। সপ্রেম আগ্রহে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। বিজয় তোমার সর্ব্বত্র, তুমি সর্ব্ববিজয়ের নিয়ন্তা পরমেশ্বরে কর নির্ভর।

জয় থাকিলেই পরাজয়ও থাকে। একজনের জয় অপরের পরাজয় সূচিত করে। তোমার জয় এমন হউক, যেন তাহার অংশ তোমার প্রতিপক্ষও নিতে পারে। পার্থিব জগতের প্রায় প্রতিটি জয়ই মূল্যহীন, কেননা তাহা ক্ষণস্থায়ী। তোমার ভৌম জয় যখন প্রাণের জয়ের সহিত অভিন্ন হইবে, তখন তাহা হইবে সার্থকনামা।

জয়ী হইলেই হইবে না, জয়কে সর্ব্বাত্মক করিতে হইবে। জয়কে দেহ, মন ও আত্মার উপরেও দাবীদার করিতে হইবে। জয়ের উচ্ছ্বাসকে অপরের মন হইতে পরাজয়ের গ্লানি দূরের ঔষধে রূপান্তরিত করিতে হইবে। যুদ্ধে যে হারিয়া গেল, সে যেন হারিয়াও

নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে পারে, সুখী, সন্তুষ্ট ও সানন্দ থাকিতে পারে, তাহা তোমার করিতে হইবে। তবেই জয় সুসার্থক।

কিন্তু এমন জয় কেবল প্রেমের পথেই আসে। এস আমরা প্রেমিক হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সংসার করিয়া, সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছ। পুত্রকন্যার দায়িত্ব, সংসার প্রতিপালনের দুর্য্যোগ, চারিদিকের অবশ্যম্ভাবী ঝড়-ঝাপটা তোমাকে বিব্রত রাখিয়াছে। তবু আমি সুখী এই কথা ভাবিয়া যে, এততেও তোমার মন মূল লক্ষ্য হইতে সরিয়া যায় নাই, তুমি তোমার আসল ব্রত ভোল নাই। একদা তুমি পুপুন্‌কী আশ্রমের অতি তরুণ কৈশোরে আমার সঙ্গে বন কাটিয়াছিলে, মাটি খুঁড়িয়াছিলে, পাথর ভাঙ্গিয়াছিলে, চুঁয়া খুঁড়িয়া জল টানিয়াছিলে এবং আরও কত প্রকারের বিচিত্র শ্রম করিয়াছিলে। সেদিনও তোমার নিষ্ঠা যেমন ছিল, আজও তেমনই রহিয়া গিয়াছে। ইহা কত আনন্দের, বলিবার নহে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল আমার সাম্প্রতিক ত্রিপুরা রাজ্য

ভ্রমণের একটী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পুপুন্‌কী আশ্রমের অযাচক প্রয়াসের ছায়াছবি আগরতলাতে প্রদর্শিত হইতেছে। জানা কথা যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেক প্রেমিক ভক্ত এই সময়ে আমার দর্শন কামনা করিবে। তাই আমি তাহাদের জন্য আগরতলা গিয়াছিলাম। দেখিলাম, পুপুন্‌কীর কৃচ্ছ্রের অকল্পনীয় বাস্তবতা একদল লোকের মনে কোনও দাগ কাটে নাই, কিন্তু এই চিত্রে তোমার আর বরদার জীবন কেন রূপায়িত হইল, ইহা নিয়া হইয়াছে ছটফটানি। আরও কি কর্ম্মী সেখানে যায় নাই? তোমাদের দুই জনের সহিত আরও কি দু' পাঁচ জন সেখানে শ্রম করে নাই? তাহাদের জীবনী কেন চিত্রে রূপায়িত হইল না, ইহা নিয়া একদল মাথাভারী লোকের ভারী মাথাব্যাথা হইয়াছে। কিন্তু প্রবোধ আর বরদা ত' প্রত্যেকে হইতে পারে না! আজীবন ইষ্টনিষ্ঠা, আমরণ গুরুভক্তি সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান শ্রদ্ধা, বিনয় ও বাধ্যতা নিয়া আর ত' কেহ ছিল না! নিষ্ঠা যাহাদিগকে দীর্ঘজীবন দেয় নাই, শুধু লেখনীর বলেই কি তাহারা চিরস্মরণীয় হইবে? আমি বাদ-প্রতিবাদে যোগদান করি নাই। হঠাৎ বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির তারিফই করিয়াছি এবং ইহাদিগকে নিরঙ্কুশ মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়া নিজে চুপ করিয়া রহিয়াছি।

পৃথিবীর মানুষ যাহাকে প্রতিভা নাম দেয়, অনেক সময়ে তাহা বুদ্ধিবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর মানুষ যাহাকে বোকামি বলিয়া গালি দেয়, কোনও কোনও সময়ে তাহা সুদৃঢ় নিষ্ঠা, অবিচল ভক্তি এবং পরিপূর্ণ বশ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিভা একটা মাত্র মানুষকে একক ভাবে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারে,

নিষ্ঠা, ভক্তি, আনুগত্য একটা মানুষের সঙ্গে দশটা মানুষকে সার্থকতার পথে টানিয়া নেয়। ব্যষ্টি-জীবনে প্রতিভার মূল্য যতই অধিক হউক, সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে, সঙ্ঘ-জীবনে নিষ্ঠা, ভক্তি, আনুগত্যের দাম অনেক বেশী।

তুমি সেই হিসাবে আমার কাছে দামী। অন্যে তোমাকে দাম কম দিতে পারে বলিয়াই আমার দৃষ্টিতে তোমার দাম কমিয়া যায় নাই। আমি জগতের অনেক কম-দামী জিনিষকেই চিরকাল অধিক দাম দিয়া আসিতেছি। ছোটকে বড় ভাবা আমার স্বভাব। তুচ্ছকে অমূল্য জ্ঞান করা আমার প্রকৃতি।

কিন্তু তোমার যে দাম আমি একটু চড়া করিয়া ধরিয়াছি, তাহার সার্থকতা দেখিতেছি আমি তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। বৃদ্ধা মাতা গৃহে উন্মাদ-রোগগ্রস্তা,—সেবার জন্য তোমার গৃহে ফিরিবার প্রয়োজন ছিল। তোমার গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার যারা কদর্থ করে, তাহারা ত' অকৃতজ্ঞ ও অন্ধ!

যে পরিবেশে গিয়া পড়িয়াছ, সেখানে থাকিয়াই তুমি পরমেশ্বরের সেবা করিবে। এই সেবার মধ্য দিয়া তোমার প্রাণের পূর্ণ শান্তি লাভ হউক। তোমার প্রেম তুমি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দাও। ভগবৎ-প্রেমের মধু তুমি তোমার পরিজনবর্গের চখে, মুখে, কাণে, প্রাণে ছড়াইয়া, ছিটাইয়া, সিঁচিয়া দাও। নিখিল বিশ্ব প্রেমমধুময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার বিস্তারিত পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে দেরী হইল। শরীর এখন ভালো নাই। তাই ইচ্ছা হইলেই লিখিতে পারি না। আর, জীবন ভরিয়াই ত' লিখিলাম। তোমরাও হাজার হাজার পত্র পড়িলে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লিখি নাই। ঠিক যাহা ভাবিতেছি, কলা-নৈপুণ্যে তার চেয়ে বেশী কথাকে টানিয়া আনিয়া লেখনীর অগ্রে বসাইয়া দিবার আমার অবসরও নাই। তাই আমার হাতের কাশের গুচ্ছ ঝড়ের বাতাসে উড়িতে উড়িতে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল, একটা ক্ষুদ্র কাশ-বীজকেও কোথাও মাটি ধরিতে দেখিলাম না। দিস্তায় দিস্তায় পত্র তোমাদের লিখিতেছি আর ডজনে ডজনে পত্র তোমরা অনাদরে বেড়ায় গুঁজিয়া রাখিয়াছ। ইহার অধিক সমাদর আমার পত্র কোথায় কবে পাইল? তাই একটা পত্রও সাহিত্য হইল না বা সাহিত্য হইবার লালসা অনুভব করিল না। শুধু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যদি পত্র লিখিতাম, তাহা হইলে জীবনে যে লক্ষাধিক পত্র লিখিয়াছি, তাহা অন্য ভাবে হইলেও স্মরণীয় হইত। কিন্তু পত্র লিখিলাম তোমাদের, যাহারা করুণা করিয়া যদি পত্রখানা পড়, তাহা হইলে তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর না, যাহারা অর্থ যদি বা বুঝিতে পার, অথচ পত্রে লিখিত উপদেশ অনুসরণ করিতে চাহ না, যদি বা অনুসরণ করিতে

আগ্রহী হও, সঙ্ঘ বা সমাজ তাহাদের সাহায্য, সহযোগ, সহায়তা, সহকর্ম্মিতা, সহানুভূতি ও সমবেদনার অধিকারী হয় না। পত্রের যেখানে ইহাই পরিণতি, সেখানে পত্র লিখিয়া ডাক বাক্সে না ফেলিয়া আবর্জ্জনার ঝুড়িতে ফেলিয়া দিলে ফলের দিক দিয়া বিশেষ তারতম্য হয় না। এই একটী কারণেও বৃথা বৃথা কাগজের বুকে কালীর আঁচড় ফেলিতে কত সময় কুণ্ঠা বোধ করি। আমার এই কুণ্ঠা তোমাদের প্রতি অবহেলা-প্রসূত নহে, ইহা তোমাদের প্রতি অপার প্রেম হইতে সঞ্জাত। লম্বা পত্র লিখিব, পড়িতে বসিয়া তোমাদের অমূল্য সময় নষ্ট হইবে, ভাবিয়াই ত' আমি আকুল। এমন যদি হইত যে, তোমাদের ভালবাসি না, তবে এত উদ্বেগের কারণ ছিল না। তোমাদের ভালবাসিয়াই ত' বাবা বিপদে পড়িয়া গিয়াছি। অথচ ভাল না বাসিয়াও উপায় নাই। ভালবাসা আমার প্রাণের সম্পদ, ভালবাসা আমার প্রাণের ধর্ম্ম। ভালবাসাই আমার বিবেক, ভালবাসাই আমার বৈরাগ্য, ভালবাসাই আমার তপস্যা।

তুমি অনেকগুলি জমির খোঁজ দিয়াছ, কিন্তু ইহা যে সুযোগ হারাইয়া দুর্য্যোগের চরণ-চিহ্ন খোঁজার মত হইয়াছে। যখন জাগিয়া থাকিতে বলা হইয়াছিল, তখন প্রায় সকলেই পড়িয়া ঘুমাইলে, আর এখন ঘুমাইয়া থাকিলে ক্ষতি নাই, তবু সবাই জাগিয়া রহিয়াছ। স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতে না পারিলে এই ভাবেই বিড়ম্বিত হইতে হয়। এক চাপে ঠিক যতটুকু জমি হইলে তোমরা তোমাদের ওখানে একটা স্থায়ী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিবে, ততটা জমিই পাইয়াছিলে। এক সঙ্গে যতটা টাকা প্রয়োজন হইলে তোমাদের

নিঃস্ব বাবামণি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিত পাঠাইতে পারিতেন, তাহাই জমিটার মোট মূল্য ছিল। কিন্তু তোমরা একে অন্যের সহিত যথেষ্ট যোগাযোগ রাখিলে না, মুখের সংবাদ সময়-মত পরস্পরকে জানাইয়া কার্য্যটা দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিলে না, এমন কি সময় থাকিতে কেহ জিজ্ঞসা পর্য্যন্ত করিলে না যে, সম্পূর্ণ টাকাটাই কেন্দ্র হইতে পাঠাইতে হইলে, তাঁহা বারাণসী আশ্রমের সাধ্য হইবে কিনা। যাহাদিগকে তোমরা সঙ্ঘের অতি দামী সেবক মনে কর, তাহাদের কেহ কেহ বরং এই ভূমির অংশ-বিশেষ নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রয়োজনে খণ্ড খণ্ড করিয়া পাইবার জন্য আগ্রহী হইল। ইহাই যে তোমাদের সুযোগ হারাইবার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা ভাবিয়া অন্তরে নিদারুণ লজ্জাবোধ করিতেছি।

সুতরাং এখন আর আদামে কুদামে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করিও না। জমির চাইতে দামী জিনিষ মানুষের প্রেমিক মন। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়া বিব্রত থাকিবার অনুশীলন চলিলে কাজের সময়ে ত্যাগ-বুদ্ধি আসে না। প্রেমের চর্চ্চা কর। ভালবাসিতে শিখ। অন্তরের সহৃদয়তা দিয়া সমাজ ও সঙ্ঘের কাজগুলিকে দেখ। কাজ করিতে উদ্যমই যথেষ্ট কিন্তু প্রেম ছাড়া কাজের মত কাজ হয় না।

তোমাদের সহরটাতে আমি অনেকবার গিয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকের ভিতরে অসাধারণত্বও লক্ষ্য করিয়াছি। যাহাদিগকে সাধারণ স্তরের বা নিম্নতর থাকের মনে হইয়াছে, তাহাদের ভিতরের সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাইয়া তোলা যে সম্ভব, এই ধারণাও আমার হইয়াছে। কিন্তু আমি জাগাইতে চাহিলে কি হয়, তোমরা যে বাবা নিজেরা

জাগিতে চাহ নাই। তোমাদের দোষগুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে আমি চাহি না। কারণ, তাহাতে আমারই প্রাণে বেশী বাজিবে। কিন্তু নিজেরা, কিছুটা হইলেও, নিজেদের দোষ বুঝিতে পার না, এমন অজ্ঞান তোমরা নহ। আমি এখনও প্রতীক্ষায় রহিয়াছি যে, তোমরা প্রতি জনে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার কাজে লাগিয়া যাইবে। যেখানে নিজেদের জাগাইবার চেষ্টায় অলসতা, অবহেলা বা ফাঁকি রহিয়াছে, সেখানে জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনার কল্পনা যে শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণের ন্যায়ই অবাস্তব!

আকাশে কুসুম-কলি ফুটিতে কি পারে না?
পারে, কিন্তু মানুষের ধার সে ত' ধারে না!
ফুটিবার আগে সে যে ঝরিয়া পড়িয়া যায়,
কার কিবা আসে যায়, তার ফোটা না ফোটায়?

কিন্তু জাগিবে তোমরা কিসের বলে?

আমি প্রেম ছাড়া অন্য মন্ত্র জানিনা। জাগিলে এই প্রেমের বলেই জাগিতে হইবে। কিন্তু জোর করিয়া কাঁঠাল পাকানোর মতন জোর করিয়া কাহারও প্রাণে প্রেমের উদ্দীপন সম্ভব নহে। যে পলিতায় প্রদীপ জ্বলিবে, তাহাদের যেমন জল থাকিলে চলে না, যেই প্রাণে প্রেম জাগাইতে হইবে, তাহাতে তেমন ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ লোলুপতার স্থান থাকিলে চলে না। পবিত্রতা না আসিলে প্রেম আসে না, প্রেম না আসিলে পবিত্রতা আসে না। তোমারা প্রতি জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহমিকা নিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে যে রাজত্ব করিতেছ, তাহা যে তোমাদের

কূপ-মণ্ডূকতা ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা বুঝিবার দিন তোমাদের আসিয়াছে। স্বার্থপরের দূষিত চিত্ত জনকল্যাণে মিলিতে বাধা দেয়। তোমাদের চিত্ত তোমরা নির্ম্মল কর।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর স্থানে স্থানে তোমাদের একটী করিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা দরকার,—এই কথাটী ভালই লিখিয়াছ। এই প্রয়োজনে আগে হইতেই উপযুক্ত ভূমিও ক্রয় করিয়া রাখা দরকার—তোমার এই কথা আমি মূল্যবান্ বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু জমি কিনিলেই প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না, প্রতিষ্ঠান গড়িতে মানুষ লাগে যাহারা সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির খতিয়ানের দিকে তাকাইয়া পথ চলে, তেমন মানুষ নহে, যাহারা ব্যষ্টির প্রয়োজনকে সমষ্টির প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া চলিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক, যাহাদের জীবন-যাপনের নীতি এবং সামাজিক রুচি সমষ্টির স্বার্থের অনুকূল, এমন মানুষ চাই। জগজ্জোড়া মানুষের ত' বাছা অভাব নাই, কিন্তু এমন মানুষ কোথায় পাই?

প্রেমহীন মানুষের রসনার ভাষা
বল, কার পূরাইবে অন্তরের আশা?

এই প্রশ্নের জবাব তোমরা কবে দিবে? পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২রা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কয়েকটা দিন যুদ্ধে কাটাইয়াছ। দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ চালাইয়াছ। এজন্য দেখিবার অবসরও পাও নাই যে, কোথায় তোমাদের জিত আর কোথায় তোমাদের হার। আরও দেখিতে পাও নাই যে, যেখানে হারিয়া গিয়াছ, সেখানে কেন হারিলে।

যুদ্ধ চলিয়া গিয়াছে, এখন নিরিবিলি বসিয়া ভাবিয়া দেখ, কতটুকু তোমাদের হারজিত কেন তোমাদের সাফল্য-বৈফল্য।

মিথ্যা কথা রচনা করিয়া, অসত্য অপবাদ রটনা করিয়া, কেরাণী, দোকানদার, রিক্‌শাওয়ালা আদি নাগরিকদের মনে অকারণ বিরুদ্ধতা সৃজনের অপপ্রয়াসের ব্যাপকতাই যে তোমাদের সৎপ্রয়াসের বিফলতার কারণ, ইহা মনে করিয়া আত্মসন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। এমন প্রেম তোমরা জনসাধারণকে দিতে পার নাই, যাহার ফলে তোমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসত্য অযথার্থ কদুক্তিগুলি শুনিবার তাহাদের অনিচ্ছা জন্মে। তোমরা হারিয়াছ প্রেমের অভাবে, অপরের মিথ্যার মহিমায় নয়।

প্রেম তোমাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল না। কর্ত্তব্যের ডাক শুনিয়া সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যেও কত জন পরস্পরের কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পার নাই। যেখানে

লক্ষ্য তোমাদের এক, সেখানে একে অন্যকে ভালবাসিতে না পারা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু স্থলে স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

তোমাদের ত্যাগ ও শ্রমকে আমি খাটো করিয়া দেখিতে চাহি না কিন্তু পরস্পরের মধ্যে প্রেমের অভাবটুকু দূর হইয়া যাউক, ইহা চাহি। কিন্তু তোমরা পরমপ্রেমময় একজনকে সকলে সমান মনে সমান প্রাণে ভালবাসিতে পারিবে কি? ইহা পারিলে অন্য সকল কাজ জলের মত সহজ হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২রা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দশ বারো দিন সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। কত কথা কহিয়াছ, কত কথা শুনিয়াছ। প্রাণের কথা অকপটে কহিয়াছি। প্রাণভরা ভরসা নিয়া কথা কহিয়াছি। আশায় ভর করিয়া কথা কহিয়াছি।

কথাগুলি মনে রাখিয়াছ কি?

ঘৃণা করিয়া নহে, প্রেম দিয়া, বিদ্বেষ দিয়া নহে, ভালবাসিয়া বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধকারীদের জয় করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি যাহারা অনলস উদ্যমে বিরোধ পরিচালনা করিল, তাহারা কেহই ত'

সত্য সত্য তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং চিন্তা-প্রণালীর সহিত কণামাত্রও পরিচিত নহে। তাহাদের কাছে তোমরা তোমাদের সম্পদরাজি নিয়া কখনও যাও নাই, অথচ ধর্ম্মান্ধ আতঙ্ক-গ্রস্তেরা "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" আশঙ্কায় স্বকপোলকল্পিত হাজার রকমের অসত্য অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া সযত্নে দিনের পর দিন ইহাদিগকে পরিবেশন করিয়াছে। এই অজ্ঞান মানবগুলিকে তোমরা নিজজন জানিয়া ভালবাস, তাহাদের নিকটে তোমাদের সকল পরিবেশনীয় সামগ্রী তুলিয়া ধর, ইহারা তোমাদের আদর্শ ও চিন্তার সহিত পরিচয় স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেদের ভ্রম নিজেরা সংশোধন করুক। ইহারা যে ভ্রান্ত, তাহা তোমাদের গিয়া ইহাদিগকে বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, অযাচিত হইয়া উপদেশ দিলে তাহাতে শান্তি না হইয়া প্রকোপই বরং বাড়ে, ইহারা নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া নিজেদের ভ্রান্তির ওজন নিক্।

বড় বড় মহাপুরুষের নামের ধ্বজা উড়াইয়া যখন সাধুত্বের অনুসরণকারী ব্যক্তিরা নিজেদের বাক্য, চিন্তা ও আচরণকে অসত্যের অঙ্কশায়ী করে, তখন বুঝিতে হইবে, ইহাদের হিসাবের অঙ্কে কোনও বড় রকমের একটা ভুল রহিয়াছে। এই ভুলকে অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া ইহারা অনেক সত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করে। প্রকৃত সত্যাশ্রয়ীরা ইহাতে ভীত হন না বা নিজেদের কর্ম্মপ্রয়াস গুটাইয়াও নেন না। কিন্তু অজ্ঞ জন-সাধারণ এই অকারণ সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষম বিভ্রমে পড়ে। তাহাদের এই বিভ্রান্তি অনেক সময়ে গুরুতর সামূহিক ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে।

কাহারও অকারণ বিরুদ্ধতায় যখন একটী বা দুইটী ব্যক্তি ব্যষ্টিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন তাহাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু এই সকল বিরোধ যখন সমষ্টিগত সমাজের বহু নরনারীর সামূহিক ক্ষতি সাধন করে, তখন তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকাও বিপজ্জনক। কিন্তু ইহার প্রতিকারের রাস্তা গুণ্ডামি নহে। প্রেমেই বলেই ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। জন-সাধারণের মধ্যে গণ-দেবতা ঘুমাইয়া আছেন তাহার নিকটে প্রেমের নৈবেদ্য সাজাইয়া নিয়া যাইতে হইবে। কবে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গিবে, তাহার প্রতীক্ষায় শবরীর ন্যায় শিবরাত্রির সলিতা জ্বালাইয়া দীর্ঘ রজনী বসিয়া থাকিতে হইবে। মিথ্যা এবং অপবাদ যত প্রবলই হউক না কেন, তোমাদের জয় সুনিশ্চিত, কারণ তোমাদের প্রয়াসের ভিত্তি রহিয়াছে সত্যে এবং প্রেমে। তোমাদের জনসেবাবুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বণিগ্‌বৃত্তি বলিয়া, তোমাদের সর্ব্বজীবের শুভাকাঙ্ক্ষাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মিথ্যাচার বলিয়া, তোমাদের প্রতিষ্ঠা, প্রসার, প্রতিপত্তিকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য কল্পনাতীত মিথ্যার করা হইয়াছে আমদানী। কিন্তু এত সত্ত্বেও তোমাদের সর্ব্বকর্ম্মের ভিত্তি যে সত্যে, তোমাদের সর্ব্বচিন্তার উৎস যে প্রেমে, তাহা মিথ্যা হইয়া যায় না। অসত্যের সাময়িক প্রতিষ্ঠায় বা আংশিক বিজয়ে তোমরা হতাশ্বাস হইও না।

বুকে বাড়াও বল। দল বাড়াইবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। অপাত্র কুপাত্র দিয়া দল বাড়িলে কি কলঙ্ককর অবস্থা হয়, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাম্প্রতিক আচরণগুলি হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। শূন্য গোয়াল ভাল,

তবু দুষ্ট গরু ভাল নহে। তোমরা যাকে তাকে দলে টানিয়া নিজেদের শক্তিশালী করিতে চাহিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু,—

স্নেহের বাবা—, কিছুই তোমার একার জন্য নয়। আমার আশিসও তুমি জগতের সকলের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিও। বিধাতার দান যে একা ভোগ করে, সে সত্যই নিতান্ত মূর্খ। সকলকে লইয়া ভোগে যে আনন্দ, একাকী পাইয়া সে আনন্দ হইতে পারে না।

এমন কতকগুলি ভোগ আছে, যাহা একাকী ছাড়া সঙ্গত হয় না। যেমন, কর্ম্মফলে কেহ সংক্রামক-রোগগ্রস্থ হইয়াছে। সে যদি জগতের সকলকে সঙ্গে লইয়া বসন্ত, কলেরা বা প্লেগ রোগে ভুগিতে চাহে, তবে তাহা দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হইবে না। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া জয় করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু মাতা কুন্তী কল্পনাও করেন নাই যে, নিয়া আসিয়াছে পুত্রগণ এক নারীকে। না জানিয়া না বুঝিয়াই তিনি পুত্রদের বলিয়াছিলেন,—“সকলে মিলিয়া ভোগ কর।” যখন বুঝিলেন যে, উপলক্ষিত বস্তু একটী নারী, তখন তাঁহার আক্ষেপ ও লজ্জার অবধি রহিল না। কিন্তু

ধৃতং প্রেম্না

তবু দুষ্ট গরু ভাল নহে। তোমরা যাকে তাকে দলে টানিয়া নিজেদের শক্তিশালী করিতে চাহিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু,—

স্নেহের বাবা—, কিছুই তোমার একার জন্য নয়। আমার আশিসও তুমি জগতের সকলের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিও। বিধাতার দান যে একা ভোগ করে, সে সত্যই নিতান্ত মূর্খ। সকলকে লইয়া ভোগে যে আনন্দ, একাকী পাইয়া সে আনন্দ হইতে পারে না।

এমন কতকগুলি ভোগ আছে, যাহা একাকী ছাড়া সঙ্গত হয় না। যেমন, কর্ম্মফলে কেহ সংক্রামক-রোগগ্রস্থ হইয়াছে। সে যদি জগতের সকলকে সঙ্গে লইয়া বসন্ত, কলেরা বা প্লেগ রোগে ভুগিতে চাহে, তবে তাহা দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হইবে না। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া জয় করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু মাতা কুন্তী কল্পনাও করেন নাই যে, নিয়া আসিয়াছে পুত্রগণ এক নারীকে। না জানিয়া না বুঝিয়াই তিনি পুত্রদের বলিয়াছিলেন,—"সকলে মিলিয়া ভোগ কর।" যখন বুঝিলেন যে, উপলক্ষিত বস্তু একটী নারী, তখন তাঁহার আক্ষেপ ও লজ্জার অবধি রহিল না। কিন্তু

সত্যপালন সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা বশতঃ এই অসম্ভবকেই পঞ্চভ্রাতা সম্ভব করিয়াছিলেন বলিয়া কাহিনীতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বিচারেই পঞ্চস্বামীর এক নারীর উপরে দৈহিক অধিকার স্থাপন এমন বিসদৃশ যে, এই উদ্ভট কাহিনীর অনুরূপ আরও বহু কাহিনীর অবতারণে স্বয়ং ব্যাসদেবও আর উৎসাহিত হন নাই।

অর্থাৎ পৃথিবীতে দুর্ভোগ আর নিতান্ত ব্যক্তিগত ধরণের ভোগগুলি মানুষকে একাই ভুগিতে হয়। জগতের সহিত ভাগাভাগি করিয়া সেগুলি ভোগ করা চলে না। কিন্তু যে সকল ভোগে একবিন্দুও অতিব্যক্তিক সার্থকতা আছে, তাহাই সকলকে নিয়া ভোগ করা উচিত,—এখন তাহা হরির লুটের বাতাসাই হউক, সমবেত উপাসনার প্রসাদই হউক, মহোৎসবের খিচুড়ীই হউক বা গুরুজনের আশিসই হউক। স্বাস্থ্যদ, প্রীতিদ, তৃপ্তিদ, সুখদ যত কিছু অবস্থা জগতে আছে, তার মধ্যে যতগুলি সম্ভব, জগতের সকলের সহিত, সমাজের সকলের সহিত, পল্লী বা নগরের প্রতি জনের সহিত মিলিত হইয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, বিশ্বের সকলের সহিত তোমার প্রকৃত যোগটা যে কোথায়, কোন্‌খানে যে তুমি সকলের আপন এবং সকলে তোমার আপন, তাহা অনুধাবন করিবার সুযোগ ইহাতে মিলে। আপন চিনিবার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি পাইয়াছ, আপন জনকে চিরস্মরণে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই মেধা-মনীষার অধিকারী হইয়াছ। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছই সকলকে আপন করিবার জন্য।

উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা এই আপন চিনিবার বিঘ্ন হয়। "আমার

সম্প্রদায়ই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়, আমার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় নাই, প্রেম নাই, আমার সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি পাপ, আমার সম্প্রদায়ই জগতের সকল সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিতে অধিকারী, যাহারা আমার সম্প্রদায়ের গোস্বামী, প্রভু, প্রবর্ত্তক বা স্তম্ভগণেরই ধ্বজা ধরে না, চরণ-সেবা করে না, চরণামৃত পান করে না, তাহারা অনার্য্য,''—এই জাতীয় সঙ্কীর্ণ মনোভঙ্গী বিশ্বের মানুষকে আপন করিবার বিরোধী। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্রেরই একটী মাত্র সার্থকতা রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ মনকে অসীম, উন্মুক্ত, উদার ও সর্ব্বালিঙ্গী করা। জৈব স্বভাবে জীব কেবলমাত্র নিজেকে লইয়াই বিব্রত রহে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম তাহাকে বিশ্বতোমুখী করে। ইহাই ধর্ম্মের বিশেষত্ব, ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ-ধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়াছে।

অপরের আচরণে যাহাই ফুটিয়া থাকুক, তোমাদের আচরণ যেন এই আদর্শের অনুপন্থী হয়। তোমাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি-সম্ভাবনা দেখিয়া যাহাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহারা স্থানে স্থানে বদ্ধ পাগলের ন্যায় যুক্তিহীন ও অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে। হয়ত ইহাদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ইহাদের এই বুঝই দিয়াছে,—"অপরের ধর্ম্মমত প্রচারের বৈধ চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ বাধা দিয়া ধর্ম্মই করিয়াছি।" হয়ত ইহাদের সাময়িক মানসিক ক্ষিপ্ততা ইহাদের এই সান্ত্বনাই যোগাইয়াছে,—"গাড়োয়ান, কোচোয়ান, রিক্‌শাওয়ালা, দোকানদার, ভিক্ষুক ও পথচারী যাহাকে যেখানে পাইয়াছি, বলিয়া, কহিয়া, বুঝাইয়া,

বাঝাইয়া সঙ্ঘ-বিশেষের ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টার নির্দ্দোষ প্রয়াসে মারমুখী করিয়া তুলিয়া আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের সম্মানই বর্দ্ধন করিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম ইহারা করে নাই, নিজ নিজ ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠাতার সম্মানও ইহারা বাড়ায় নাই। যাহা ইহারা সত্য সত্য করিয়াছে, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ইহাদের এই দলবদ্ধ ক্ষিপ্ততায় মূঢ়তা কোথায় রহিয়াছে, তাহার উদ্‌ঘাটনে তোমরা সময় নষ্ট করিও না। ইহাদের মূঢ়তা ইহারা যথাকালে নিজেরাই আবিষ্কার করিবে। বুদ্ধিহীন বন্য বর্ব্বর ইহারা কেহই নহে। নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে ইহারা সুনিশ্চিত সচেতন। ভাবী ঘটনাবলীর আবর্ত্তনে যেদিন ইহাদের নিকট আপনা আপনি সুস্পষ্ট হইবে যে, অপপ্রচার করিয়া আর অজ্ঞ জনসাধারণকে অপকথার বিভ্রান্তি দিয়া চিরকাল চালান যায় না, যার যেখানে, যেটুকু সত্য আছে, তার সেখানে ততটুকু প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, তখন ইহারা নিজেরা নিজেদের আচরণ স্মরণ করিয়া নিজ নিজ বিবেকের নিকটে অপরাধী হইয়া নতমস্তকে বিমর্ষ বদনে দাঁড়াইবে। তোমাদের আর ইহাদিগকে নিয়া কিছুই করণীয় নাই। তোমাদের যাহা করণীয়, তাহা হইতেছে ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া তোমাদের নিজ আদর্শের উদার বাণী ঘরে ঘরে ছড়ান, ইহারা যাহাদিগকে জোর করিয়া তোমাদের সংশ্রবের বাহিরে রাখিতে চাহে, তাহাদেরই কাছে তোমাদের প্রেমের বার্ত্তা বেশী করিয়া পৌছান। এই পরমপবিত্র কর্ত্তব্য আগে তোমরা নিষ্ঠার সহিত পালন কর নাই। তোমাদের সকল ত্রুটি ত' বাবা এইখানে।

জগতের সকলের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ প্রেমের। এই প্রেমকে

অনুশীলন করিবার জন্যই জগদ্বাসীর ঘরে ঘরে যাইবার তোমাদের প্রয়োজন। তোমরা নিজ নিজ গৃহে বসিয়া বসিয়া খুব বড় বড় বুলি আওড়াইয়াই অনেক সময়ে কর্ত্তব্য সারিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদ অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলে কিনা, তাহা আজ বিচার করিয়া দেখ। যাহারা বিরুদ্ধবাদিতা করিয়া তোমাদের সৎচেষ্টাকে অসফল করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিল, যাহারা মিথ্যা অপবাদ রচনার অসীম দক্ষতা দেখাইয়া পথে, ঘাটে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কথার ফুলঝুরি ফুটাইল, যাহারা অকারণ আক্রোশে, অযৌক্তিক ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরচিত্ত হইয়া সম্মানীকে অসম্মান করিবার ষড়যন্ত্রে এমন একটা সংস্কৃতি-গৌরবী সহরের শিক্ষক ও ডাক্তারকে পর্য্যন্ত টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া নামাইল, তাহাদের বিচার করিয়া, তোমার কোনও লাভ নাই। তাহাদের কৃতকর্ম্মের স্বাভাবিক ফল তাহারা আহরণ করিবে, তাহাদের বপন করা বীজের ফসল একদা তাহারা তুলিবে। তুমি সেই দিক হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া আন। তুমি বিচার কর নিজেকে। তোমার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম,—ঈর্ষ্যার নহে, দ্বেষের নহে। তোমার ধর্ম্মের বাণী কেন তুমি এতকালের মধ্যেও ঘরে ঘরে পৌঁছাইতে পার নাই? ইহার জবাব কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের—, উদ্বেগবর্জ্জিত মন লইয়া কাজ করিতে হইলে চারিদিকে সৌভ্রাত্র্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিতে হয়। "আমি তোমার, তুমি আমার, তুমি আর আমি একই জনের",—এই বোধ হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি। কাজ তোমরা করিয়াছ জগজ্জনের মঙ্গলকামনায় কিন্তু তোমাদের প্রতি প্রতিবেশীদের মমত্ব-বোধ জাগাইতে পার নাই বলিয়া তোমাদের সুকাজকে অকাজ বলিয়া ভাবিতে তাঁহাদের দ্বিধা হয় নাই। যেমন করিয়া একদল লোক হঠাৎ আসিয়া বলিয়া দিয়া গেল যে, চিলে কাণ নিয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অপহৃত কাণের তল্লাসে আকাশ পানে তাকাইতে তাকাইতে উল্কা বেগে পথের দিকে ধাইলেন। তোমরা যদি তোমাদের প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে তোমাদের আদর্শের বাণী পৌঁছাইবার মত করিয়া পৌঁছাইতে পারিতে, তাহা হইলে যে-কোনও কাণ-কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হস্তমুষ্টি ঘুষি মারিবার জন্য দৃঢ় হইত না, চক্ষুকর্ণ হঠাৎ-ক্রোধে আরক্ত হইত না। শ্রমে তোমাদের ত্রুটি ছিল না কিন্তু শ্রমটা কোথায় করিতে হইবে নিয়োজিত, তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট সঙ্কল্পে কখনও তোমরা আস নাই। তোমাদের এই ত্রুটি, যত দ্রুত পার, তোমরা সংশোধন কর। জগতের সকল মানুষের নিজমত প্রচার করিবার অধিকার আছে। এই অধিকার অপর কেহ কাড়িয়া নিতে পারে না। অন্যান্য মতবাদীদের

অভিলাষানুযায়ী কাজ তাহাদের করিতে দিয়াও তোমার প্রেমধর্ম্ম তোমাকে গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে হইবে। তাহারই ফলে অনুকূল আবহাওয়া এবং বাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে।

কিন্তু তোমরা যে তোমাদের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবে, তোমরা কি আমাকে ভালবাসিয়াছ? বাসিয়া থাকিলে কতটুকু বাসিয়াছ? সে ভালবাসায় খাদ নাই ত'? নিখাদ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছাড়া ত' শক্তি বা মুক্তির পথে যাওয়া যায় না। আমাকে ঘিরিয়া চারিদিকে তোমরা দাঁড়াইয়াছ। আমি যেই প্রেম-ধর্ম্মের কথা তোমাদের কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে কহিয়া গিয়াছি, তাহা ত' আমার প্রতি দুই এক কণা অকৃত্রিম প্রেম ছাড়া তোমাদের জীবনের আচরণে মূর্ত্তি নিতে পারে না! কথাটা মুখ ফুটিয়া ত' কখনই বলি নাই, আকারে ইঙ্গিতেও নহে। একথা যে তোমাদের নিজেদের প্রাণে নিজে বুঝিবার। এতদিনেও কেহ বোঝে নাই, তাই আজ বলিয়া ফেলিতে হইল। আমার জন্য কতটুকু ভালবাসা তোমাদের আছে? সেই ভালবাসা কতটুকু নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ? চিরকাল তোমাদের ভালবাসিয়াছি, প্রতিদান কিছু চাহি নাই, কিন্তু তোমরাই বা কতকাল ভাল না বাসিয়া থাকিবে? যে ভালবাসে, সে ব্যথাও বোঝে। কোথায় যে আমার ব্যথা, তাহা তোমাদের বুঝাইবার পথ কি? কি করিলে তোমরা বুঝিবে যে, কোথায় হইল হৃদয় আমার আহত? ভাল না বাসিলে প্রাণের গভীর দেশের খবর তোমরা পাইবে কি করিয়া? মুখের কথায় হৃদয় বোঝা যায় না, চখের ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে প্রাণের ভাষা ধরা পড়ে না। তার জন্য গভীর প্রীতি চাই।

উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম আদি সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকদের কাছে করযোড়ে তোমরা দাঁড়াইয়াছ, নিঃশব্দে তাঁহাদের প্রতি সম্মান নিবেদন করিয়াছ, কিন্তু তোমাদের প্রেমধর্ম্মের বাণী তাঁহাদের কাছে পৌঁছাও নাই। ভিস্তিওয়ালা, রিক্‌শাওয়ালা, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস শ্রেণীর লোকদের তোমরা মূল্যহীন মনে করিয়াছ। তাহার ফলে তাঁহাদের কাছ হইতে নিজেদের দূরত্বই কেবল রক্ষিত হইয়াছে এবং তোমাদের প্রেমধর্ম্মের বাণী তাঁহাদের নিকটও পৌঁছে নাই। পৌঁছাইবার প্রয়োজন ছিল অপরিমিত, আয়োজনও হইয়াছিল চমৎকার কিন্তু তোমাদের নিয়োজন ছিল অতি দুর্ব্বল। ভালবাসিতে পার নাই বলিয়াই মহাপর্ব্বতের বজ্রগর্জ্জন শেষ পর্য্যন্ত প্রসব করিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেংটি ইন্দুর। ইহা পরিতাপের না আনন্দের সংবাদ, কে বলিবে?

জগতের সবাই সবার সমান, নীচ-হীন-অন্ত্যজেরও আছে পরমামৃতের অধিকার, এই কথা বলিবার জন্য তোমাদের পরমপ্রেমভরে সকলের মধ্যে যাইতে হইবে। অনুরাগী ও বিদ্বেষী, সহকারী ও বিরুদ্ধাচারী সকলের কাছে গিয়া শুনাইতে হইবে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ দানগুলিতে আমাদের সকলের সমান অধিকার। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ। তিনি পরমপ্রেমিক এবং সকলের প্রতি নির্ঘৃণ। তাঁর কাছে ছোট-বড়'র বিচার নাই। তিনি সম্প্রদায় বাছিয়া করুণা বিতরণ করেন না। তিনি ভাবগ্রাহী এবং দীনের বন্ধু। তিনি পতিত-পাবন এবং অনাথ-শরণ। তিনি ছোটকে ছোট বলিয়া অবজ্ঞা করেন না, নীচকে নীচ বলিয়াই দাবাইয়া রাখেন না। তাঁর অপরিমেয় প্রেম সকলের জন্য সর্ব্বকালের জন্য।

এই কথাগুলি শুনাইতে হইলে ভগবানের পরমপ্রেমময়ত্বে তোমাদের আগে বিশ্বাস করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের বিশ্বাস যেখানে শিথিল, সেখানে তোমরা কোন্ সাহসে ভর করিয়া ভগবানের প্রেমের বাণী জীবগণের কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে ঢালিতে যাইবে? তাঁর প্রেমে নিজেরা মজবুর হও, তাঁর প্রেমে তোমাদের সতীর্থদের মশ্‌গুল কর, তাঁর প্রেমে বিভোর হইয়া প্রতি জনের কাছে প্রেমের বারতা লইয়া চল। ভুল করিয়াছ অনেক কিন্তু প্রেমের পথে চলিলে সব ভুলের সংশোধন আসিয়া যাইবে। ভয় পাইবার কিছু নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, একটী মাত্র কথাকে সত্য বলিয়া জানিয়া লও, তারপরে পৃথিবীর বাকী সব কথার সহিত তাহার সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইও। সেই একটী কথা এই যে, তোমার সাধন জগন্মঙ্গলের সাধন, তোমার লক্ষ্য জগন্মঙ্গলের লক্ষ্য, তোমার প্রয়াস জগন্মঙ্গলের প্রয়াস। জগতের আর কোনও গুরু ইষ্টনাম দিবার কালে নামের সাধনকে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের সহিত অবিচ্ছেদ্য করিয়া শিষ্যকে প্রক্রিয়া শিখাইয়াছেন

ধৃতং প্রেম্না

এই কথাগুলি শুনাইতে হইলে ভগবানের পরমপ্রেমময়ত্বে তোমাদের আগে বিশ্বাস করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের বিশ্বাস যেখানে শিথিল, সেখানে তোমরা কোন্ সাহসে ভর করিয়া ভগবানের প্রেমের বাণী জীবগণের কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে ঢালিতে যাইবে? তাঁর প্রেমে নিজেরা মজবুর হও, তাঁর প্রেমে তোমাদের সতীর্থদের মশ্‌গুল কর, তাঁর প্রেমে বিভোর হইয়া প্রতি জনের কাছে প্রেমের বারতা লইয়া চল। ভুল করিয়াছ অনেক কিন্তু প্রেমের পথে চলিলে সব ভুলের সংশোধন আসিয়া যাইবে। ভয় পাইবার কিছু নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, একটী মাত্র কথাকে সত্য বলিয়া জানিয়া লও, তারপরে পৃথিবীর বাকী সব কথার সহিত তাহার সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইও। সেই একটী কথা এই যে, তোমার সাধন জগন্মঙ্গলের সাধন, তোমার লক্ষ্য জগন্মঙ্গলের লক্ষ্য, তোমার প্রয়াস জগন্মঙ্গলের প্রয়াস। জগতের আর কোনও গুরু ইষ্টনাম দিবার কালে নামের সাধনকে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের সহিত অবিচ্ছেদ্য করিয়া শিষ্যকে প্রক্রিয়া শিখাইয়াছেন

কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া সময় নষ্ট করিও না। তোমরা যে দীক্ষামাত্র ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার পাইয়াছ আর সেই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে যথার্থ ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইবার জন্য নাম-সাধনার আঙ্গিক রূপে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পটীকে লাভ করিয়াছ, এই সহজ সরল সুন্দর সত্যটীকে একটী নিমেষের জন্য ভুলিও না। স্বসম্প্রদায়-পরিপুষ্টি তোমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না, জগতের মঙ্গল-সাধনাই তোমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য।

জগতের মঙ্গল অনেকেই অনেক ভাবে করিতেছেন। তাঁহারা নমস্য। জগতের জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া যেখানে যিনি মানবের যেটুকু সেবার আয়োজন করিয়াছেন, তাহাই সম্মানার্হ। তাঁহাদের প্রতি জনের প্রতিটী শুভ প্রয়াসে তোমার, আমার সকলের কায়-মনো-বাক্যে সহযোগ ও সহানুভূতি থাকা আমাদের পক্ষেই মঙ্গলপ্রদ। কিন্তু অপরেরা নিজ নিজ বিশিষ্ট ভঙ্গীতে জগতের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তুমি বা আমি নিজেদের বিশিষ্টতর অপর এক ভঙ্গীতে জনসমাজের সেবা করিতে পারিব না, তোমাকে এবং আমাকে অপরাপর পন্থানুবর্ত্তীদের পদাঙ্কানুসরণই করিতে হইবে, এই জিদের কোনও তাৎপর্য্য নাই। প্রায় সকলেই অপরকে নিজের অভিপ্রেত পথেই চালাইতে চাহিতেছে, কেহ নিজের পৌরুষে বা প্রতিভায় নূতন একটা পথের দুয়ার খুলিয়া বসিলে তাহাতে বিরক্তি, ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে,—ইহা সুস্থ চেতনার লক্ষণ নহে। সমগ্র মানব-সমাজেই এই এক অতীব অস্বাস্থ্যকর জিদের দুর্লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, যেহেতু কোনও এক শ্রেণীর সমাজ-কর্ম্মীরা

আগে হইতেই জন-সমাজের সেবা করিয়াছেন, সেই হেতু তোমাকে বা আমাকেও জনসমাজের সেবা করিতে হইলে তাঁহাদেরই পতাকা-তলে আসিয়া সমবেত হইতে হইবে। জীবের দুঃখকে অনুভূতিতে আনিবার আলাদা আলাদা শক্তি যখন আমাদিগকে শ্রীভগবান দিয়াছেন, তখন আমরা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে জন-সেবা করিতে গিয়া নিজ নিজ উপলব্ধির আলোকের অনুসরণ কেন করিব না? অপরের সেবা-কার্য্যের বিরোধ না করিয়া যদি আমরা জনসেবা করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ একটা নির্দ্দিষ্ট দলের অনুবর্ত্তীদেরই পাদপদ্ম-বন্দন করিয়া আমাদের চলিতে হইবে, এমন কি বাধ্য-বাধকতা আছে?

কিন্তু প্রকৃত কথাটা আরও গভীরে নিহিত। কার্ল মার্কস্ বলিয়াছিলেন—ধর্ম্মযাজকেরা মানুষের মনের সহজ বিশ্বাস-প্রবণতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে exploit করিতেছে, তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেছে। এই অভিযোগ শুনিয়া জগতের ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগ যে ডাহা মিথ্যা, এমন কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের নাম করিয়া আমরা যাহারা জন-সমাজের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রেম বিলাইতে যাই, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান বিতরণকারী আমরা কয়জন আছি? প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমই বা কয়জনে বিলাই? জ্ঞান আর প্রেমই যদি বিলাইতাম, তাহা হইলে একজন বিতরণকারীর সহিত অপর বিতরণকারীর দ্বন্দ্ব-কলহ আসে কোথা হইতে? কেহ কোনও অবতার কেহ বা কোনও অবতারকল্প মহাপুরুষের নাম করিয়া পল্লীনগরে জ্ঞান আর প্রেম বিলাইতেছেন—ইহাদের লক্ষ্য যদি

জ্ঞান আর প্রেম বিতরণই হইবে, তাহা হইলে অপরের প্রভাব দর্শনে অন্তরে ক্ষিপ্ততা আসিবে কেন? আসলে ইঁহারা জ্ঞানও বিতরণ করিতেছেন না, প্রেমও নহে, ইঁহারা নিজেদের দল বাড়াইবারই ফিকিরে আছেন। অন্য কেহ সেই একই শাস্ত্রের কথা কহিয়া নিজের দল যদি আবার বাড়াইয়া লয়, এই ভয়ে ইঁহাদের রাত্রে নিদ্রা হয় না, দিবসে পাকযন্ত্রে খাদ্য জীর্ণ হয় না। হায়! হায়! কোন্ প্রচারকের চেলারা জানি সংখ্যায় অত্যধিক হইয়া গেল, তাম্বুলপুরের সব তাম্বুল ত' ইহারাই লুঠিয়া নিবে, হুক্কা নগরীর সব হুকা ত' ইহারাই চুম্বন করিবে! এই আশঙ্কায়, এই আতঙ্কে ইঁহাদের দিবানিদ্রা হয় দুঃস্বপন-সঙ্কুল, জাগ্রত রজনী হয় বিভীষিকা-পূর্ণ। ইঁহারা সমাজকে exploit করিতেই চাহিতেছেন, নতুবা যেই ভগবানের নাম করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন, সেই ভগবানেরই নাম করিয়া আর এক জন কিছু করিতে চাহিলে ইঁহাদের এত গাত্র-জ্বালা কেন? "ভগবান" ইঁহাদের মুখের বুলি মাত্র, "ভগবান" নামটীর মাধুর্য্যের সুযোগে ইঁহারা নিরীহ লোকদের ঘাড় মটকাইয়া কাঁচা রক্তপান করিতে চাহেন মাত্র। "ভগবান" ইঁহাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। ভগবান কাহারও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের সহায়ক, কাহারও মালপোয়ার বহর বাড়াইবার হেতু-স্বরূপ, কাহারও হিংসা-নিন্দা-ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষকে আড়ালে লুকাইবার Camouflage. শত্রুকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময়ে সৈনিক-শিবির গাছ-পালা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, আক্রমণকারীরা শিবির দেখিতে না পাইয়া ধ্বংস না করিয়াই যেন চলিয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভগবান এইরূপ আবরণ। সম্প্রদায়ের

আসল রূপটা ঢাকিয়া রাখিয়া চোখে ধাঁধাঁ লাগাইবার জন্য ভগবান ব্যবহৃত হইতেছেন।

এক সত্য ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের সত্যকে ভয় পায় না। এক সত্য ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের সত্যকে সমাদর করে। এক সত্য ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের আবর্জ্জনাগুলিকে বাদ দিয়া তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য এবং লক্ষ্যটুকুকে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করে। একটী মুসলমান উপসম্প্রদায় যখন খ্রীষ্টান, হিন্দু ও জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের মধ্যে সত্য দেখিয়া পুলকিত হয় অথচ সদ্ধর্ম্মরূপে বহু লোকের দ্বারা অনুসৃত অপর একটী ঐস্লামিক পন্থাকে কাফেরী বলিয়া গর্জ্জন করে, তখন সন্দেহের অবকাশ ঘটে যে, এই উপসম্প্রদায় সত্য ধর্ম্মকেই অনুসরণ করিতেছে কিনা। একটী হিন্দু উপসম্প্রদায় যখন মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ আদি নানা ধর্ম্মের মধ্যে লক্ষ্যের একতানতা দেখিয়া আনন্দে, গদ্‌গদভাষী হয় অথচ হিন্দু-ধর্ম্মেরই বহুজন-সমাদৃত আর একটী পন্থাকে বিপথ বলিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে তখনও সন্দেহের অবকাশ ঘটে যে, এই উপসম্প্রদায় ধর্ম্মকেই অনুসরণ করিতেছে, না, ধর্ম্মের মুখস পরাইয়া দিয়া সুবিধাবাদের সেবা করিতেছে। ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, মহাজনী, কেরাণীগিরি, কুলীগিরি যেমন জীবিকার্জ্জনের এক একটা ব্যবসায় মাত্র, সাধুগিরিও এইরূপ একটী ব্যবসায় কিনা, এই প্রশ্ন করিবার তখন অবকাশ ঘটে। নানা ধাপ্পা দিয়া মানুষের মুখ চাপিয়া রাখিলেই মনে করিও না যে, মানুষের মন আপনা আপনি এই সকল প্রশ্ন করিতেছে না। মানুষের মন প্রশ্ন তুলিয়াছে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধুশ্রেণীর প্রতি প্রগাঢ় অবজ্ঞার মধ্য দিয়া এই

প্রশ্নে রূপ ধরাইতেছেন, আর যাঁহারা ভগবানের নামকে, ধর্ম্মের দোহাইকে, সমাজ-সেবার অভিনয়কে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির এবং লোকের উপরে ছড়ি ঘুরাইবার উপায় রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা অনেক দিনের পাকা ঘুঁটি হঠাৎ বুঝি কার কোন্ আক্রমণে কাঁচিয়া গেল, সেই দুশ্চিন্তায় উন্মত্ত-প্রায় হইয়া যার তার বিরুদ্ধে সরল-প্রাণ অবোধ বালকগুলিকে লেলাইয়া দিতেছেন। ইঁহাদের জীবনে ধর্ম্ম যদি সত্য জিনিষ হইত, তাহা হইলে এত নীচে ইঁহারা নামিতে পারিতেন না।

ইঁহাদের জন্য দুঃখ অনুভব করিতে পার কিন্তু ইঁহাদের বিষয় ভাবিয়া অধিক সময়ক্ষেপ করিতে তুমি পার না। ধর্ম্মের ইন্দ্রজালে মোহমুগ্ধ করিয়া যেই জীবকুলের চেতনা-হরণ করিয়া ধর্ম্মান্ধেরা মানুষকে অমানুষের পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিতেছেন, ধর্ম্মেরই মহিমোজ্জ্বল সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট করিয়া সেই পতঙ্গ-কুলের ভ্রম তোমাদের ভাঙ্গিতে হইবে। এই জন্যই ত' বাবা তোমাদের ধর্ম্মে নূতন অবতার-সৃষ্টির বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই।

কাহারও জীবনে অলৌকিক কিছু থাকিলেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া ভাবিতে বসা সঙ্গত নহে। জীবনে অলৌকিকতা আছে, কোনও না কোনও শাস্ত্রে ব্যক্তি-বিশেষকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে অথবা কোনও সময়ের কোনও মনীষী ব্যক্তিরা কাহাকেও অবতারের মর্য্যাদা দিয়াছেন, কিম্বা ধারাবাহিক প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষগুলির মনে কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে অবতার-বাদ দানা বাঁধিয়া বসিয়া আছে,—এই সকল কারণকে বা ইহাদের মধ্যে কোনও

কোনও কারণকে উপস্থিত দেখিলেই আমরা মানুষকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া মানিয়া লই। মানুষকে অবতার বলিয়া ভাবার মধ্যে দুইটী অতি সুন্দর জিনিষ রহিয়াছে;—একটী হইতেছে পরমেশ্বরের অবতার-শক্তিতে বিশ্বাস, অপরটী হইতেছে মানুষের মহিমোন্নত গৌরবে আস্থা। রক্তমাংসের মানুষকে শ্রদ্ধার চূড়ান্ত আসন না দিতে পারিলে তাহাকে অবতার ভাবা যায় না। এই হিসাবে অবতার-বাদ মানুষের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন। ভগবানকে নিতান্ত আপন বলিয়া না জানিলে তোমারই মতন রক্তমাংসের জরা-মরণশীল মানুষ হইয়া ভগবান তোমাদের মধ্যে অবতার-রূপে আসিতে পারেন না অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করিবার জন্য মনের ইহা এক দিব্য খেলা। সকলেই যে ভগবানের কাছ হইতে আসিয়াছেন, সকলের মধ্যেই যে ব্রহ্মসত্তা বিরাজ করিতেছে, কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়াও যিনি নিজ মহিমায় বিরাজিত, তিনি যে তাঁর সৃষ্ঠ জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটী অণুর মধ্যে পূর্ণতম শক্তিতে বিরাজ করিতে পারেন এবং করিতেছেন, এই সত্যের বিস্মৃতি হইতেও অনেক সময়ে অবতার-বাদ প্রসার পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। কিন্তু এক অবতারের পূজকেরা যখন অপর অবতারের উপাসকদের প্রতি খড়্গহস্ত হন, তখনই দেখিতে লাগে অতি চমৎকার। ভগবানই যেন ভগবানের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছেন। দেখিতেও বিস্ময়, ভাবিতেও বিস্ময়! আরও বিস্ময় লাগে তখন, যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বিরোধের মধ্য দিয়া পূর্ব্বতর অবতারদের মুকুটমণির ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ যেন

একটু কমিয়া গেল, নূতনতর এক অবতারের পদরেণু হইতে অধিকতর দীপ্তি-বিকীরণ সুরু হইল। নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে সব নিরীক্ষণ করিয়া কেবল শিক্ষা আহরণ কর। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে মাতিও না।

কেহ কোথাও অবতার রূপে লোক-প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকিলে তাহাতে তোমরা এক জনেও ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। নূতন অবতার প্রতিষ্ঠা তোমাদের লক্ষ্য নহে, সুতরাং নূতন বা পুরাতন কোনও অবতারই তোমাদের পথের কণ্টক নহেন। তোমাদের পথ ত' ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া তাঁহার সন্তানদের নির্ব্বিদ্বেষ সেবার পথ। তাঁহাকে যদি ভালবাসিতে পার, তবেই হইবে তোমাদের পথ নিষ্কণ্টক। তাঁহাকে তোমরা কতটা ভালবাসিয়াছ, তাহার নিরিখে নিজেদের পথ-চলাকে বিচার কর। অপরকে নহে, নিজেকে শাসন করিয়াই তোমাদের দিগ্বিজয়।

তোমার সাধন জগন্মঙ্গলের সাধন, তোমার পথ জগন্মঙ্গলের পথ। তোমার ঈশ্বর-সাধনও একাকী তোমার মুক্তির জন্যই নয়, নিখিল বিশ্বের সকলকে লইয়া তুমি করিবে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ। রাষ্ট্রিক জগতে তোমার ideology যাহাই হউক, ধার্ম্মিক জগতে তুমি এক বিরাট সর্ব্বজন। তোমাতে তুমি নিখিল বিশ্বকে খুঁজিয়া পাইবে, নিখিল বিশ্বে তুমি তোমাকে খুঁজিয়া লইবে, ইহাই সর্ব্বজনের বা অখণ্ডের আদর্শ। তার পথ প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমরা চাহিয়াছিলে এক শতটী যুবক, যাহারা তোমাদেরই কাহারও অঙ্গুলী-হেলনে কর্ম্মের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু তোমরা একথা ভাবিয়া দেখ নাই যে, এক শত যুবক-কর্ম্মী পাইতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে দশ হাজার যুবকের সহিত প্রাণের প্রাণ হইয়া মিশিতে হয়। এদেশে অনেক মহান সমাজসেবক দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ জন কর্ম্মীর জন্য হায়-হাফশোষ করিয়াছেন, কিন্তু মনের মত কর্ম্মী পান নাই। কেহ বলিয়াছেন, এক শতটি যুবক পাইলে ধরিত্রীর রূপ বদল করিয়া দিবেন, কেহ বলিয়াছেন, পাঁচটী সমপ্রাণ সমমন যুবক পাইলে গ্রহ-তারা কক্ষভ্রষ্ট করিয়া দিবেন। কিন্তু যাহাদের পাইলে এই সাধের স্বপ্ন হইতে পারিত সফল, তাহাদের পান নাই।

কিন্তু পাইবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন। তোমরা তাহা কর নাই। তোমরা ঘরে বসিয়া প্রস্তাব করিয়াছ, ঘরে বসিয়া যুক্তির জাল বুনিয়াছ, ঘরে বসিয়াই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ। বাহিরে আসিয়া যুবক খুঁজিবার কথা মনেও তোমাদের পড়ে নাই। আজিকার যুবক অতীব আত্মসচেতন। নিজে না বুঝিয়া তাহারা কাহারও ডাকে সাড়া দেয় না, হুজুগের পর হুজুগ নিত্য নূতন পঁয়তারা করিতে করিতে যুবক-

সম্প্রদায়কে বড় সতর্ক করিয়া দিয়াছে। তাহারা বুঝিয়া ভজিতে চাহে, ভজিয়া মজিয়া হাজিয়া যাইবার পরে দায়ে পড়িয়া বুঝিতে চাহে না। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বছর আগেকার যুবকেরা বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে, এখনকার যুবকদের ধাতু-প্রকৃতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সুতরাং যে-কোনও কার্য্যে এক ডাকেই ইহাদের পাওয়া যাইবে না।

এই কথাটা তোমরা ভাবিয়া দেখ নাই। ইহার ফলে তোমাদের ক্ষতি কোথায় কোথায় হইয়াছে, একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে হয়ত পারিবে। কিন্তু যুবকদিগকে তোমাদের কাজে পাইবার প্রয়োজন আছে। তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র-বোধ অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই ভরসা ছাড়িয়া দিতে পার না।

যুক্তির আহ্বানে যাহারা সাড়া দেয় না, তাহারাও প্রেমের মাধুর্য্য বোঝে। যুক্তির মূলধন যাহা তোমাদের আছে, তাহার তোমরা সদ্ব্যবহার করিও কিন্তু অন্তরের অনাবিল প্রেমের উপরে আস্থা রাখিও অধিকতর। নিজস্বার্থের জন্য নহে, বিশ্বের কুশলের জন্য ইহাদিগকে ভালবাসিয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ কর। যে কাজটুকু করণীর ছিল কিন্তু বুঝিবার ভুলে রাখিয়াছ অসম্পূর্ণ, সেটুকু এইভাবে সম্পূর্ণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু,—

স্নেহের বাবা—, সকল কাজেরই একটা সূচনা ও শেষ আছে, সমবেত উপাসনারও। সমবেত উপাসনা আরম্ভ হয় অখণ্ড-সংহিতা পাঠের দ্বারা, শেষ হয় শান্তিবাচনের দ্বারা। উপাসনা আরম্ভ হইয়া গেলে, অর্থাৎ অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু হইয়া গেলে আর কোনও কোলাহল চলিবে না, নূতন কোনও নৈবেদ্য সাজান চলিবে না, আচার্য্যের আসন অতিক্রম করিয়া কেহ সম্মুখে যাতাযাত করিতে পারিবে না। এই সকল বিষয়ে কঠোর নিষ্ঠা পালন করা কর্ত্তব্য। সমবেত উপাসনার প্রতি যদি প্রাণের প্রীতি থাকে, তবে এই সকল বিষয়ে দৃঢ়তা রক্ষা কঠিন কার্য্য নহে। সমবেত উপাসনা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কারণ, নির্দ্দিষ্ট দিবসগুলির উপাসনা দেশের নানা স্থানে একই সময়ে আরম্ভ হইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন স্থানের উপাসকদের প্রাণের আবেগের সহিত তোমাদের প্রাণের যোগ রক্ষা করিয়া চলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। একই দিনে একই ক্ষণে সকল স্থানে যে অনুষ্ঠানটী হইতেছে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভাব অতীব অসাধারণ। একস্থানের লোকেরা যদি সময় পার করিয়া কাজ করে, তবে তাহারা এই নিগূঢ় আত্মিক যোগ হইতে বিচ্যুত হয়। বিশ্বের সকলের সহিত মিলিবার জন্য তোমাদের সমবেত উপাসনা, তাই ইহাতে সময়-নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।

অখণ্ড-সংহিতার যে যে অংশ সমবেত উপাসনার পূর্ব্বে পঠিত হইবে, তাহা আগে হইতে বাছিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। অখণ্ড-সংহিতা তোমাদের পক্ষে নিত্যপাঠ্য শাস্ত্র। কিন্তু ইহাতে এমন বিষয়ের উপদেশও রহিয়াছে, যাহা সমবেত উপাসনার প্রাক্কালে পাঠের মধ্যে কোনও পৃথক্ সার্থকতা নাই। সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যেই যেই অংশকে সমবেত উপাসনার আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে সহায়ক মনে হইবে, পূর্ব্বাহ্নে তাহাই বাছিয়া রাখিয়া দিবে।

সমবেত উপাসনার প্রাক্কালীন অখণ্ড-সংহিতা পাঠ অবস্থা-বিশেষে দশ, পনের বা বিশ মিনিট পর্য্যন্ত চলিতে পারে। অনিশ্চিত ভাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চলিতে পারে না। অখণ্ড-সংহিতার অখণ্ড-পাঠ করিতে চাহ ত' সঙ্কল্প করিয়া কোনও বিশেষ সময়ে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চালাইতে পার, কিন্তু সমবেত উপাসনার প্রাগাংশ রূপে যখন অখণ্ড-সংহিতার পাঠ, তখন তাহা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইবে না। অখণ্ড-সংহিতার দুই দশটী উপদেশ পড়িতে পড়িতে ও শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে যখন উপাসনার অনুকূল পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা আসিয়া যাইবে, তখনই পাঠ-সমাপ্তি করিয়া স্তোত্র-পাঠ সুরু করিবে।

সমবেত উপাসনার ব্যাপারে যাহা বিহিত বিধান রহিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া কোনও নূতন প্রথার সৃষ্টি করিতে যাইও না। রামের ভাল লাগিবে সাতখানা ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিবার পরে সমবেত উপাসনা সুরু করিতে, শ্যামের ভাল লাগিবে

কতকক্ষণ নাম-কীর্ত্তন করিয়া উদ্দণ্ড আনন্দে কাটাইবার পরে সমবেত উপাসনা ধরিতে,—এই সকল ব্যক্তিগত আবদারকে এমন একটী সার্ব্বজনিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আমদানী করিও না। ইহা যাহা, ইহাকে তাহাই থাকিতে দিও। ইহার মধ্যে নবপ্রবর্ত্তন ও নবপ্রযোজন করিতে যাইও না। অতীতে কোথায় কবে অসম্পূর্ণ রূপে বা বিধিবহির্ভূত ভাবে সমবেত উপাসনা করিয়াছিলে এবং বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও কারণ-বশতঃ তাহাতে প্রতিবাদ করেন নাই, এই যুক্তিতে অতীতের ভুলগুলির সঙ্গে গোঁড়া ভাবে লাগিয়া থাকিও না।

সমবেত উপাসনাকে কখনও ঝগড়া-কলহের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিও না। একই নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে কাছাকাছি একাধিক স্থানে সমবেত উপাসনা ডাকিয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ বা বিশ্লেষ সৃষ্টি করিও না। সমবেত উপাসনা মিলনের মঞ্চ। এই একটী মূলকথা ভুলিয়া গিয়া গোড়ায় গলদ সৃষ্টি করিও না। এই জন্যই সমবেত উপাসনার পূর্ব্বে বা পরে সভা-সমিতি, তর্ক-বিতর্ক সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। স্থানীয় মণ্ডলীর সভাধিবেশনের জন্য সমবেত উপাসনার দিনটীকে বাদ দিয়া তারিখ নির্ধারণ করিও। স্থল-বিশেষে অনেকগুলি অনুষ্ঠান এক দিনে করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, যেমন কীর্ত্তন, জনসভা, প্রদর্শনী, উপাসনা ইত্যাদি। সেইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে আদিতে বা অন্তে বা আদ্যন্ত উভয় ক্ষেত্রে সমবেত উপাসনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে সাধারণ নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—এইরূপ ব্যতিক্রান্ত অনুষ্ঠানকে নিয়মের মর্য্যাদা দেওয়া সঙ্গত নহে।

সমবেত উপাসনান্তে প্রসাদ-বিতরণ-কালে প্রায় সর্ব্বত্রই একটা হট্টগোল হয়। একদিকে ইহা যেমন গ্রাম্যতা, অপর দিকে ইহা তেমন উপাসনান্তিক চিত্ত-প্রশান্তির হানিকারক। সবল হস্তে এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিতে হইবে। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরভাবে যাহারা প্রসাদ পাইবার স্থানে বসিবে না, তাহাদিগকে প্রসাদ দানে বিরত থাকিতে হইবে। উপসানার গৃহে প্রসাদ বিতরণ-কার্য্য না করিয়া তাহার বাহিরে ইহা করা উচিত। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপাসনা-স্থানের পরিস্থিতি শান্ত ও স্নিগ্ধ থাকা প্রয়োজন। উপাসনা করিতে মানুষ যেমন প্রেম-ব্যাকুল ভাবুক মন নিয়া আসিবে, উপাসনা-মণ্ডপ ত্যাগ করিবার সময়েও তাহা করিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

অন্তরের সুপ্ত প্রেমকে জাগাইবার জন্যই উপাসনা। প্রেম জাগিলে ঐক্যও জাগিবে। প্রেম জাগিলে মুখের মুখরতা, রসনার চপলতা, বৃথা অভিনয়, অতি দর্প, অহঙ্কার, অভিমান, মিথ্যাচার সব কমিয়া যাইবে। প্রেম জাগিলে সকলেই এক পরমপ্রভুর দাস হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে, জনে জনে কর্ত্তা সাজিয়া উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়া দিবে না।

তোমাদের প্রতিটি উপাসনা জীবে জীবে প্রেমবন্ধন সৃষ্টির সহায়ক হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—,সেদিন চমৎকার কাজটাই করিয়াছিলে। রাস্তার মধ্যে ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, হরিওঁ কথার মানে কি।

মানে তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে কিনা, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তোমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রূপ। তোমার মুখে চখে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তোমার বন্ধুদের পরবর্ত্তী আচরণ ইহাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে। তবু মানে বলিতেছি।

'হরি' শব্দের মানে 'যিনি সব কিছু নিজের মধ্যে আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁর মধ্যে সব সত্য, সব তথ্য, সব সৃষ্টি, সব অনাগত, সব কুশল, সব অভিপ্রেয় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যাঁর ভিতরে সব রূপ, সব রস, সব গন্ধ, সব স্পর্শ, সব শব্দ, সব ইন্দ্রিয়, সব অতীন্দ্রিয় বিরাজ করিতেছে।'

'হরিওঁ' মানে ওঙ্কার সব-কিছুরই সমাহার, সব-কিছুরই সমন্বয়, সব-কিছুরই স্বীকৃতি। 'হরি' কথাটী এখানে বিশেষণ, বিশেষ্য নহে।

সুতরাং ওঙ্কার-মন্ত্রে যে ভগবদুপাসনা করে, সে কোনও ভিন্নমতাবলম্বীর বা কোনও ভিন্নপথাবলম্বীর সাধনাকেই মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে পারে না।

একজন প্রখরবুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের

সহরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন যে, শূদ্রদের দ্বারা আমি হরিওঁ-কীর্ত্তন করাই কেন?

জবাব আমাকে দিতে হয় নাই। তিনি নিজেই নিজের জবাব বাহির করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"শূদ্রেরা ত' বেদমন্ত্রের অংশ-হিসাবে প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু যদি বলি যে, হরি-ওঁ বেদমন্ত্র নয়, তবেই ত' আর তাদের উচ্চারণে বাধা নাই।" এই যুক্তির সমর্থনে তিনি পণ্ডিতপ্রবর নৃসিংহনাথ প্রভৃতি বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দের নাম করিয়াছিলেন।

আমি ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি যে, বিদ্বান ব্রাহ্মণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রয়োজন হইলে যে-কোনও কিছুর বিপক্ষে বা সমর্থনে কেমন করিয়া যখন তখন শাস্ত্রোপেত যুক্তি বাহির করিয়া দিতে পারে।

এত বুদ্ধি যেই ব্রাহ্মণগণের, তাঁহারা ভারতব্যাপী ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্লাবন কেন প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, অতি সঙ্গত ভাবেই সেই একটা প্রশ্ন লোকের মনে জাগিতে পারে।

বুদ্ধিকে সত্যের অধীন না করিয়া যদি নিজ নিজ খোস-খেয়াল অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়ের অধীন রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যনবোম্মেষশালিনী শক্তি থাকিলেও কার্য্যকালে সে বন্ধ্যাই হয়।

তোমরা এই সকল বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছ যে, শূদ্রকে প্রণব-মন্ত্রে অধিকার দিয়া আমি হিন্দুধর্ম্মের লোপ সাধন করিতে বসিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের মুখে একথা শোন নাই যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও প্রণবের সাধনা ছাড়িয়া দিয়া বংশানুক্রমে ক্রমশঃ শূদ্র

হইতে শূদ্রতর হইয়া পড়িতেছেন। একথাও শোন নাই যে, অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, প্রত্যেককে নিজের অধিকার নিজে অর্জ্জন করিতে হয়,—শূদ্র-সন্তানদের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পরিরক্ষণে, জীবকল্যাণ সাধনে এবং প্রণবের সাধনায় বদ্ধপরিকর হইতেছেন, প্রণবমন্ত্রে অধিকার মাত্র তাঁহাদেরই হইতেছে, অপরেরা হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্র নিবার পরেও শূদ্রই থাকিয়া যাইতেছে। এ কথাও শোন নাই যে, শূদ্রকে অবজ্ঞা করিবার ফলে প্রতি সূর্য্যোদয়ে প্রতি সূর্য্যাস্তে এই ভারতভূমিতে শত শত হিন্দু অহিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় নিতেছে। এই আশার বাণীও তাঁহাদের মুখে কখনো শোন নাই যে, ভারতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বস্তু বিতরণের দুঃসাহসী অভিযান লইয়া বনে পর্ব্বতে প্রান্তরে কান্তারে ছুটিয়া চলিলে অদূরকালের মধ্যে এক নূতন জগতের সৃষ্টি হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণের পদাঙ্কানুসরণকারী সৌভাগ্যবান নরনারীদের সংখ্যা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বাড়িতে পারে।

কাজের কথাগুলি কিছুই ইঁহাদের মুখে শোন নাই পরন্তু নিতান্ত অকেজো কথাটা শুনিয়া তাহা হইতেই অস্বাভাবিক ওজনের রুদ্ররস সংগ্রহ করিয়াছ। আমি যদি হিন্দুধর্ম্মের লোপসাধন করিতেই আসিয়া থাকি, তবে তাহাতে মহান্ হিন্দুধর্ম্মের এবং তাহার সুমহান অনুসরণকারীদের অত ভয় পাইবার কি হেতুটা আছে? আমার মতন নগণ্য মানুষ এই ধরণীতে অনেক জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে নাই। আজ আমাকে দেখিয়া তোমরা

তরুণ যুবকের দল রাস্তার তেমাথায় আর চৌমাথায় যে ঘুষি বাগাইয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমাদের এই পৌরুষ কোন্ শুভফল প্রসব করিবে?

তোমাদের ঘুষি দেখিয়া আমি ভয় পাই নাই। বরং তোমরা যে ক্লীব নহ, ইহা ভাবিয়া উল্লসিত হইয়াছি। ভাবিতেছি, কে সেই ভাগ্যবান গুরু, যিনি তোমাদের কাণে অভয়-মন্ত্র ঢালিয়া দিয়া বলিবেন,—এই পৌরুষ তাহাদের উপরে প্রয়োগ কর, যাহারা নারীর উপর লাঞ্ছনা, দরিদ্রের উপর গঞ্জনা, অক্ষমের উপর অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মাধিকরণে আসন পাতিয়া বসিয়াও ঘুষের টাকায় সমৃদ্ধি বাড়ায় যাহারা গরীবকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের ভোগ-সামগ্রী সংগ্রহ করে।

তোমাদের ঘুষির বহর দেখিয়া আমার আরও একটা কথা মনে হইয়াছে। তোমরা কি তোমাদের পিতামাতাকে ভক্তি কর? ভাই-বোন্‌কে স্নেহ কর? নিকট আত্মীয়দের সম্মান-শ্রদ্ধা কর? ইহা যাহারা করে, তাহারা রাস্তার লোকের মুখে "চিলে কাণ নিয়াছে" শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অনির্দ্দিষ্টের পানে দৌড়ায় না এবং কোনও পথচারীর প্রতি অসৌজন্য করে না।

আজই যাইয়া নিজ নিজ পিতামাতার চরণ ধরিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, তাঁহাদের কাছে যে অফুরন্ত ঋণ রহিয়াছে, তাহা আমৃত্যু কখনো ভুলিবে না।

পিতামাতার প্রতি যাহারা অকৃতজ্ঞ, তাহাদের মধ্য হইতেই

গুণ্ডার দলের সর্দ্দারেরা রিক্রুটিং কার্য্য করিয়া থাকে, এই সরল সত্য কথাটা চিরকাল মনে রাখিও।

যাহাই লিখিয়া থাকি, প্রেম হইতেই লিখিয়াছি, একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিও। তোমাদের সহরে আবার যখন যাইব, তখন তোমাদের হাতের কয়েকটা শক্ত ঘুষির প্রত্যাশা নিয়াই যাইব। তাহার প্রতি লোভ আমার লোপ পায় নাই। তোমাদের কচি হাতের ঘুষি খাইলে কোনও দুঃখ আমার হইবে না। দুঃখিত হইব তখন, যখন দেখিব যে, তোমাদিগকে ভালবাসিবার শক্তি আমি হারাইয়াছি। তোমাদের কাহারও সহিত আমার পূর্ব্ব-পরিচয় নাই কিন্তু এগারটী দিন তোমাদের শহরে অবস্থানকালে প্রায় প্রতিদিন অনুভব করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে যে, আমার উপরে তোমাদের কি পরিমাণ জাতক্রোধ। তবু আমি তোমাদের ভালবাসিতে চাহি, তবু আমি তোমাদের কুশলাভিলাষী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, ভগবান নিজ হাতে তোমাকে প্রাণদান করিয়াছেন, তোমার নবজীবন দানের মূল তিনি। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে প্রণত হইতেছি। তোমার ন্যায় জনকল্যাণকারী সেবকের প্রাণরক্ষা করিয়া

তিনি বহুজনের কল্যাণ করিলেন। বারংবার তাঁহাকে প্রণাম করি।

বাঁচারই জন্য বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। এবার তুমি মরণ-শয্যায় শুইয়া প্রতিক্ষণে তাহা উপলব্ধি করিয়াছ। মরণকে তিলে তিলে আস্বাদন করিতে করিতে তুমি জীবনের সঞ্জীবন-রসে স্নান করিয়াছ। বিচিত্র তোমার অভিজ্ঞতা, বিচিত্রতর হউক ইহার সার্থকতা।

আর একটী দিনের জন্যও তুমি নিজেকে নিয়া ভাবিবে না। ভাবিবে বিশ্বের সকলের কুশল নিয়া। নিজেকে বিশ্ববাসী সকল অনাথ আতুর দুর্ব্বল পতিতের সহিত অভিন্ন করিয়া দাও। তোমার নবজীবন যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ইহা আর ভুলিলে চলিবে না।

বিপদে পড়িলে অনেকেরই এই উদ্দীপনাটা জাগে। বিপদ কাটিলেই সৎসঙ্কল্পও পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

তোমার জীবনে যেন তাহা না হয়। এখন হইতে ভগবানের জন্য কর সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভগবানে একান্ত শরণাগত হইয়া কর সকল চিন্তা ও ব্যাক্যের অনুশীলন, অন্তরে সমস্ত ভক্তি ভগবানে অর্পণ করিয়া হও তাঁহার চিরানুগত, সংসারের সকল ব্যাপারে আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া সবই ভগবানের জন্য করিতেছ জানিয়া কর যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি বিরোধবর্জ্জিত মিত্র-ভাব লইয়া চল নিজের পথে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমার হোলির আবির আমার সমস্ত মন-প্রাণ অনুরাগে রাঙ্গাইয়া দিয়াছে। এ রং জগতের সকলের মনের গায়ে লাগুক। জগতের সকলে সকলের জন্য প্রাণের ভিতরে প্রেমের জোয়ার অনুভব করুক।

তোমরা আমাকে তোমাদের ওখানে চাহিয়াছ। তোমাদের আকর্ষণ আমাকেও টানিতেছে। চারিদিক হইতে কোটি কোটি নরনারীর আকর্ষণ আমি অনুভব করিতেছি। প্রাণ আমার তাহাদের নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল পারিয়া উঠিতেছি না এই জড়-দেহটাকে সকল স্থানে পাঠাইতে। ইহা দেহের সীমাবদ্ধতা। জড়-দেহকে একই সঙ্গে সহস্র দিকে ঠেলিয়া পাঠান যায় না।

কিন্তু দেহাতীত আত্মসত্তাকে পাঠান যায়। সে যায়ও। সে তোমাদের কাছে কাছে নিয়ত ঘুরিয়া আসিতেছে। কেহ টের পাইতেছ, কেহ বা পাইতেছ না। কেহ প্রকাশ্য রাজপথে, কেহ নিভৃত শয়ন-গৃহে, কেহ উন্মুক্ত দিবালোকে, কেহ নীরন্ধ্র অন্ধকারে টের পাইয়া আসিতেছ। এগুলি ইন্দ্রজাল নহে। এগুলি আত্মসত্তার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির খেলা। আত্মা একাধারে বাস করিয়াও বিশ্বাধারে ভ্রমণ করিতে পারে। আত্মা এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিধর তত্ত্ব।

এই আত্মা তোমারও যা, আমারও তাই। তুমি আমি একই স্থান হইতেই আসিয়াছি। তুমি আমি একই পরম সত্তা। জগতের কোটি কোটি ঋষি, মুনি, জ্ঞানী, গুণী, মনীষী, মনস্বী, অংশাবতার, পূর্ণাবতার সবাই যা, তুমিও তা। তুমি, আমি এবং ইঁহারা সকলে একজনেরই রূপান্তর। নিজেকে ছোট করিয়া দেখিও না, নিজেকে হেয় করিয়া ভাবিও না।

আর, ঐ যে অন্ত্যজ, অপাংক্তেয়, বর্জ্জিত, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য-নামধারী কোটি কোটি নরকঙ্কালেরা জীবন্মৃত তনু ধারণ করিয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে আশাহীন মূর্ত্তিতে মরণযাত্রীর বিরাট শোভাযাত্রার সংখ্যাপুষ্টি করিয়া পথে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের ভিতরে যিনি, তোমার ভিতরেও তিনিই রহিয়াছেন।

এই সত্যকে ভুলিও না।

আমাকে যখন পূজার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া অর্চ্চনা করিতে আগাইয়া আস, তখন একটীবার হইলেও স্মরণ করিও যে, এই সকল দীন দুঃখী পতিত অনাথ নরনারীর ভিতরেও আমি বাস করিতেছি আর ইহাদের মাধ্যমে তোমার পূজা চাহিতেছি। ইহাদের জন্যও তোমার অনুরাগের আবির এক মুঠা মাত্র হইলেও রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ   কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমাকে পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু তোমার প্রাণের আবেদন চির-পরিচিতের মতন। শিশু যেমন নির্ভয়ে আসিয়া মাতৃ-অঙ্কে মাথা পাতিয়া দেয়, তুমি যেন ঠিক তেমনি আসিয়া আমার বুক জুড়িয়া বসিয়াছ। তোমাকে আমি তোমার যোগ্য সমাদরে বক্ষে ধারণ করিলাম। এই স্নেহময় বক্ষ হইতে কখনও তোমাকে বিচ্যুত হইতে দিব না।

মনে হইল, তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ। ভালবাসা বিশ্বাসকে জন্মদান করে। আর বিশ্বাস সৃষ্টি করে সুপ্রচণ্ড শক্তি। মহাশক্তির আধার তুমি, আত্ম-পরিচয়ের অভাবে নিজের মহিমা জান না, তাই পদে পদে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিতেছ, হোঁচট খাইতেছ। কিন্তু ভাল যখন বাসিয়াছ, তখন জানিও, আর তোমার পতন নাই। এবার তোমার অভ্যুত্থানের পালা।

অমিতশক্তিধর মহাপুরুষেরা জীবকল্যাণে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কণ্ঠস্বর কর্কশ করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়া কেবল নিজেদের চাল-কলার বরাদ্দটাই বাড়াইয়াছে। ভাগ্যবান্ দুই একজন তাঁহাদের ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার শক্তিতে জগতের সকল প্রলোভন জয় করিয়া মানুষের মত মানুষ

হইয়াছে। আত্মভোলা এই সকল প্রেমের পাগলরা জগতের নাম-যশ-প্রতিপত্তি লাভ করে নাই কিম্বা করিতে চাহেও নাই কিন্তু অফুরন্ত শান্তি পাইয়াছে তাহারা মনে, মিটিয়া গিয়াছে তাহাদের অতৃপ্ত পিপাসা, ধন্য হইয়াছে তাহাদের মানব-জন্ম-ধারণ।

আমি মহাপুরুষ নহি কিন্তু জীব-কল্যাণই আমার জীবন। আমি সামান্য ব্যক্তি হইলেও আমাকে যদি সত্য সত্য ভালবাসিয়া থাক, তবে তাহার স্বাভাবিক সুফল হইতে তুমি বঞ্চিত হইতে পার না। বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া তুমি আমাকে ভালবাসিলে, কিন্তু ভাল যদি বাসিয়া থাক, তবে তার অমোঘ মহিমা তোমার জীবনে ব্যর্থ হইতে পারে না। তৃণবৎ হইয়াও আমি তোমার ভালবাসার গুণে তোমার জীবনে বজ্রের কাজ করিব, ধূলি কণা সম হইয়াও আমি তোমার ভালবাসার মহিমায় তোমার জীবনে হিমাচলের অভাব পূরণ করিব। তোমার ভালবাসাই আমাকে তোমার জীবনে অসাধ্যসাধনক্ষম করিয়াছে। শত জয়-জয়কার দেই তোমার, সহস্র জয়-জয়কার দেই তোমার ভালবাসার।

আমাকে নিশ্চয়ই তুমি নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ বলিয়া ভাবিয়া থাক। সত্য সত্য আমি কি, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাহা ভাবিয়া আসিতেছ, তাহাই ভাবিবার মধ্য দিয়া তোমার লাভ আছে। তোমার লাভ-অলাভের বিচারে তোমার এই ভাব সম্পূর্ণ সমর্থনীয়। তুমি যদি ইহার পরে আর একটী মাত্র কাজ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার পক্ষে প্রলোভন-জয়ের ক্ষমতা লাভ সহজ হইয়া যায়।

তাহা হইতেছে, তোমাতে আর আমাতে অভেদ-বুদ্ধি স্থাপন। তুমি আর আমি এক, অভিন্ন। তোমাতে আমাতে ভেদ নাই, পার্থক্য নাই। বাহ্যতঃ দুইটী প্রকাশ দেখা গেলেও স্বরূপতঃ তুমি আর আমি একটীই সত্তা। তোমার দেহ আর আমার দেহ দুই নহে, তোমার হৃদয় আর আমার হৃদয় দুই নহে, তোমার চিত্ত প্রাণ আত্মা আলাদা আলাদা নহে।

এই একটী ভাবের প্রগাঢ়তা সম্পাদন কর। ইহার মধ্য দিয়াই তুমি সহজে ইন্দ্রিয়-জয় করিতে পারিবে। আরও জানিও, ইন্দ্রিয়-জয়ী পুরুষের পক্ষে আত্মসাক্ষাৎকার অতি সহজ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, যাহাদিগকে ভালবাস আর শ্রদ্ধা কর বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাক, তাহাদিগকে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত মুহুর্মুহু নূতন নূতন চমকপ্রদ প্রগ্রামের মুখে ঠেলিয়া দাও তোমরা কেমন করিয়া? তিনটী দিন সময় মত আহার নিদ্রা করিতে না পারিলে তোমাদের জ্বর, বাত আর সান্নিপাতিকে ধরে। এমতাবস্থায়, সারা বৎসর যাহারা অতিশ্রম করিয়া সমাজ-সেবা করে, তাহাদিগকে

হাতের মুঠায় পাওয়া মাত্র চুলের মুঠি ধরিয়া যেদিকে যখন যেমন ভাবে ইচ্ছা চালনা কর কোন্ বুদ্ধিতে? ইহারা সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, ইহাই কি ইহাদের ত্রুটি? তোমরা সারা বৎসরে তিন শত ষাট দিন নিজের সংসার, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের সুবিধা নিয়া ব্যস্থ থাক, ইহাই কি তোমাদের বেপরোয়া আচরণের অধিকারদাতা? আমি ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি যে, অন্য দেশে যেরূপ সর্ব্বস্বত্যাগী সমাজকর্ম্মীর সেবা পাইবার কালে জন-সাধারণ সহানুভূতিশীল মন লইয়া ইহাদের কর্ম্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাজ করিবার জন্য সহায়তা করে, সেইরূপ কর্ম্মীদের পাইয়া তোমরা অতিশ্রমে অন্যায় শ্রমে অতি ক্লান্তিতে আধমরা করিয়া ছাড়িবার জন্য অত জেদ কেন কর। ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া অদূরদর্শীর মত এক এক নিঃশ্বাসে এক এক ডজন রকমারি কাজের ব্যবস্থা করিয়া তোমরা স্থানীয় লোকদের মধ্যে কেবল নিজেদের করিৎকর্ম্মতা জাহির করিবার জন্যই ব্যস্ত হও, কিন্তু অকারণ শ্রমে, অসময়ের শ্রমে ত্যাগী কর্ম্মীটি অকালে মরিবে কিনা, সেই বিবেচনা তোমরা মাত্রও কর না। ইহা কি তোমাদের প্রেমের অভাব নহে?

দেখ বাবা, প্রেম ছাড়া কোনও মহৎ কর্ম্ম হয় না। জবরদস্তি করিয়া কতকগুলি হুজুগ চাপাইয়া দিলেই বড় কাজ হয় না। বড় কাজে বড় মন চাই, বড় প্রাণ চাই, দরাজ হৃদয় চাই, সহানুভূতিতে বিগলিত প্রেমময় স্বভাব চাই। দিবারাত্রি ছটফট করিলেই বড় কাজ হয় না; ধীর বুদ্ধি, স্থির সঙ্কল্প, অপরের সামর্থ্য অসামর্থ্য সম্পর্কে যথোচিত বিবেচনা, সহকর্ম্মীদের মান-সম্মান-বোধের প্রতি সম্ভ্রম এবং

ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ববোধ-বর্জ্জিত নিষ্কাম সেবারই ইহাতে প্রয়োজন। যাহার সত্য সত্য প্রয়োজন, তাহাকে যোজন দূরে সরাইয়া রাখিয়া এ কি তোমাদের সর্ব্বনাশা হুজুগ!

তোমরা হুজুগ বর্জ্জন কর এবং প্রেমিক হও। অপ্রেমিকের আস্ফালন দেখিতে বানরের নৃত্যের ন্যায় কৌতুকাবহ কিন্তু কার্য্যতঃ মূল্যহীন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে। তোমরা তোমাদের মণ্ডলীর পুনর্গঠন করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আর একটী বিষয়ে বিশেষ প্রীত হইলাম যে, মণ্ডলীর বিশ জন কার্য্যকর সভ্যের মধ্যে আট জনই মহিলা। ইহাতে তোমাদের অঞ্চলের মহিলাদের অগ্রবর্ত্তিতা সূচিত হইতেছে। কিন্তু একটী কথা তোমরা মনে রাখিও যে, মণ্ডলীর কার্য্য-বিবরণীর খাতায় কতকগুলি নাম লেখা থাকিলেই কাজ হয় না, কাজ করিবার জন্য প্রতিটি সভ্য ও সভ্যাকে জন-সমাজের মধ্যে যাইতে হইবে, জন-সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে। মণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার দায়িত্ব তুচ্ছ বা লঘু নহে।

ধৃতং প্রেম্না

ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ববোধ-বর্জ্জিত নিষ্কাম সেবারই ইহাতে প্রয়োজন। যাহার সত্য সত্য প্রয়োজন, তাহাকে যোজন দূরে সরাইয়া রাখিয়া এ কি তোমাদের সর্ব্বনাশা হুজুগ!

তোমরা হুজুগ বর্জ্জন কর এবং প্রেমিক হও। অপ্রেমিকের আস্ফালন দেখিতে বানরের নৃত্যের ন্যায় কৌতুকাবহ কিন্তু কার্য্যতঃ মূল্যহীন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে। তোমরা তোমাদের মণ্ডলীর পূনর্গঠন করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আর একটী বিষয়ে বিশেষ প্রীত হইলাম যে, মণ্ডলীর বিশ জন কার্য্যকর সঙ্ঘের মধ্যে আট জনই মহিলা। ইহাতে তোমাদের অঞ্চলের মহিলাদের অগ্রবর্ত্তিতা সূচিত হইতেছে। কিন্তু একটী কথা তোমরা মনে রাখিও যে, মণ্ডলীর কার্য্য-বিবরণীর খাতায় কতকগুলি নাম লেখা থাকিলেই কাজ হয় না, কাজ করিবার জন্য প্রতিটি সভ্য ও সভ্যাকে জন-সমাজের মধ্যে যাইতে হইবে, জন-সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে। মণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার দায়িত্ব তুচ্ছ বা লঘু নহে।

সম্প্রতি আমি কোনও শহরে মহিলাদের উপরে বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশা ছিল যে, মহিলা কর্ম্মীরা জনপদের সকল মহিলাদের নিকটে নিজেদের মহান্ আদর্শের বারতা লইয়া উপস্থিত হইবেন। এই বিষয়ে কর্ম্মিণীদের আগ্রহের কোনও অভাব ছিল না। কাগজে পত্রে কর্ম্ম-বিভাগ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং কাজও প্রত্যেকেই করিবেন বলিয়া অকপটে সঙ্কল্প-প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজের সময়ে দেখা গেল যে, প্রায় কেহই নিজেদের ক্ষুদ্র পরিধিটুকুর বাহিরে যান নাই।

তোমাদের ওখানে তেমন যেন না হয়।

একটী পুরুষ দশটী পুরুষকে জাগাইতে পারে কিন্তু একটী মহিলা এক শতটী মহিলার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে। নারী মহাশক্তি। তাহার শক্তির আমরা মর্য্যাদা দেই নাই বলিয়াই অধিকাংশ স্থলে সে সমাজের অতি নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। তোমরা তোমাদের মহিলা কর্ম্মিদের দ্বারা নারীজাতির শক্তি-প্রকাশের একটা সার্থক আয়োজন কর, ইহা আমি চাহি।

নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে তোমরা প্রেম-প্রচারের ব্রত গ্রহণ কর। যাহা কিছু করিবার, মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি বর্দ্ধনের উদ্দেশ্য নিয়াই কর। ধরণীর ধূলায় মানব-বিদ্বেষের বীজাণু সমূহ এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে, প্রেমের অশ্রুতে প্লাবন সৃষ্টি না করিতে পারিলে মানব-জাতির সঙ্কট-বিদূরণ করিতে পারিবে না।

তোমাদেরই নিকটে খাসিয়া পুঞ্জীগুলি রহিয়াছে। দুই একবার

তোমরা তাহাদের মধ্যে গিয়াছও। কিন্তু এখন যাইতে হইবে বারংবার। অপরিচয়-হেতু তোমাদের আর তাহাদের মধ্যে যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমাদের অচিরে চূর্ণ করিতে হইবে। পতিতোদ্ধারের উদ্ধত মেজাজ লইয়া নহে, প্রেমাস্পদদের বুকে তুলিয়া ধরিবার আগ্রহ লইয়া তোমরা এই সকল অরণ্যবাসী জাতির ভিতরে প্রবেশ কর।

সঙ্গে লইয়া যাও নিকটবর্ত্তী স্থানের অন্যান্য মণ্ডলীগুলির কর্ম্মীদিগকে। প্রতিটি কাজে দশে মিলিয়া হাত লাগাও, দশে মিলিয়া কাঁধ ছোঁয়াও। একের বিপুল বোঝাকে দশের লাঠিতে পরিণত কর। কাহারও কোনও ওজর-আপত্তিকে মানিও না, কাহারও কোনও ওজুহাত শুনিও না।

কিন্তু দশ জনে দশটি মন লইয়া যাইও না, যাইও একটী মন, একটী প্রাণ, একটী কর্ত্তব্য, একটী লক্ষ্য লইয়া। আকাশে ধ্রুবতারা দুইটা থাকে না, উত্তর দিকও দুইটা নাই। অতীতে তোমরা অপরিচিত পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে ধর্ম্মের অভিযান লইয়া যাইবার সময়ে কয়েক বারই নিজেদের মধ্যে বৃথা কলহ করিয়াছ। লোকদৃষ্টিতে তাহা কতখানি দূষ্য, তাহা ভাব নাই। আত্মদৃষ্টিতে তাহা যে আরও অধিক অমার্জ্জনীয়, তাহা বিচার করিয়া দেখ নাই। এবার হইতে সেইরূপ ভুল করা বন্ধ করিতে হইবে।

যেখানে যে-কেহ সৎকথা কহিবে, তাহারই কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে। যেখানে যে-কেহ কাণ পাতিয়া শুনিতে চাহে, তাহাকেই

সৎকথা শুনাইবে। সৎকথা সর্ব্বজনের সম্পত্তি। ইহার গায়ে সাম্প্রদায়িক লেবেল মারার কোনও সার্থকতা নাই। যত পার সৎকথা শোন, যত পার সৎকথা শোনাও। শুনিবার সময়ে অবহেলা করিও না, শোনাইবার কালে কপটতা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, তোমাকে কেহ কেহ পাগল মনে করে বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ বোধ করিও না। পাগল আমরা সকলেই। কাহারও পাগলামী ধরা পড়ে, কাহারও পাগলামি গোপন থাকে। কিন্তু যখন ইহার সহিত ঈশ্বরানুরাগ সংযুক্ত হয়, তখন পাগলামি সার্থক হয়। লোকে যাহা ইচ্ছা বলুক বা ভাবুক। এস, তুমি আমি ভগবানের পায়ে মন লাগাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া মনোবেদনায় অশ্রুপাত করিলাম। আশ্রমের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত সৈনিকদের হাতে মার খাইলে, অজ্ঞান হইলে, রক্তবমন করিলে, এরূপ সংবাদে কার না চিত্ত ব্যথিত হইবে? আমি তোমার অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়াছি। অকারণ এইরূপ লাঞ্ছনা আর কত কাল চলিবে?

কিন্তু তুমি ত' বাবা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তোমার চিত্ত ত' অহিংসা ও ক্ষমাশীল। তুমি কোনও অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও। তোমার জীবন-সাধনা কলুষ-মুক্ত, নিষ্পাপ ও রাজনীতি-বর্জ্জিত। তুমি নিজের আদর্শ অটুট রাখিয়া কাজ করিয়া যাও। বিপদ-বিঘ্ন যেখান হইতেই যাহা আসুক, কেবল ঈশ্বরের চরণে ভার দিয়া চল।

তোমার গুরুভাইরা আশ্রমের জমির উপরে বেদখল দিতেছে, তোমাকে গালি-গালাজ ও ভয়প্রদর্শন করিতেছে, সঙ্ঘবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিয়া তোমাকে বিতাড়িত করিয়া আশ্রমের উপরে অন্যায় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, এই সকল সংবাদ যে আরও মর্ম্ম-দাহী। এই সকল শিষ্যের গুরু হইয়া আমি যে পাপ সঞ্চয়

করিয়াছি, সেই পাপই তোমার উপরে উৎপীড়নের রূপ ধরিয়া আসিতেছে। তুমি আমার হইয়া এই উৎপীড়ন চখ-মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাও। তোমার এই সহনশীলতা তোমাকে আমার সহিত নিত্যযুক্ত রাখিবে। এই সকল দুঃখ-দুর্গতির মধ্য দিয়া তুমি আমার ইহ-পরকালের আপন হইবে। আমার এই আশীর্ব্বাদ তুমি গ্রহণ কর। ইহা আমার অকুণ্ঠ আশিস।

সম্প্রতি আমি একটা স্থানে দশ এগার দিন বাস করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, আমার প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শনকারীর সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু তলে তলে ইহাদের একাংশ আমার প্রতি অনাস্থা প্রচারক। আমি এবার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। ইহারা দীক্ষা নিয়াছে, সাধন করে না। কেহ কেহ সাধন করিবার কালে গুরু-নির্দ্দেশিত পন্থার অনুসরণ করে না, নিজেদের মন-গড়া ভাবে সাধন করে এবং মানুষের সম্মুখে গুরুদেবের নামের ধ্বজা উড়ায়। ইহারা নিজেদের কর্ত্তব্য কাজে মন দেয় না কিন্তু গুরুদেবের কাজে ও অকাজে বিজ্ঞ বিচারকের ভুমিকা গ্রহণ করে। আমি স্ত্রী-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও প্রণব বিতরণ করিয়া সত্য সত্য ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, না, ইঁহারা দয়া করিয়া আমার শিষ্য হইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে। ইঁহারা নিজেদের শূদ্রত্ব-বিমোচনের জন্য তত ব্যস্ত নয়, যতটা ব্যস্ত অন্য কাজে। একটী একটী করিয়া প্রায় হাজার শিষ্যের ভিতর বাহির দেখিবার বুঝিবার চেষ্টা আমি এই এগার বারো দিন করিয়াছি। বুঝিয়াছি, একদল শিষ্য-নামধারীর পরোক্ষ বিরোধ ও প্রত্যক্ষ অপকৌশলের

মধ্য দিয়াই আমাকে জীবকল্যাণের রথ চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহারা আমার কাছে আসিয়া একরূপ ভাবের অভিনয় করিবে, আর আমি পিছন ফিরিলেই ক্ষুরধার অস্ত্র লইয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবে, যাহারা আমাকে বধ করিতে পারিলে আড়াই মণ বাতাসার হরির লুট দিবে। এমন অনর্থকারী, বৃথা-প্রজল্পী, আনুগত্যবর্জ্জিত শিষ্যদলের গুরু হইয়াও আমি আমার ভাবী দিগ্বিজয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী। কারণ, আমি ঈশ্বরের-নামে বিশ্বাসী, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

তুমিও বাবা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তাঁহার নামে বিশ্বাস কর। বিশ্বাসীর বিশ্বাসই বান্ধব, অপর বান্ধবের তাহার প্রয়োজন কি? সম্পূর্ণ নির্ভর বাবা ঈশ্বরের উপরে দাও। দুর্ব্বৃত্তের উৎপীড়নে তোমার চখ, মুখ, নাক, কাণ দিয়া যত বিন্দু রক্তক্ষরণ হইয়াছে, তার কোটি গুণ দিব্যানন্দের তুমি অধিকারী হইবে। পরমেশ্বরের অপার করুণায় বিশ্বাস কর। উন্মার্গগামী সৈনিক ও বিপথচারী তোমার গুরুভ্রাতা, সকলকে সমভাবে ক্ষমা কর।

ঈশ্বরে বান্ধব-বোধ ন্যস্ত করিবে বলিয়াই তুমি তোমার অনর্থসৃষ্টিকারী গুরুভাইদিগকে শত্রু বা অবান্ধব বলিয়া জ্ঞান করিও না। ইহারা যে বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে, তাহা যতই অসহনীয় হউক, পরিণামে তোমার জন্য কুশলই সৃষ্টি করিবে। তুমি জগতের মঙ্গলের জন্য তনুমন সমর্পণ করিয়াছ। অতএব, তোমার কুশলে জগতেরই কুশল হইবে। বিশ্বের কুশলের পানে চাহিয়া শত শত মহামানব অপমান, অসম্মান, নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন হাসিমুখে

সহিয়াছেন। তাঁহাদের এই দেবোচিত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও।

অনধিকারীদিগকে আমি অধিকার দিতে চাহিয়াছিলাম। অধিকার পাইবার পরেও ইহারা অনধিকারীই থাকিয়া যাইতেছে। প্রাপ্ত অধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়া ইহারা নিজেদের নীচতা দূর করিবার চেষ্টা কিছু করিতেছে না, প্রাপ্ত অধিকারকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়া ইহারা অনধিকারীর ন্যায় বাক্যে, মনে, কার্য্যে শূদ্রেরই আচরণকে অনুসরণ করিতেছে। ফলে ওঙ্কার-সাধনের অধিকারী শূদ্রদল আর অনধিকারী শূদ্রদলের মধ্যে কোথাও এক বিন্দু তারতম্য রহিতেছে না। এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর লোকেরা চাবুক মারিয়া খড়ম পিটাইয়া যাহাদিগকে শূদ্রই করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রাজতিলক ললাটে পরাইয়া দিয়াও তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেছি না। এই হিসাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের শ্রম ও ত্যাগ প্রায় সবই বিফলে গিয়াছে। বড় বড় কথা কহিবার জন্য কতকগুলি ভণ্ড সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হয়ত আমি করিতে পারি নাই।

কিন্তু ইহার অপর একটা দিকও আছে। এক কোটি মণ কয়লার মধ্যে কদাচিৎ একটী কয়লার ভিতরেই হঠাৎ মাণিক্য পাওয়া যায়। কোটি কোটি শূদ্রের ভিতরে কদাচিৎ হঠাৎ একটী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। মাতঙ্গ মুনির মত ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-কুলে হাজার হাজার জন্ম

গ্রহণ করেন নাই। একটী মাতঙ্গ মুনিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি কয়েক কোটি চণ্ডালের পদসেবা করিতে প্রস্তুত আছি। এই জন্যই আমি আমার বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বিপুল উদ্যম ও বিরাট আয়োজনের ফলে হিমাচল-মিত আবর্জ্জনা ছাড়া আর কিছু যদি সংগ্রহ করিতে নাও পারিয়া থাকি, তবু পথের পরিবর্ত্তন করিব না, মত বদলাইব না। যে হয়ত স্বহস্তে ছুরিকা-বিদ্ধ করিয়া আমাকে হত্যা করিবার পরে আমার প্রবর্ত্তিত দিব্য আন্দোলনে ঈর্ষ্যাপরায়ণ সংঘগুলির কর্ম্মিদের কাছ হইতে নগদ কাঞ্চন-দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য হাত পাতিবে, সেও যদি আসে, তবু আমি তাহাকে দীক্ষাগৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব না। আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হইব না যে, যাহার পুর্ব্বপুরুষেরা মূঢ়তা বশতঃ ব্রাহ্মণ্য লাভে আগ্রহী হন নাই, আমার পুর্ব্বপুরুষেরা যাহার পুর্ব্বপুরুষদিগকে সংস্কারান্ধতা বশতঃ ব্রাহ্মণ্যের পথে টানিয়া আনিতে আগ্রহ অনুভব করেন নাই, তাহাকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণবের সাধনায় অবাধ অধিকার দিয়া শূদ্রত্ব-মুক্ত করা যায় কি না। যতবার আমি বিফল হইব, ততবার আমি অভিনব উদ্যমে কাজে নামিব। আমার দেহ-পতনের পরে আমার নির্দ্ধারিত ব্যক্তিও আমৃত্যু সঙ্কল্পে ইহাই করিয়া যাইবেন। তাঁহার পরবর্ত্তীরও কাজ ইহাই হইবে। আমার এই আন্দোলন কখনও থামিবে না, কখনও স্তিমিত হইবে না।

একটা প্রশ্ন তোমাকে খুবই রূঢ় ভাবে আঘাত করিবে যে, অন্যান্য গুরুদেবদের শিষ্যরা নিজ নিজ গুরুদেবের প্রতি অসাধারণ

ভক্তিমান, তাঁহাদের আদেশ পালনে যত্নবান, তাঁহাদের প্রতিটি কার্য্যে কুণ্ঠাহীন দ্বিধাহীন দ্ব্যর্থতাহীন ভাবে সহায়ক, আর আমার শিষ্যগণের মধ্যে ইহার অন্যথা কেন দেখা যাইতেছে। তাহার জবাবটা তোমরা জান। আমাকে বিচার করিবার অধিকার আমি আমার শিষ্যদের দিয়াছি, পৃথিবীর অন্য কোনও গুরু তাহা দেন নাই। কিন্তু আমাকে বিচারের অধিকার দিয়াছি বলিয়াই যে ইহাই শিষ্যদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, এমন ত' হইতে পারে না! ইহারা ইহা বোঝে নাই। স্বাধীনতা যে দায়িত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী, ইহা ইহারা বোঝে নাই। আমি স্বাধীনতা দিয়া ইহাদিগকে যে দায়িত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছি, ইহা বুঝিবার মত বোধশক্তি ইহাদের নাই। এই জন্যই বড় বড় কথার ফুলঝুরি যাহাদের মুখ হইতে নিয়ত ঝরিতেছে, তাহারা কিন্তু সংঘের কর্ত্তব্যে সর্ব্বদাই শূন্য। ইহাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা নাই, জ্ঞান আছে, কর্ম্ম নাই, স্বাধীনতা আছে, দায়িত্ব নাই, ক্ষমতা আছে, তাহার প্রয়োগ নাই, সম্মানাভিলাষ আছে, সম্মান পাইবার যোগ্যতা নাই। আমি স্বাধীনতা দিতে গিয়াই ইহাদের এই সকল সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার প্রদত্ত স্বাধীনতা শিবকে বানরে পরিণত করিয়াছে, আমিও এই বানর-কুলের সহস্র উৎপাতকে বরণ করিয়া লইয়াই পথ চলিতে বাধ্য হইতেছি। যতবার গাছ পুতিতেছি, আমার রোপা গাছ আমার পুত্র-কন্যারাই ততবার টানিয়া টানিয়া তুলিয়া ফেলিতেছে। তবু বিরক্ত হইতেছি না। এই কথা ভাবিয়া যে, আমি একটা নূতন পরীক্ষা করিয়াই দেখি না! আর, আমি পুতিতেছি কল্পতরু। এই তরু ভূতল

হইতে তুলিয়া ফেলিলেও জলে, আকাশে বাড়িবার ক্ষমতা রাখে। আমার তরু প্রেমের তরু, যে তরু নিজের ছায়ায় কোটি বিশ্বের তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে পারে। আমার বীজ প্রেমের বীজ, যেই বীজের মধ্যে সকল বীজ আছে লুক্কায়িত, যে বীজ সকল বীজকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে। আমার সত্য সার্ব্বজনিক সার্ব্বভৌমিক সত্য, যাহার সহিত জগতের কোনও সত্যের বিরোধ নাই। তাই আমি শিষ্যদের দ্রোহে বা বিভিন্ন সংঘের ধীমান অধিনায়কগণের জ্ঞানগর্ভ বিদ্বেষ-ভাষণে, বজ্রগর্ভ হিংসার বোমায় বিন্দুমাত্র ভয় করি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৮ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, চাকুরী গিয়াছে বলিয়া হতাশায় ডুবিয়া যাইও না। চেষ্টা করিতে থাক, আবার ভাল কাজ পাইবে। জগতে চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। একাগ্র উদগ্র চেষ্টার পিছনে ভগবানের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা থাকে। অনেকে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইতেছে দেখিয়া ইহা মনে করিয়া বসিও না যে, তোমার চেষ্টাও বিফল হইবে। লোকের চেষ্টা যে বিফল হয়, তার পশ্চাতেও এমন হাজার কারণ থাকে,

যাহা বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর নহে। সফলতাও বিনা কারণে আসে না, বিফলতাও নহে। সফলতার কারণ উপযুক্ত চেষ্টা, অসীম ধৈর্য্য, সাফল্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস; বিফলতার কারণ চেষ্টার অনুপযুক্ততা, ধৈর্য্যের অভাব, সাফল্যে অবিশ্বাস। সাফল্যের কোনও সংগুপ্ত কারণ বিদ্যমান থাকায় অনেক সময়ে বিনা চেষ্টায় বা অল্প চেষ্টায়ও সফলতা আসিয়া থাকে। কিন্তু বিনা চেষ্টায় সাফল্যের দৃষ্টান্ত জগতে কম। সাফল্যের বিরুদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও অকুণ্ঠ অনলস শ্রমের পদ্ধতিবদ্ধ প্রয়োগের দ্বারা অনেক সময়েই সফলতা আসিয়া থাকে। জগতের যাবতীয় কাজের সফলতার ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। সাফল্যের এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারাই মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা চলিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্তেই পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পরিকীর্ণ। একটা চাকুরী বা ব্যবসায়েরই মাত্র কথা নহে, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও তাহাই।

চাকুরী গিয়াছে, এক হিসাবে ভালই হইয়াছে। অভ্যস্থ দাসত্ব টুটিয়া যাওয়ায় নিজের পূর্ব্ববতন সংস্কারগুলিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করিবার এক অভাবনীয় অবসর পাইলে। তোমার নিজ চরিত্রের কোথায় কোন্ ত্রুটিগুলি সদ্‌গুণের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া লোকের মিথ্যা হাততালি কুড়াইয়াছে, আজ তাহা এক নজরে বাছিয়া লইবার পাইলে সুযোগ। জীবনের ইহা ক্ষতি নহে, বরং এক পরমলাভ। সাময়িক একটা আর্থিক ক্ষতি হইতে এই লাভটুকু কুড়াইয়া নিবার চেষ্টা কর। ইহা তোমার সমগ্র জীবনের জন্য এক অসামান্য মূলধনের কাজ করিবে।

আর্থিক দুর্গতি, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অবসাদ সব কিছুর মধ্যেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাও। তাঁর করুণায় নির্ভর করিয়া পথ চলিতে শিখ। জগতের প্রতিটি প্রাণীর সহিত তোমার প্রেমের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সহিত সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। কাল যিনি তোমার মনিব ছিলেন এবং আজ যিনি তোমাকে চাকুরী হইতে তাড়াইয়া দিয়া অস্বস্তিতে ফেলিলেন, তিনিও যে তোমার পর নহেন, তাহা জানিবে ভগবানকে ভালবাসিবার পরে। কাল তুমি প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী বা কর্ম্মকারক হইয়া যাঁহাদিগকে তোমার তত্ত্বাবধানে কাজ করিবার জন্য নিয়োজিত করিবে, তাঁহাদের সহিতও তোমার সম্পর্ক যে প্রভু-ভৃত্যের নহে, তাহা অনুভব করিতে পারিবে ভগবানের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যাইবার পরে।

জগতের মানুষকে মনুষ্য-পদবাচ্য করিবার জন্য কত আইনজ্ঞ আইনের, কত নীতিজ্ঞ নীতির, কত জ্ঞানী জ্ঞানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রেমিকেরা কিন্তু ভগবানের সহিত ভালবাসার মধ্য দিয়া বিশ্বকে ভালবাসিবার কৌশল শিখাইতেই ব্যস্ত। ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য এক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৮।১২।৬৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, সর্ব্বতোভাবে তোমার কৃতকার্য্যতা প্রার্থনা করি। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া অকপটে করিতেছ কাজ, তোমার সাফল্য যে সততার সাফল্য, ধর্ম্মের সাফল্য, ন্যায়ের সাফল্য। তোমাকে শুধু আমিই একা কেন আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি যে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি সজ্জনের আশীর্ভাজন। জয় হউক তোমার সর্ব্বত্র, তোমার জয়ে বিশ্ববাসী প্রতিটি প্রাণীর কল্যাণ হউক প্রতিষ্ঠিত।

আমার প্রতি তোমার অশেষ প্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার প্রেম তোমাকে আত্মজয়ী করুক, তোমার প্রেম তোমাকে জগজ্জয়ী করুক। আত্মজয় যে করিতে পারে, জগজ্জয় তাহার সুসাধ্য ব্যাপার। ভালবাসা যদি গভীর, প্রগাঢ় এবং অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে একজনকে ভালবাসিয়াই নিখিল বিশ্বকে ভালবাসার শুভফল পাওয়া যায়। একটা ইট, কাঠ বা মাটির পুতুল অথবা আমি বা আমার মতন যে কোনও জরা-মরণশীল সাধারণ মানুষও এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল নহে। ইট-কাঠকেও ভালবাসিলে তার ফল শুভ। যখন ভালবাসা নিষ্কাম, তখন তাহা ব্রহ্মাণ্ডে অপরাজেয়।

তুমি তোমার ভালবাসার শক্তিকে অফুরন্ত বিকাশের পথে

চালাইবার জন্য পরমপ্রেমপারাবার শ্রীভগবানের নামের একান্ত ভাবে শরণাপন্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, জীবনে যত ছোট কাজ আর কর নাই, অবস্থার ফেরে পড়িয়া তাহাই করিতেছ, তবু ভিক্ষাপাত্র হস্তে লোকের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াও নাই। এই সংবাদ জানিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে, প্রকাশের ভাষা নাই। দেশ ভিখারিতে ভরিয়া গিয়াছে। কেহ অভাবের দরুণ, কেহ স্বভাবের দরুণ, কেহ অবস্থার ফেরে, কেহ অপরের প্ররোচনায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ সৎকার্য্যের নাম করিয়াও ভিক্ষা করিতেছেন এবং "লোকের মনে সৎকার্য্যে ত্যাগের অভীপ্সা জাগাইতেছি" বলিয়া আত্মপ্রসাদও অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ভিক্ষাই আমরা ছাড়িব, এই জাতীয় সুদৃঢ় সংস্কার মনের ভিতরে সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনের দিন আজ আসিয়াছে। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মানুষ সৎকাজে দান করিবে, এমন দিন কি পৃথিবীতে আসিবে না? সৎকাজে দানসংগ্রহ সৎলোকেরা করুন কিন্তু দানসংগ্রহের চেষ্টা ব্যতীতও সৎকাজ হয়, এই বিশ্বাস কি মানুষের মনে কখনও জাগিবে

না? এই পটভূমিকায় বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তুমি নিদারুণ সঙ্কটে পড়িয়াও ভিক্ষার্জ্জন করিয়া জীবন ধারণের চেষ্টা না করিয়া কত বড় শক্ত মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়াছ। তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা তোমার অন্তরের প্রেমের ন্যায়ই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। ভগবানে প্রেম আছে বলিয়াই তুমি এত শক্ত হইতে পারিতেছ।

কাহারও কাহারও মানুষ্যত্ব বোধ এত প্রবল যে, মনুষ্যত্বের অবমাননা হইবে ভাবিয়া ভিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারেন না। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহা হইতে অন্তরে দুর্ম্মদ অহঙ্কারও জন্মিয়া থাকে। স্বভাবতই জীবমাত্রে অহঙ্কারী। অপরের কাছ হইতে বিনা বিনিময়ে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিব না, এই জিদ অনেক সময়ে স্বভাবদত্ত অহঙ্কারকে বহু-বিস্তৃত ও শাখা-পল্লবিত করিয়া অতি বিরাট ও উন্নতশীর্ষ করিয়া থাকে। সাধারণ অহঙ্কার ক্রমশঃ দুরন্ত দম্ভের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম-বশতঃ ভিক্ষা বর্জ্জন অধিকতর মহনীয় ব্যাপার। ভগবানে যখন বিশ্বাস কর, ভগবানে যখন রহিয়াছে অফুরন্ত প্রেম ও নির্ভর, তখন মানুষের কাছে বিনা প্রতিদানে কোনও সাহায্য চাহিতে গেলে ভগবানকে যে খাটো করিতে হইবে। তুমি আমি খাটো হইলে কি যায় আসে? ব্রহ্মাণ্ডপতিকে খাটো করিতে হইলে যে ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের বাস করিবার অধিকার থাকে না। সুতরাং ভগবৎ প্রেমিক পুরুষ-প্রবর ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া জগতের সকলের নিকটে অপ্রার্থী থাকে। তাহার অপ্রার্থিতা অপরের মনঃপীড়ার কারণ হয় না। মানুষকে ছোট ভাবিয়া সে মানুষের সাহায্য লাভের লোলুপতা

বর্জ্জন করিতেছে না, ভগবানই সব দিতে পারেন জানিয়া সে মানুষের দিক হইতে নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া ভগবানের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছে। মানুষের প্রতি তাহার অবজ্ঞা নাই, পরন্তু ভগবানের প্রতি রহিয়াছে তাহার অতুল বিশ্বাস, অসীম নির্ভর এবং অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা।

দেশ-বিভাগ ও তৎপরবর্ত্তী অনেকগুলি মূঢ়তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে। তাহাদের কাছে যাইয়া তোমার মত উন্নতচেতা দুর্গতের মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করা উচিত,—"এই দেখ, চূড়ান্ত বিপত্তিতে পড়িয়াও আমি কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হই নাই, ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া রোগ-শোক-সন্তাপের মধ্য দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পথ চলিয়াছি। যেখানে কোনও পথ ছিল না, শরীরে সহস্র কণ্টক-ভেধ সহ্য করিয়া করিয়া সেখানে নূতন পথের চিহ্ন ফেলিয়াছি। যে আজ যেখানে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া নিজের হাত নিজের পা চালাইতে সুরু কর। অবোধ শিশুর হস্তপদসঞ্চালনের নিরর্থক চেষ্টার মধ্যে ভগবান নিজের করুণায় সার্থকতা আনিয়া দিবেন।"

এস আজ আমরা আরও অধিক পরিমাণে ঈশ্বরবিশ্বাসী হই। চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলি বারংবার প্ররোচনা দিতেছে,—'ঈশ্বর নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস মনের দুর্ব্বলতা মাত্র, ঈশ্বর-বিশ্বাসের কুসংস্কার পরিহার করাই প্রকৃত পৌরুষ।" তবু আমরা অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরেই বিশ্বাস করিব। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
. ৯।১২।৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, তিন চারিটী সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় চারিদিক হইতে তোমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছেন। নিজেরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াও অপর একটী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রতিপদে নানা বাধার সৃষ্টি করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট রহিয়াছেন। তোমাদের যাহা আচরণ নয়, তাহাই তোমরা করিতেছ বলিয়া চারিদিকে কাণে কাণে কুকথা প্রচার করিতেছেন। তোমাদের যাহা লক্ষ্য নয়, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য বলিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য নানা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ চেষ্টা পাইতেছেন। এগুলি ত' অনুমানের কথা নয়, ইহার অকাট্য প্রমাণ আছে। কিন্তু ইহাতে তোমরা দমিয়া যাইও না। তোমাদের বরং ইহা ভাবিয়া গৌরব অনুভব করা প্রয়োজন যে, তোমরা এমন সুপ্রতিষ্ঠিত তিন চারিটী ধর্ম্মসঙ্ঘের ঈর্ষ্যার পাত্র হইতে পারিয়াছ, যাঁহারা কয়েক যুগ ধরিয়া জনসমাজে নিজেদের সঙ্ঘের বিস্তার সাধনে জনসাধারণের (এবং তোমাদেরও সকলের) অকুণ্ঠ নির্দ্ধিধ সহযোগিতা পাইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাবানদের মনে আজ ঈর্ষ্যার সৃষ্টি কেন হইল? তোমরা ত' এই সকল সঙ্ঘের অপেক্ষা বয়সে নবীন, বিস্তারে ক্ষুদ্র, ধনবলহীন ও দুর্ব্বল। তবু তোমাদের প্রতি এই মাৎসর্য্য কেন আসিবে?

তোমাদের মধ্যে বিদ্যাগর্ব্বিত এবং নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে অতীব উচ্চধারণাসম্পন্ন দুই এক জন এই মাৎসর্য্যকে নিতান্ত একটা

অলীক কল্পনা বলিয়া ব্যাখা করিলেও, আমি কেন্দ্রে বসিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে টের পাইয়াছি যে, তোমাদের সঙ্ঘের ইঁহারা কি নিদারুণ ক্ষতি করিয়াছেন। সৎকার্য্য সাধনের জন্য তোমাদের সঙ্ঘ জনসাধারণের কাছে ভিক্ষাটনে বাহির হন না। অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া সদুপায়ে সৎকার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য যে চেষ্টাটীতে তোমরা হাত দিয়াছ, বিগত চারিটী মাস ধরিয়া তাহার সাফল্যের মূলে আঘাত হানিবার জন্য কি অসাধারণ সংগঠন নৈপুণ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে অনেকে এই কারণেই বুঝিতে চাহে নাই যে, তোমাদের সেই বিদ্যাভিমানী ভ্রাতারা নিজেরা নিজেদের সঙ্ঘের উন্নতির ব্যাপারে একান্ত উদাসীন। তোমাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ তোমাদের নিজ সঙ্ঘের কুশল-কল্পে সমস্ত জীবনেই কোনও ত্যাগ স্বীকার করে নাই এবং যাহারা কখনও কিছু করে নাই বা করিবে না, কিম্বা সামান্য কিছু করিলেও নিতান্তই দায়ে পড়িয়া দশজনের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্য চক্ষুলজ্জায় ঠেকিয়া করিয়াছে, তাহারাই এই বিপত্তিকর দুর্ভোগকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, কোনও ধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রতিই তোমাদের সঙ্ঘের কণামাত্র অমিত্রভাব না থাকিলেও কতকগুলি সঙ্ঘ স্থানে স্থানে অপরিপক্ক-বুদ্ধি জন-সাধারণকে নানা প্ররোচনা দিয়া লেলাইয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা নানা অকাণ্ড ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা বিদ্বেষের ফল নহে, মাৎসর্য্যেরই ফল। আমরা যদি ইঁহাদের অন্নে হাত দিতে যাইতাম, তবে বিদ্বেষের প্রশ্ন উঠিতে

পারিত। আমরা কোনও আঘাত দিলাম না, তবু দুরন্ত বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করা হইল, ইহা মাৎসর্য্যেরই লক্ষণ। তাই এই প্রশ্নই বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে,—এ মাৎসর্য্য কেন? ধনবল তোমাদের নাই, জনবলে তোমরা নগণ্য, দেশমধ্যে জনকল্যাণমূলক দু-দশটা প্রতিষ্ঠান এখনো তোমরা গড়িতে পার নাই। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই কাজ অপেক্ষা বৃথা প্রজল্পে অধিকতর রুচিমান্, তবে এ মাৎসর্য্য কেন?

তোমরা যদি জানিতে, এই মাৎসর্য্য কেন, তাহা হইলে সেই জ্ঞানটুকু তোমাদের কত কাজে আসিত। তোমাদের সঙ্ঘের নবীনতা এবং ক্ষুদ্রপরিসরতা সত্ত্বেও কোথাও একদুর্জ্জয় গৌরব আছে, তাহার দিকে তোমাদের দৃষ্টি পড়িত। তোমাদের উপাসনা ও আদর্শবাদের মধ্যে কোথাও একটা অভাবনীয় সুন্দরতা আছে, তাহার প্রতি তোমাদের লক্ষ্য পড়িত।

লম্বা লম্বা বচন ঝাড়িয়া বাহাদুরী করিবার চেষ্টা পরিহার করিয়া তোমরা কবে তোমাদের নিজ সম্পদের প্রতি তাকাইবে? আমি ত' বলিতে চাহি না যে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বিবদমান সঙ্ঘগুলির প্রতি মারমুখী হও। তাহাতে ক্ষতি ছাড়া তোমাদের লাভও কিছু নাই। তোমাদের আমি বলিতে চাহি যে, তোমাদের সম্পদ কোথায়, তাহা পুনরাবিষ্কার করিয়া তোমরা তাহার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার কর। কেহ তোমাদিগকে আমার কাছে আসিবার জন্য ডাকে নাই। নিজেদেরই আগ্রহে আসিয়াছিলে। কেন আসিয়াছিলে, তাহা একবার স্মরণ কর। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাপ তোমরা পরিহার কর। অনেক

কথা কহিয়া কহিয়া মুখের নিষ্ঠীবনে প্রতিবেশীদের গাত্রচর্ম্ম অপবিত্র করার কদভ্যাস তোমরা পরিহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

ধানবাদ

১০ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, আগরতলায় তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলে। তোমাদের দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি এবং আনন্দলাভ করিয়াছি। ডাক শুনিলে যাহারা পথের বন্ধুরতা ও দুর্গমতা অগ্রাহ্য করিয়া তৃষিত চাতকের মতন ছুটিয়া আসে, তাহাদের বুকে ধরিতে কতই না আনন্দ। কিন্তু নানা কারণে তোমরা সেই আনন্দ নিয়া ঘরে ফিরিতে পার নাই, যাহা তোমাদের প্রাপ্য ছিল। হুজুগ করিতে তোমরা আস নাই, আসিয়াছিলে তোমরা তোমাদের যোগ্য কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে। কিন্তু হঠাৎ আসিয়া বাহিরের লোক কোনও নূতন জায়গায় উল্লেখ্যযোগ্য কাজ কিছু করিতে পারে না। তাহারা যে কাজ করিবে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকা দরকার। একদল কর্ম্মী পরবর্ত্তী অপর দল কর্ম্মীদের জন্য কাজ করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিয়া যাইতে থাকিবেন, পরবর্ত্তীরা পরবর্ত্তিতদের জন্য আবার তদ্রূপ করিয়া যাইবেন, তৎপরবর্ত্তীরা পুনঃ তাহাই করিয়া যাইতে

থাকিবেন, এভাবে সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় অফুরন্ত কল্লোল চলিবে তটভূমিকে আছাড়িয়া,—ইহাই কর্ম্মের কৌশল। এই কৌশলকে কর্ম্মের একটা যোগও বলিতে পার। যোগ কখনও যোগাযোগ-বর্জ্জিত ভাবে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু তোমাদের কাজে কাহারও সহিত কাহারও যোগাযোগ ছিল না। যোগাযোগসক্ষম ব্যক্তিরা কেবল কথা কহিয়াছে, যোগাযোগে অক্ষম ব্যক্তিরা রিক্সায় আর গরুর গাড়ীতে কলিশান ঘটাইয়াছে। সুতরাং তোমরা প্রেম-বাজারে বিকিকিনিতে পূরা লভ্য আদায় করিয়া আসিতে পার নাই। কেহ ক্ষুণ্ণ মন, কেহ ক্ষুব্ধ হৃদয়, কেহ হতাশ প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়াছ।

কিন্তু ইহা হইতে তোমাদের শিক্ষার্জ্জন করিবার রহিয়াছে। ঐ ত' জিয়লছড়ার রিয়াংদের মধ্যে কাজ করিবার জল্পনা কল্পনা গত কয় বৎসর ধরিয়া করিতেছ। এবার তেলিয়ামূড়াতে প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে কুর্ত্তি রোডের উপরে সেই জিয়লছড়ারই তিন চারিজন রিয়াংএর সহিত দেখা হইল। লাইলাহা রিয়াংএর নাম করিতেই ইহাদের মধ্যে তিন জন আমাকে আমারই শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল। তখন আমার স্মরণে পড়িল যে অধুনা স্বর্গত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ খোয়াইতে বিভাগীয় অধিকর্ত্তা থাকিবার কালে আমি কয়েকজন দূরাগত রিয়াংকে প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। এতদিনে ইহাদের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বয়সের ধর্ম্মে যাহা হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাদের সাজ-সজ্জার মধ্যেও পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ইহাদের সমাজে ভারতের বাহির হইতে ভিন্ন ধর্ম্ম আসিয়া যে দ্রুত অনুপ্রবেশ করিতেছে, তাহার প্রমাণ ইহাদের বেশভূষাতে পাওয়া

গেল। ইঁহারা যে পূর্ব্বপ্রাপ্ত প্রণব দীক্ষা ভোলে নাই, মন্ত্র ভোলে নাই, গুরু ভোলে নাই, তাহার পরিচয় ইহাদের বাক্যে, ব্যবহারে এবং ভক্তিতে পাওয়া গেল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিগত আট দশটী বৎসরের মধ্যে তোমরা কেহ ইহাদের দেশে যাইতে পার নাই, ইহাদের লব্ধ দীক্ষাকে ইহাদের রক্তমাংসে অনুপ্রবেশিত করিবার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিতে চেষ্টিত হও নাই, ইহাদের ভ্রাতা, কুটুম্ব, দায়াদ ও আত্মীয়গণকে একই আদর্শে অনুপ্রাণনা দিতে চেষ্টা কর নাই। স্বভাবতই যাহারা তোমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান হইতে পারিত তাহাদের তোমরাই অনাদর করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন ও সংশ্রবহীন হইবার পানে ঠেলিয়া ধরিয়াছ। তোমাদের এই অবহেলার পাপ কোন্ দিক দিয়া সমর্থনের যোগ্য হয়, তাহা আমাকে বলিবে কি?

অশেষ আশায় নির্ভর করিয়া তোমরা বসিয়া আছ যে, আমি নিজে আসিয়া এই সকল বনপর্ব্বতচারীদের মধ্যে কাজ করিব। আশা তোমাদের অন্যায় নহে। আর, ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার জন্য আমি নিয়ত ব্যাকুল। ইহার পূর্ব্বে বহুবার আমি নানাস্থানে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি এবং বৎসরের কয়েকটা করিয়া দুর্লভ দিন বহিঃসভ্যতাবর্জ্জিত ইহাদের অঞ্চলে নিভৃত নীরবতায় এবং নিদারুণ কর্ম্ম-কোলাহলে কাটাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে, আমাকেই সর্ব্বত্র যাইতে হইবে এবং তোমরা আমার সঙ্গ ছাড়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে না, তবে ত' বড় মারাত্মক ব্যাপার হইল! আমি যাহাতে সফলতর ভাবে ইহাদের মধ্যে

কাজ করিতে পারি, তাহার জন্য তোমাদের প্রয়োজন ইহাদের মধ্যে বারংবার প্রবেশ করা। আবার, আমি যেখানে স্বয়ং কাজ করিয়া আসিয়াছি, সেখানে যাহাতে কাজের গতি অব্যাহত থাকে, ভাবের স্রোত চিরপ্রবহমান থাকে, তাহার জন্য তোমাদের প্রয়োজন সেই সব স্থানে বারংবার যাওয়া। কিন্তু তাহা ত' হইতেছে না। তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, অলস শয়নে পড়িয়া পড়িয়া কেবল স্বপ্নের বিলাস করিলেই পৃথিবী জুড়িয়া সোণার ধানের মঞ্জরী ফুটিতে থাকিবে?

খোয়াই হইতে কৃর্ত্তি পর্য্যন্ত এবং ডলুবাড়ী হইতে চান্দখিরা পর্য্যন্ত যতস্থানে যতগুলি পাহাড়ী বস্তি আছে, সকল জায়গায় তোমরা প্রতিটি মণ্ডলী হইতে দলে দলে কর্ম্মী পাঠাইয়া হরিনামের অভিযান চালাইতে থাক। খোয়াই, কমলপুর আদি স্থানে আবার আমার ভ্রমণ-তালিকা হইতেছে। তার আগে সভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সম্পূর্ণ সভ্যতা-বর্জ্জিত যত স্থানে যতগুলি বনপর্ব্বতবাসী জাতি আছে, সকলের মধ্যে তোমরা পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মাভিযান চালাইয়া যাও। আলস্য করিয়া সময় ও সুযোগ নষ্ট করিও না। যে কাজ করিতেই হইবে, তাহা পরে করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখার মত মূঢ়তা আর কিছু নাই।

আসল কথা হইতেছে এই যে, ইহাদের জন্য প্রেম চাই। প্রাণঢালা প্রেম না থাকিলেই নানা ওজর-আপত্তির সৃষ্টি হয়। কাহারও বাড়ীতে একজন পীড়িত হয়, কাহারও সদরে জরুরী কাজের ঠেকা পড়ে, কাহারও ছেলের চিঠি না পাইয়া মন খারাপ থাকে, কাহারও পাটের বাজারে মন্দা হওয়াতে কাজ-কারবারে গোলযোগ আসে, কাহারও বা দেনদারের টাকা আদায় হয় নাই বলিয়া উৎসাহের

অভাব ঘটে। প্রেম যদি অন্তরে না থাকে, তাহা হইলে এই ভাবে একটার পরে একটা করিয়া ওজুহাত সৃষ্টি হয় এবং কর্ত্তব্য কাজ পড়িয়া থাকে। তোমরা প্রেমিক হও। তোমরা দরদী হও। তোমরা একবার ভাবিতে সক্ষম হও যে, এই সকল অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত আদিবাসীরা তোমাদেরই ভাইবোন, তোমাদেরই আপনার জন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

ধানবাদ

১১ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, অসুখ সত্ত্বেও যখন সংসারের অপর দশ বিশটা কাজ সবই সমান তালে চলিয়া যাইতেছে, অসুখ বলিয়া তখন ভগবানের কাজ আর দেশের কাজ কেন পড়িয়া থাকিবে? স্থল-বিশেষে গতি মন্থর হইতে পারে, কিন্তু অসুখের নাম করিয়া সব কাজের ইতি হইয়া যাইবে কেন?

তোমাদেরই সহরের বিশ পঁচিশ মাইল দক্ষিণ হইতে টিলায় টিলায় এমন অনেক আরণ্য জাতি বাস করিতেছে, যাহাদের মধ্যে আর্য্য সভ্যতা কখনও প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সন্দেহ আছে। তথাপি ইহাদের আভ্যন্তর জীবন অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে,

ইহাদের আচার-রীতি-নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি সুমঙ্গল সংস্কারের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে, যাহার সহিত আর্যসংস্কৃতির সামঞ্জস্য অতি সহজে সম্ভব। ইহাদের অনেকে ইতঃপূর্ব্বে সেনসাসের গণনায়ও ধরা পড়ে নাই। তোমাদের অবিলম্বে ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক।

তোমার জেলার দক্ষিণতম অঞ্চলে যে সকল অখণ্ড-মণ্ডলী আছে, সেগুলিতে সংখ্যা-বল অতি অল্প বিধায় তাহারা ইচ্ছা থাকিলেও কোনও অধিক-বল-সাপেক্ষ কাজে হাত দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারে না। সাহস করিয়া কাজে নামিবার পক্ষে ইহাই তাহাদের প্রধান বিঘ্ন। তোমরা সহর হইতে এমন ব্যবস্থা কর, যেন যত ক্ষুদ্র মণ্ডলীই হউক, যদি বন-পাহাড়ের কাজ করিবার রুচি তাঁহাদের থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকটী অভিযানের সময়ে যেন অন্যান্য সকল মণ্ডলী হইতে ভক্তিমান কীর্ত্তনগায়ক, শক্তিমান ধর্ম্মব্যাখ্যাতা এবং প্রেমময়স্বভাব সাধকেরা নিজের উপস্থিত ও আনুগত্য দ্বারা পরিপূর্ণ সহযোগ দেয়। তোমাদেরই একটী ভ্রাতা আগরতলায় বসিয়া উত্তর কাছাড়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলিল। সে একাকী নাগা অঞ্চলে কাজ করিতে গিয়াছিল। মাত্র এই কাজটুকুরই প্রতিক্রিয়া খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদের ভিতরে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করিল যে, তাহার দ্বারা সেবিত অঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের গর্হণ করিবার জন্য একসঙ্গে নানা জাতীয় আঠারো জন মিশনারী পর্ব্বত-শৃঙ্গারোহন সুরু করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের গর্হণ করে না, তন্মধ্যে অখণ্ডধর্ম্মের নিরপেক্ষতা আরও অসাধারণ। সুতরাং তোমাদের

কর্ম্মীরা কোথাও গিয়া খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিবে, ইহা কল্পনার অতীত। যাহারা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা খ্রীষ্টান থাকিয়াই ভগবানকে পাউক, কিন্তু প্রকৃত মানুষ যেন তাহারা হয়। খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবা মাত্র যে ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বহু নবদীক্ষিত ব্যক্তি জাতবৈর, বদ্ধ-মূলক্রোধ ও মাৎসর্য্যপরতন্ত্র হইয়া যায়, ইহাই ত' তাহাদের সম্পর্কে আমাদের একমাত্র অভিযোগ। অন্য দিক দিয়া ত' আমাদের কিছুই বলিবার নাই। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্মমত আছে বা ভবিষ্যতে নূতন নূতন যতগুলি ধর্ম্মমতের আবির্ভাব হইবে, সকলেরই অনুবর্ত্তিগণ নিজেদিগকে এক পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিলেই ত' আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য তাহা।

সুতরাং ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটী মণ্ডলীকে নিজ নিজ অঞ্চলের পার্ব্বত্য বস্তিগুলিতে পর পর ধর্ম্মাভিযান প্রেরণ করিতে হইবে এবং এক মণ্ডলী এক স্থানে একটী অভিযান প্রেরণ করিতে উদ্যোগী হইলে জেলার অন্যান্য সকল মণ্ডলী হইতে অর্থ, কর্ম্মী এবং অন্যান্য সহযোগ দ্বারা এই উদ্যোগে প্রাণ-সঞ্চার ও প্রেরণা-প্রদান করা কর্ত্তব্য।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ত্তমান কালে এই কাজটীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে বলিয়া আমি প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু অপরিপক্ক-বুদ্ধি যুবকেরা চির-উদ্দাম পার্ব্বত্য জাতির ভিতরে প্রবেশ করিলে কোনও কোনও স্থানে এক আধটী অনর্থ ঘটিয়া যাইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট রহিয়াছে। যে বয়সে অদৃশ্য কাজল আপনা আপনি চখে দেয় অঞ্জন আঁকিয়া সেই বয়সে নূতনের

রোমাঞ্চ এক অসাধারণ ব্যাপার। তার অভাবনীয়ত্ব এত বিচিত্র যে, একই পার্ব্বত্য অঞ্চলে একই দল যুবককে বারংবার না পাঠান সঙ্গত হইবে। অথচ যুবকেরা যখন কাজ করে, তখন তাহাতে ফাঁকির পরিমাণ এত অল্প থাকে যে, যুবকদের ছাড়া খুব বৃহৎ রকমের কোনও কাজ ব্যাপক ভাবে চলা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে হয়। যখন কোনও রাষ্ট্র কেবল বৃদ্ধদের দ্বারাই চালাইতে হয়, তখন ভূয়োদর্শী ব্যক্তিরা কেবলই আশঙ্কা করিতে থাকেন যে, উপযুক্ত কর্ম্মঠতার অভাবে এবং স্বাভাবিক চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ কোন্ দিন জানি রাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। আদর্শ-প্রচারাদির কাজেও তাহা অনেকাংশে সত্য। যাঁহাদের জীবনে আদর্শ রূপায়িত হয় নাই, তাঁহাদের আদর্শ-প্রচার অনেক সময়েই প্রকাশ্য প্রহসনে পরিণত হয়। আর, যাহারা অপরিণত-বুদ্ধি বলিয়া বিচার করিয়া কাজ করিতে জানে না, তাহাদেরও অবস্থা কখনো কখনো এই রূপই দাঁড়ায়। তাই যুবকদের আদর্শবাদী দৃষ্টি এই কাজে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবে। আর নিজ নিজ চরিত্রোন্নতির জন্যও যুবকদিগকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে বাধ্য করিতে হইবে। চরিত্রবান্, আদর্শবাদী, সত্যশীল ও নির্ভীক্ যুবকেরাই জগতের সকল সৎকার্য্য সম্পাদনে অধিকতর পটু এবং রুচিমান্। তোমাদের তরুণ কৈশোরে আমি তোমাদের মত শত শত যুবকের পিছনে এই জন্যই ঘুরিয়াছি। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সেবাই করিয়াছি। আজ তোমরা আর যুবক নহ কিন্তু আমারই কি মাথার চুলগুলি কাঁচা রহিয়াছে? এখন আমার হইয়া তোমাদের প্রতিজনকে

যুবকদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে অস্ফুট কৈশোরে এবং প্রকট যৌবনে নবজীবনের রসায়ন বিতরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমারা কি তোমাদের পরিণত পৌঢ়েও আমার কাজটুকু হাতে লইবার জন্য আগ্রহী হইবে না? আমি তোমাদের যাহা দিয়াছি, তাহা কেন তোমরা আবার অন্যদের বিলাইবে না? আমি দিয়াছি আমার বাক্যাবলিতে, পত্রাবলিতে, জীবনের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া। সেই ইতিহাস কি তোমরা ভুলিয়া যাইবে? সেই অধিকার কি তোমাদের আছে? অভিভাবকদের ভয়ে চুরি করিয়া তোমরা আসিতে আমার সহিত দেখা করিতে, ছেলেধরার ভয়ে অভিভাবকেরা তোমাদের রাখিতে চাহিতেন আঁচলে ঘিরিয়া গামোছায় বাঁধিয়া আটক করিয়া। সেই সময়কার শত শত রোমাঞ্চকর কাহিনী কি তোমাদের স্মৃতির অতলে ডুবিয়া মরিয়া গেল? সেই অতীতের এককণা স্মৃতিরেখাও কি মনের কোণে বাঁচিয়া নাই?

পাহাড় অঞ্চলে কাজ করিবার কালে আমি সাধনাকে নিয়া গিয়া দেখিয়াছি যে, ইহারও শুভফল কম নহে। সাধনা পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গে এত সহজ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ফিরিয়া আসিবার কালে তাহারা "দিদি" বলিয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে। কেহ কাহারও ভাষা জানে না, কেহ কাহারও-কথা বোঝে না, তবু কি আশ্চর্য্য ভাবে তাহারা প্রাণের প্রীতি স্থাপন করিয়া লইয়াছে। এই কারণে আমি ইহাও মনে করি যে, পুরুষ অভিযাত্রী দলের সহিত বন পাহাড়ে চলিতে গেলে যিনি নিজের সম্মান-সম্ভ্রম নিজের মহনীয় চরিত্রের বলে রক্ষা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্যা হইবেন,

এমন দুই একজন মহিলা-কর্ম্মীও অভিযাত্রী দলের সহিত থাকিলে ভাল। কিন্তু ইহারও ভালমন্দ উভয়বিধ সম্ভাবনীয়তার দিক্ চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

আরও একটা দিক লক্ষ্য করিতে হইবে। কেহ কেহ পাহাড় পর্ব্বতে কাজ করিতে যাইবার সময়ে বেশ একটা আধ্যাত্মিক আগ্রহ নিয়া অগ্রসর হয় এবং দুই চারিবার যাইবার আসিবার পরে পাহাড়ীদের সহিত নানাবিধ বৈষয়িক আদান-প্রদানের ব্যাপার সৃষ্টি করে। পরে ইহারা লিপ্ত হয় এমন সকল কর্ম্মে যাহার দ্বারা বনবাসী সরল প্রকৃতি সহজবিশ্বাসী জাতিগুলির মনে ধোঁকা লাগিয়া যায়, তাহারা এতদিন যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে সুরু করে।

এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনীয়তা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে।

কেহ কেহ পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে বেশ একটু শ্রদ্ধার আসন পাইবার পরে আস্তে আস্তে এক একজন করিয়া ক্ষুদে গোঁসাই হইয়া যায়। বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও ভিতরে ভিতরে একটা অদ্ভুত রকমের গোঁসাইগিরি আসিয়া তাহাদের মধ্যে ঠাঁই পায়। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় কর্ম্মীরা যতই গুণবান হউক না কেন, সঙ্ঘের ইহারা ভিত্তিনাশক এবং সাঙ্ঘিক অভিযানে সহযোগী রূপে গৃহীত হইবার ইহারা অযোগ্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

ধানবাদ
১১ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, চ-র পত্রে তোমার পুত্র-বিয়োগের সংবাদ জানিয়াছি। অকালমৃত্যু বড়ই শোকাবহ ব্যাপার। কিন্তু এই বালক ছিল তোমার একমাত্র পুত্র, বিধবার একমাত্র সম্বল। তাই এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপারের শোকাবহতার কোনও তুলনা হয় না। তোমার পুত্রকে আমি আমার স্নেহের বক্ষে টানিয়া নিয়াছি, এই বিশ্বাসে বলবতী হইয়া সকল শোক তুমি ভুলিয়াছ,—এই সংবাদে চতুর্দ্দিকে বিস্ময় জাগিয়াছে, দশ দিক হইতে ভক্তি-পুলকিত শ্রদ্ধা তোমার পানে ছুটিয়াছে।

তোমার পরবর্ত্তী কাজ আরও অসাধারণ। অখণ্ড-মতে হরিওঁ কীর্ত্তনে ও সমবেত উপাসনার দ্বারা পুত্রের শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া তুমি বন-পাহাড়ে ছুটিয়াছ অজ্ঞান আদিবাসীদের মধ্যে হরিনাম বিলাইতে, ধর্ম্মের বার্ত্তা শুনাইতে, নূতন জাগরণ সম্পাদন করিতে। এ সংবাদে আশ্চর্য্যবোধ না করিবে, এমন মানুষ নাই। কিন্তু মহাশক্তির জাগ্রত প্রতীক তোমরা, তোমাদের কাছে আমি ইহাই প্রত্যাশা করি। মহান্ আশ্বাস ও মহৎ কর্ত্তব্য তোমাকে শোক ভুলাইয়াছে, তুমি যে মা স্বয়ং মহাদেবী জগদীশ্বরী। তুমি নিখিল জগতের সম্মানের বস্তু, পূজার পাত্র। পাহাড়ীদের মধ্যেও কত মাতার পুত্রশোক হয়। অকালমৃত্যু পাহাড়ে ভয়াবহ। তুমি মা

সান্ত্বনার সাক্ষাৎ বিগ্রহ-স্বরূপিণী হইয়া সেই সকল শোকাকুলা মায়েদের সম্মুখে যাও। তাহাদের ডাকিয়া বল,—পুত্রশোক ভোলা যায়, এই দেখ আমি পুত্রশোক ভুলিয়াছি, আমি যে পথে চলিয়া হইয়াছি বিগতশোক, এস তোমরা সেই পথের অনুসরণ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

ধানবাদ

১১ই চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু :—

স্নেহের বাবা—, যে নির্ভর করে, সে নির্ভয় হয়। তুমি নির্ভর করিয়া নির্ভয় হও। তোমার রসনা, লেখনী সব কিছুতে আমি থাকিতে পারি, যদি তুমি তোমার হৃদয়ে আমাকে রাখিতে পার। তুমি চেষ্টা করিয়া আমাকে হৃদয়ে রাখ, আমি সর্ব্বশক্তি দিয়া তোমার লেখনী ও রসনায় আত্মপ্রকাশ করিব। পাইতে হইলে দিতে হয়, নিজেকে দান করিয়া ফেলিয়া নিখিল বিশ্বের অধিপ হইতে হয়। জোর করিয়া কেহ কাহাকেও পাইতে পারে না। নিজেকে দাও, আমাকে পাইবে, আমার প্রভু পরমেশ্বরকে পাইবে, তাঁর সৃষ্ট নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পাইবে।

একদিন আমি কিশোর ও যুবক-সমাজের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আজও আমি তাহাদের মধ্যে নিজেকে খুঁজি। তুমিও একবার চেষ্টা করিয়া দেখনা বাবা, তাহাদের মধ্যে আমাকে

(৩০)

হরি-ওঁ

ধানবাদ
১১ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

পাও কি না। আমি ত' দেখিতে চাহি যে, তুমি ইহাদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ।

বিশ, পঁচিশ বা ত্রিশ বছর পূর্ব্বেকার তরুণ-সমাজ আজ নাই। আজ ইহাদের চেতনার ঢং বদলাইয়াছে, ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহারা অত্যধিক ব্যক্তি-সচেতন হইয়াছে এবং অপরের প্রভাব হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিবার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে গেলেই ইহারা সন্দেহ করিয়া বসে, কোন্ দলের লোকেরা আসিয়া জানি বিবেকের কণ্ঠে লোহার শিকল পরাইয়া দিল। তবু ইহাদের মধ্যে যাইতে হইবে, তোমার জীবনের সকল সচ্চিন্তা ও মহদনুভূতির অংশীদার ইহাদিগকে করিতে হইবে।

চারিটী বৎসর ধরিয়া এই সুযোগ তোমার নিকটে অবারিত ছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু হতাশ হইলে চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ ধানবাদ

১১ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অপরিচিত হইয়াও এবং অত দূরে থাকিয়াও তুমি আমার ভাব ও আদর্শের সহিত এমন নিগূঢ় পরিচয় স্থাপন করিয়াছ জানিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চিরকালের জন্য দুঃখনিশা চলিবে, এমন কখনও হইতে পারে না। যে যে অসম্পূর্ণতার জন্য তোমার স্বামী তোমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন, তুমি তোমার সর্ব্বশক্তি দিয়া সেই সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেল। স্বামীর স্বভাবে কোথায় কোন দোষ, তাহা আবিষ্কারের দিকে দৃষ্টি দিও না। তুমি নিজে যদি তাহার নিকটে লোভনীয়া হইয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে বিনা চেষ্টায় তুমি তাহার সকল দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে। তুমি তোমার অপরিমিত শক্তিতে এবং সম্ভাবনায় বিশ্বাস কর। আত্মপ্রত্যয়ী হও এবং ভগবানে বিশ্বাস কর। নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে, ভগবান তাহাকে হাতে ধরিয়া গড়িয়া দেন। তুমি ভগবদ্ বিশ্বাস হারাইও না।

অনেকে আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাসকে পরস্পর-বিরোধী জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু উহা তাহাদের ভ্রম।

স্বামীকে বশ করিবার একটী বিদ্যা আছে। সেই বিদ্যাটীর নাম প্রেম। সত্য সত্য ভালবাসা আসিলে ভালবাসার জনকে রূপান্তরিত করা যায়। প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু প্রেমের মধ্যে কোনও স্বার্থ নাই। প্রেমে স্বার্থ থাকিলেই তাহা কাম হইয়া যায়। কামের প্রভাবে কেহ কাহারও জীবনে যুগান্তর আনিতে পারে না, তাহা আসে শুধু প্রেমের প্রভাবে। প্রেম অসীম ধৈর্য্যশক্তি দান করে, প্রেম

দান করে ত্যাগ। কাম করে চঞ্চল এবং নিয়া আসে ভোগের সহিত দুর্ভোগকে। তুমি মা প্রেমিক হও, তোমার সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। এতদিন তিল তিল করিয়া যে অগ্রসর হইয়াছ, তাহা হইয়াছ মা প্রেমের প্রভাবে। এতদিন তূষানল সহিয়াও যে ধৈর্য্য ধরিয়াছ, তাহা সম্ভব হইয়াছে প্রেমের বলে। প্রেমের বল মহাবল। প্রেমের বলেই তুমি তোমার জীবনের অসমাপ্ত ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করিবে। প্রেমের বলেই তোমার চিরকালের অনাদরকারী স্বামী প্রাণপ্রিয় ও প্রিয়াপ্রাণ দয়িতে পরিণত হইবেন। নিষ্কাম, নিষ্পাপ, পূতিগন্ধবর্জ্জিত তোমার আদর্শ ভালবাসা তোমাকে, তোমার স্বামীকে, তোমার পরিজন-বর্গকে নিত্যশান্তির নিকেতনে প্রবেশাধিকার দিক্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * এই অঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট নরনারীদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এই সময়ে সুস্পষ্ট। ইহাদিগকে কাজ দিতে হইবে, কাজের মধ্য দিয়া অন্ন যোগাইতে হইবে, ইহাদিগকে না খাইয়া মরিয়া যাইতে দিতে পারিব না। তাই আমি অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেও ছুটিয়া আসিয়াছি। উনচল্লিশ বিঘা জমি

দান করে ত্যাগ। কাম করে চঞ্চল এবং নিয়া আসে ভোগের সহিত দুর্ভোগকে। তুমি মা প্রেমিক হও, তোমার সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। এতদিন তিল তিল করিয়া যে অগ্রসর হইয়াছ, তাহা হইয়াছ মা প্রেমের প্রভাবে। এতদিন তুষানল সহিয়াও যে ধৈর্য্য ধরিয়াছ, তাহা সম্ভব হইয়াছে প্রেমের বলে। প্রেমের বল মহাবল। প্রেমের বলেই তুমি তোমার জীবনের অসমাপ্ত ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করিবে। প্রেমের বলেই তোমার চিরকালের অনাদরকারী স্বামী প্রাণপ্রিয় ও প্রিয়াপ্রাণ দয়িতে পরিণত হইবেন। নিষ্কাম, নিষ্পাপ, পূতিগন্ধবর্জ্জিত তোমার আদর্শ ভালবাসা তোমাকে, তোমার স্বামীকে, তোমার পরিজন-বর্গকে নিত্যশান্তির নিকেতনে প্রবেশাধিকার দিক্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * এই অঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট নরনারীদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এই সময়ে সুস্পষ্ট। ইহাদিগকে কাজ দিতে হইবে, কাজের মধ্য দিয়া অন্ন যোগাইতে হইবে, ইহাদিগকে না খাইয়া মরিয়া যাইতে দিতে পারিব না। তাই আমি অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেও ছুটিয়া আসিয়াছি। ঊনচল্লিশ বিঘা জমি

মর্গেজ দিয়া মাত্র আড়াই হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তাহা দিয়াই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের কাজে লাগাইয়া দিয়াছি। মানভূমের এই কাঠফাটা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত হাঁচিতে হাঁচিতে আর কাসিতে কাসিতে কাজ সুরু করাইয়াছি। শরীর ঐ রৌদ্রে তিষ্ঠিতে চাহে নাই কিন্তু ঘরে আসিতেও পারিলাম না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্রে দগ্ধ হইতে আনন্দ বোধ হইল।

এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহিরের কাজ থামিয়া গিয়াছে। অন্তরে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, জগতের কত জনের জন্য কত কাজই হয়ত করিতে পারিতাম কিন্তু পারি নাই। বাহু দুইটাকে আমার অবসর কখনই দেই নাই কিন্তু এই যুগে একাকী কোন্ কাজ সুসাধ্য? তোমাদের বাহুগুলির প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। অভিপ্রায় ছিল, তোমাদেরও বাহু কাজে লাগিবে। কিন্তু লাগিল কৈ? ধর্ম্মকথা শুনিতে তোমরা দলে দলে ছুটিয়া আস কিন্তু কাজের কথা শুনিলেই ত' ভয়ে পলায়ন কর। কাজে তোমাদের পাইলাম কৈ? আগাইয়া যাহারা আসিলে, তাহারা কত জনে কত মধুচ্ছন্দী কথাই না কহিলে, কিন্তু কথামত কাজ ধরিলে কৈ? তাই কোথাও কোনও কাজ হইল না। হুজুগ হইল, হৈ-চৈ হইল, কত আলাপ হইল, আলোচনা হইল, কত বৈঠক বসিল, কত পরামর্শ চলিল, কিন্তু হইল না কাজ, চলিল না চেষ্টা। কাজের বেলায় তোমরা প্রায় সকলেই বড় শিথিল, বড় অলস। কথার সময়ে দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন নিয়া তোমাদের কত সতর্কতা, পদ্যের বাঁধুনি, গদ্যের গাঁথুনি, ছন্দের

নিক্কণিত ঝঙ্কার সব অক্ষরে অক্ষরে মিত্রায়িত হইয়া চলে, কেবল কাজের বেলাই হাত চলে না, পা চলে না, চোখ চলে না, মন চলে না, কবিতা কর্ম্মে চিত্রায়িত হয় না।

মুখসর্ব্বস্ব হইলে ত' বাবা ইহাই হইবে!

বড় বড় আশ্বাসের কথা যত বেশী শুনিতে পাইয়াছি, বড় বড় আশাভঙ্গও ততই বেশী হইয়াছে। জগতের কল্যাণের জন্যই ত' তোমাদের চাহিয়াছিলাম। আজ কি আমাকে বলিতে হইবে,—না বাবা, আর তোমাদের কাহাকেও চাহি না?

এই বিষয় নিয়া আমি বড়ই ভাবিতেছি, তোমাদেরও ভাবিতে হইবে। কোথায় তোমাদের সেই প্রাণময় প্রেম, যাহা জগতের কুশলে আত্মাহুতি দিতে দেয় অফুরন্ত প্রেরণা যাহা জগজন-মঙ্গল-কাজে লাগিয়া যাইবার জন্য জাগৃতির করে আহ্বান?

"কাজ করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়াছ কিন্তু কাজ খুঁজিতেই যে হয়রাণ হইয়া যাইতেছ। নূতন নূতন গুরু-ভ্রাতা ও গুরু-ভগিনী সংগ্রহ তোমাদের কাজ নহে, একথা দীক্ষার দিনই তোমাদের বলিয়া দিয়াছি। একথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে আমার কদাচিৎই ভুল হইয়া থাকে। একথা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলিয়া দেওয়া আমি আমার অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আমার কাছ হইতে দীক্ষা তোমরা নিয়াছ জগৎকল্যাণ সাধনের জন্য, আমার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য নয়। কিন্তু যখনই তোমাদের কাজে নামিতে বলিয়াছি, তখনই তোমরা কি নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইহাই ভাবিয়া নিয়াছ যে,

তোমাদিগকে এখন আমার জন্য নূতন নতূন শিষ্য-সংগ্রহের কাজে নামিতে হইবে? তারই জন্য কি তোমাদের হিসাবে ভুল হইয়া গিয়াছে? জগতে আজ মানুষ-বৃদ্ধির প্রয়োজন, আমার শিষ্যবৃদ্ধির প্রয়োজন কিছু নাই। আমার শিষ্য না হইয়াও জগতে কোটি কোটি মানব-মানবী পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে চলিতে শিখুক, আমার কাম্য ইহা। আমার কাছে মন্ত্র নিল না, উপদেশ চাহিল না, আশীর্ব্বাদ যাজ্ঞা করিল না, অথচ আমি জগতের মানুষকে যে মুর্ত্তিতে দেখিতে চাহিয়াছি, সেই অপরূপ বিভূতিতে বিভূষিত হইয়া সে বিশ্বের বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, এমন মানুষই ত' আমার আসল শিষ্য। ইহাদের জন্যই ত' আমি দিন-যামিনী প্রতীক্ষা করিয়া চলিয়াছি।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন-মত জন-সমাজে নিজেদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছ। ইহার ফলে কেহ কেহ নিজেদিগকে "ছোট স্বরূপানন্দ", কেহ কেহ নিজেদিগকে 'স্থানীয় স্বরূপানন্দ" বলিয়া আখ্যাত হইতে আনন্দও অনুভব করিতেছ। কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, এই সকল বালসুলভ চপলতার মধ্য দিয়া জীবনের সার্থকতা আসে না। আমার সন্তান বলিয়া আত্ম-পরিচয়-দিবার মধ্যে সত্য সত্য গৌরব ত' তোমার তখন, যখন আমার আদর্শের সেবায় তোমাকে কায়মনোবাক্যে লাগিয়া যাইতে লোকেরা দেখিবে। কাজের বেলায় পিছ-পা হইয়া থাকিবার ফিকির খুঁজিবে আর নিজেকে স্বরূপানন্দের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বাহবা দিবে, ইহা ত' এক অদ্ভুত অবস্থা। তোমাদের মধ্যে আমি যে

আমার প্রতিচ্ছবি দেখিতে চাহি নাই, তাহা নহে কিন্তু সেই প্রতিচ্ছবি ত' ফুটিয়া ওঠে ত্যাগ, সেবা, সংযম ও প্রেমের ভিতর দিয়া। অথবা এক কথায় বলিতে গেলে, প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইলেই ত্যাগ প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্য আসিয়া যায়, প্রেমেই হয় শিষ্য-জীবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া ভূমাকে ধরিতে হইলে প্রেম চাই। প্রেম যেখানে নাই, সেখানে জবরদস্তি করিয়া ত' কখনো শুভফল কিছু হয় না।

প্রত্যেক জনপদ, জেলা বা দেশেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট রুচি অনুযায়ী চলিবার মত লোকদের চরম সংখ্যার একটা শেষ সীমারেখা আছে। কেহ হয় ত' বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানে, জেলায় বা দেশে কতগুলি লোক গ্রহণ করিবে, তাহার সম্ভাবনার একটা চূড়ান্ত সীমা আছে। কেহ হয়ত তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কতগুলি লোক এই পথ গ্রহণ করিতে পারে, তাহারও সম্ভাবনার একটা উচ্চতম সংখ্যা আছে। পৃথিবীর সকল লোককে নির্দ্দিষ্ট একটা মতে দীক্ষিত করা অসম্ভব। অন্ততঃপক্ষে সেই সব দেশে ইহা কখনও সম্ভব নহে, যেখানে স্বাধীন চিন্তার সম্মান আছে। ভারত অনাদি যুগ হইতে স্বাধীন চিন্তার প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া আসিয়াছে। এজন্যই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী চার্ব্বাকেরও এদেশে মুনি বলিয়া সম্মান।

এক গ্লাস দুধে কতটা চিনি মিশান সম্ভব, তাহার একটা চূড়ান্ত পরিমাণ আছে। ইহার অতিরিক্ত চিনি ঐটুকু দুধের ভিতরে দিলে সে আর মিশিবে না, তলানি রূপে নীচে পড়িয়া থাকিবে। এক বাটি

জলে কতটা লবণ মিশান চলিবে, তাহারও একটা উচ্চতম পরিমাণ আছে। তাহার অধিক লবণ ঐ জলটুকুতে দিলে তাহা আর মিশিবে না, নীচে পড়িয়া থাকিবে। সম্প্রদায়-বিস্তারের ব্যাপারে এই একটা সহজ বৈজ্ঞানিক সত্য সকলের মনে রাখা প্রয়োজন। যত উৎকৃষ্ট মতই আমি প্রচার করিয়া থাকি না কেন, নির্দ্দিষ্ট একটা জনপদে, প্রান্তে বা দেশে এই মত গ্রহণকারীদের একটা চূড়ান্ত সংখ্যা থাকিবেই। সেই চূড়ান্ত সংখ্যা অতিক্রম করিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে আর কেহ আমার মত-পথ গ্রহণ করিবে না। জগতের সকল মানুষের মনের গঠন একরূপ নহে, সুতরাং জগতের সকল মানুষ একইরূপ রুচিসম্পন্নও হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা নিজ নিজ মত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অতিশয় ব্যাপক ভাবে এবং পরম নিষ্ঠার সহিত প্রচার করিয়া যাইবার পরেও এমন কতকগুলি লোক থাকিয়া যাইবে, যাহারা শূলে দিলেও কাহারও মত গ্রহণ করিবে না, ফাঁসীতে চড়াইলেও না, জীবন্ত অবস্থায় অর্দ্ধশরীর মাটিতে পুতিয়া ফেলিয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইলেও না। এমন বেয়াড়া লোক কতকগুলি পৃথিবীতে থাকিবেই।

সুতরাং আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই হউক বা অন্য কাহারও সম্প্রদায়ই হউক, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া বিরাজ করিবে, ইহার ঐতিহাসিক সম্ভাবনীয়তা নাই। আরব, তুরস্ক বা পারস্যে একদা সর্ব্বাত্মক ভাবে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই এমন কথা সুনিশ্চিত রূপে ধরিয়া লইবার কোনও

মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত কারণ নাই যে, একদা সেখানে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি ধর্ম্মেরও প্রসার হইবে না। ভৌগোলিক পরিবেশ এক একটা দেশের জনগণের মধ্যে এক একটা মেজাজ স্বাভাবিক করিয়া দিবার ফলে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া এক একটা ধর্ম্ম এক এক দেশের জনগণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বিধায় এক এক দেশে এক একটা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অনুসরণকারীদের সংখ্যাধিক্য থাকিতে পারে বটে কিন্তু আইন যদি মানুষের স্বাধীন পন্থানুসরণের বাধা না হয়, তাহা হইলে আরব, তুরস্ক, পারস্য, মিশর, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে ইসলামধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কমিয়া অন্যতর ধর্ম্মাবলম্বীদের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। অথবা বলিবে যে তাহা হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। ভারতবর্ষেও ইসলাম-ধর্ম্ম বিপুল প্রসার পাইয়াছে কিন্তু বহু মুসলমান আবার খৃষ্টানও হইয়া যাইতেছে, খৃষ্টান-সন্তান কত শ্বেতাঙ্গ আবার এই ভারতে আসিয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতেছে। এইভাবে ধর্ম্মের রূপান্তর এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহাকে রুখিয়া রাখিবার উপায় নাই। রুখিতে যাওয়া পাগলামিও বটে। মুসলমানদের মত স্ব-সম্প্রদায় বিস্তারের সর্ব্বজনীন আগ্রহ জগতে বোধ হয় অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নাই। কিন্তু তাঁহাদের সাত শত বৎসরের বাদশাহীর কালেও তাঁহারা সমগ্র ভারতকে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানদের স্বধর্ম্মবিস্তারের আগ্রহ এমন সংঘবদ্ধ ও ধন-সম্পদ-সমৃদ্ধ রূপ নিয়াছে যে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ এমন কোনও দেশ নাই, যেখানে

খৃষ্টান মিশনারীরা কাজ না করিতেছেন। সম্প্রতি জনরব উঠিয়াছে যে, রাশিয়া বা আমেরিকা মহাশূন্যে নকল চাঁদ পাঠাইতে পাঠাইতে হঠাৎ একদিন মঙ্গলগ্রহে বা বৃহস্পতিগ্রহে যাতাযাতের রাস্তা খুঁজিয়া পাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে রোমের ক্যাথলিক ফাদাররা সর্ব্বপ্রথম গ্রহান্তর-যাত্রীদের সঙ্গে সেই নূতন গ্রহে প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রেরণের জন্য তৈরী হইতেছেন। গত রবিবারের ষ্টেটস্ম্যানে এ সংবাদ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। এমন যাঁহাদের স্বধর্ম্ম-প্রচারে উদ্যোগ, তাঁহারাও কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের সম্ভাবনা রোধ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই।

ইহাই যেখানে অবস্থা, সেখানে একই হিন্দুর ঘরে পঁচিশ পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানে পরপর চারিজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া চারিটী সম্প্রদায় পত্তন করিলেন, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যরা মনে মনে আশা পোষণ করিতে লাগিলেন,—“ভারতের সকল হিন্দুগুলিকে আমাদেরই সম্প্রদায়ের শিষ্য করিয়া ফেলিব, অন্য সম্প্রদায়ের চাল-চুলা সব লোপ করিয়া ফেলিব”,—ইহা কি যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান-সঙ্গত? ভাবা উচিত,—“আমাদের যাহা ভাব ও আদর্শ, তাহার প্রতি স্বাভাবিক ভাবে শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনদিগকে আমরা টানিয়া আনিব আমাদের সঙ্ঘে এবং অপরাপরেরা ভিন্নতর সঙ্ঘের আনুগত্য করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিলেও আমরা সকলেই একই পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরস্পরের প্রতি হইব প্রেমশীল, স্নেহপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান।”

সম্প্রদায়-বুদ্ধির অত্যুগ্র অন্ধতা মানুষকে মানুষের পর করিয়া

ফেলে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে শত্রু বলিয়া বিভ্রম জন্মায়, বৃথা সংঘর্ষে রত হইতে প্ররোচনা দেয়। এই জন্যই আমি চিরকাল তোমাদের বলিয়াছি,—“তোমরা মানুষ হও, ইহাই সব চেয়ে বড় কথা”।

এক একটা সম্প্রদায় এক একটা মন্ত্রকে মূল করিয়া এক একটা মহাবাক্যকে আদর্শ ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। কোনও সম্প্রদায়ের মূল-মন্ত্র হয় ত' অপার্থিব জীবন-যাপনকারী সাধক-দম্পতীর নামকে কেন্দ্র করিয়া, কোনও সম্প্রদায় হয় ত' শ্রীভগবানের নামকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু যে নামটী সকল নামকে নিজের ভিতরে স্থিত বলিয়া স্বীকার করে, সেই নামকে আমি আমার সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। জগতের সকল সম্প্রদায় যে আমার এবং আমি যে সকল সম্প্রদায়ের, এই বোধের উপরেই ইহার ভিত্তি। জগতের সকল সম্প্রদায় আমারই পরমদয়িতের অর্চ্চনা করিতেছে এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধির ভিতর দিয়া আমারই প্রভুর আরতির প্রদীপ জ্বলিতেছে, এই বিশ্বাস ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গী। কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধিতে আমার চিত্ত অসুখী হইবে না, হইতে পারে না।

সম্প্রদায় আমি চাহি নাই কিন্তু সম্প্রদায় একটা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার চিন্তা এবং ধ্যান গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করে নাই বলিয়াই ইহা একটা নূতন সম্প্রদায়ের রূপ ধরিয়াছে। ইহার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে, মহিমাও আছে। সমভাবের ভাবুকেরা বিনা আমন্ত্রণে ইহাতে আসিয়া যুক্ত হইতেছেন।

এই পর্য্যন্ত সবই ভাল। কিন্তু তোমরা অনেকে হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া এই পবিত্র সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ। সঙ্ঘভুক্ত হইবার পরে কেবল একটা মিথ্যা আত্ম-প্রসাদই লাভ করিয়াছ, প্রকৃত সঙ্ঘী হইতে চেষ্টা কর নাই। সঙ্ঘের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যগুলি স্মরণ কর নাই। ব্যক্তিগত খেয়াল এবং খুশীকে বেদবাণীবৎ অকাট্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া তোমার সমসঙ্ঘীদিগকে সেই মতে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছ। ইহার কুফলে কেবল হুজুগাকৃষ্টেরাই আসিয়া তোমাদের সঙ্ঘপরিপুষ্টির ভান করিতেছে, পরন্তু সঙ্ঘ হইতে নিজেদিগকে পৃথক্ না ভাবিয়া সঙ্ঘের সহিত নিজেদিগকে অভিন্ন জানিয়া সঙ্ঘের বিকাশের ভিতর দিয়া আত্মোন্নতি এবং আত্মোন্নতির ভিতর দিয়া সঙ্ঘের বিকাশ কাহারও লক্ষ্যের বিষয় হয় নাই।

এক একটা ব্যাপারের দুর্ব্বলতা তোমাদের প্রত্যেকটী বিজয় অভিযানকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। তোমাদের এই মৌলিক দুর্ব্বলতা সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখায় রক্তদুষ্টি রোগের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমাদের এই আসল দুর্ব্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য তোমরা কপট আনুগত্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির শরণ লইয়া নিজেদিগকে আরও অধিকতর অবনমিত করিয়া দিতেছ। অপরাপর সঙ্ঘের কর্ম্মীরা বা অনুবর্ত্তীরা আর পাঁচটা দিক দিয়া নিকৃষ্ট হইয়াও এই একটা দিক দিয়া তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অকারণ সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া তোমাদের সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্রকে নিঃশক্তি করিয়া দিবার দুরাশা পোষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। প্রাণহীন তোমরা নহ, কিন্তু তোমরা প্রেমহীন।

ধৃতং প্রেম্না

একমাত্র প্রেমবস্তুর অভাবে তোমরা হৈ-চৈ-পরায়ণ, অত্যাগী, অদাতা এবং ঐক্যহীন। প্রেমহীন বলিয়াই তোমাদের প্রাণের পরিচয় অতি অল্প স্থলেই পাওয়া যাইতেছে, প্রাণের প্রসারও অতি সামান্যই ঘটিতেছে।

কথাগুলি প্রত্যেকে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৩।১২।৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকেই আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি বহু যুগ ধরিয়া ভগবান আশুতোষের আরাধনা করিয়া একদিন শিবঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইল। শিবঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বর চাও? যাহা চাহ তাহাই তোমাকে দিব।" বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তি ভাবিল, কি জানি, শিবঠাকুর যদি কোনও অসাধারণ প্রার্থিতের সম্পর্কে আবার আপত্তি করিয়া বসেন, তবে ত' বিপদ হইবে। সুতরাং কল্পতরুর কাছে গিয়া যাহা চাহিবার চাহিব। শিবঠাকুর বলিলেন,—"কি হে, চুপ করিয়া আছ যে?" দরিদ্র

একমাত্র প্রেমবস্তুর অভাবে তোমরা হৈ-চৈ-পরায়ণ, অত্যাগী, অদাতা এবং ঐক্যহীন। প্রেমহীন বলিয়াই তোমাদের প্রাণের পরিচয় অতি অল্প স্থলেই পাওয়া যাইতেছে, প্রাণের প্রসারও অতি সামান্যই ঘটিতেছে।

কথাগুলি প্রত্যেকে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৩।১২।৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকেই আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি বহু যুগ ধরিয়া ভগবান আশুতোষের আরাধনা করিয়া একদিন শিবঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইল। শিবঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বর চাও? যাহা চাহ তাহাই তোমাকে দিব।" বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তি ভাবিল, কি জানি, শিবঠাকুর যদি কোনও অসাধারণ প্রার্থিতের সম্পর্কে আবার আপত্তি করিয়া বসেন, তবে ত' বিপদ হইবে। সুতরাং কল্পতরুর কাছে গিয়া যাহা চাহিবার চাহিব। শিবঠাকুর বলিলেন,—"কি হে, চুপ করিয়া আছ যে?" দরিদ্র

কহিল,—"যদি দয়া করিয়া আমাকে কল্পবৃক্ষের কাছে পৌঁছাইয়া দেন, তবেই আমার আশা পূর্ণ হইবে।" শিবঠাকুর বলিলেন,—"তথাস্তু।"

দেখিতে না দেখিতে দরিদ্র ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের তলায় পৌঁছিল। উপরের তাকাইয়া দেখিল, প্রতি পত্রে, প্রতি বৃন্তে, প্রতি পল্লবে, প্রতি কিশলয়ে জগতের যত লোভনীয়, প্রার্থনীয়, পরম-সুখ-সম্ভোগ্য সামগ্রী সমূহ ঝুলিতেছে। মুখ ফুটিয়া চাহিতেও হইবে না, একবার চখের ইঙ্গিত করিলেই হয়।

কিন্তু তবু সে কিছু চাহিল না।

কল্পবৃক্ষ গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হে দরিদ্র, কি তুমি চাহ, তাহা বল।" দরিদ্র হাতজোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"হে প্রভু কল্পদানী, এত ঐশ্বর্য্য-সম্ভাবনার মধ্যে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রত্ব চাহিব না চন্দ্রত্ব চাহিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই প্রার্থনা, দয়া করিয়া আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিন, আগে আমি যেখানে ছিলাম।"

কল্পবৃক্ষ বলিলেন,—"তথাস্তু"। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র তাহার নিজের স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু শিবঠাকুর ত' আর ততক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া নাই। দরিদ্র ডাকিতে লাগিল,—"হে মহাদেব, হে আশুতোষ, হে চন্দ্রমৌলী, আমার প্রার্থনা পূরণ কর।"

দৈববাণী হইল,—"রে মূর্খ, তোর যে-কোনও প্রার্থনা পূরণের জন্য ত' প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিজেরই ত' অভিলাষে তুই যেখানে ছিলি, সেখানেই ফিরিয়া আসিলি। এখন আমার আর কি করিবার আছে?"

গল্পটা নিতান্তই গল্প কিন্তু একেবারেই গল্প নহে। ইহার মধ্যেও রহস্য কিছু আছে। সেইটুকু বুঝিবার চেষ্টা কর।

"পৃথিবীর সকল মানুষের কাণে আমরা পরমপ্রভুর অমৃতবাণী শুনাইব," এই ছিল যাহাদের পণ, তাহারা ঘরে বসিয়া বসিয়া কেবল প্রতিজ্ঞাই করিল,—"শুনাইব, নিশ্চয়ই শুনাইব, না শুনাইয়া ছাড়িব না", কিন্তু কার্য্যকালে নিজেরাই শুধু নিজেদের কথা শুনিল, আর কাহারও কর্ণকূহরে তাহা প্রবেশ করিল না। ফলে, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমরা যে যেখানে ছিলে, ঠিক সেইখানেই আজও রহিয়া গিয়াছ। এক কণাও অগ্রসর হও নাই।

জীবনের মূল্যবান্ দুইটী বৎসর তোমাদের ব্যর্থ হইয়া চলিয়া গেল, জীবনের সাত শত ত্রিশটী সূর্য্যোদয় আর সাত শত ত্রিশটী সূর্য্যাস্ত তোমাদের পক্ষে মিথ্যা হইয়া রহিল।

ভাবিয়া ভিতরে একটুকুও অনুতাপ হইয়াছে কি?

মনুষ্য-জীবন বৃথা যাইবার জন্য নয়। এজন্যই প্রতি সূর্য্যাস্তের নিরাশার পরে আশার অরুণে পুলকিত-তনু প্রভাত-ভানুর উদয় হয়।

তোমরা নিরাশ হইয়াছ কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩।১২।৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা আমাকে অকল্পনীয় আনন্দ দিয়াছে। দুঃখের চূড়ান্ত অভিঘাতের মধ্যে পড়িয়াও তুমি নিয়ত সঙ্কল্প করিতেছ যে, ভগবানের নাম তুমি ছাড়িবে না, তোমার এই দৃঢ়তা তোমাকে নমস্যা করিয়াছে। তুমি ধন্য যে, নামে তোমার অপার্থিব অনুরাগ জন্মিয়াছে। নামে যার রুচি আসিয়াছে, জীবনের অর্দ্ধেক সফলতা তাহার আসিয়া গিয়াছে।

নামে বিশ্বাস ব্যতীত নামে রুচি আসে না। নামে বিশ্বাস আনিবার জন্য তাহার অনুকূল পরিবেশে বাস করিতে হয়, তদুচিত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়।

এই জন্যই বংশে একটা নাস্তিক জন্মিলে আমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন।

নাস্তিকেরও এদেশে সম্মানের অভাব নাই। এক জন নাস্তিক যদি সত্য সত্য নিজ অনুভূতির দিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তবে তাহাকেও ঋষি বা পরমর্ষি বলিয়া সম্মান দিতে এদেশের লোকের কুণ্ঠা নাই। কারণ, এদেশের লোক এই সত্যকে স্বীকার করে যে, আস্তিক বা নাস্তিক, যে যাহাই হউক, সে যদি নিজের অন্তরের অনুভূতিলব্ধ আলোক সম্বল করিয়া অকপটে নিজ

পথ চলে, তবে সে একদিন না একদিন পরম সত্যে পৌছিবেই পৌছিবে। তথাপি, নিজ বংশে নাস্তিক কেহ জন্মিলে বংশের সকলে উদ্বিগ্ন হয়। কারণ, এই একটী নাস্তিকের দ্বারা বিশ্বাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাইবে। বিশ্বাসের পাল তুলিয়া যাহারা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নির্ভয়ে পাড়ি জমাইয়াছে, তাহাদের পালে হঠাৎ ছিদ্র জন্মিবে বা পালের দড়িতে মুষিক পড়িবে।

তুমিও তোমার বিশ্বাসকে অটুট, অক্ষত, অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গ কর।

"জয়গুরু" বলিয়া যত জনে ধ্বনি দিতেছে, তাহারা প্রতিজনেই যে বিশ্বাসী, তাহা মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না। বিশ্বাসীর জীবনে কপটতা থাকে না, ফন্দীবাজী থাকে না, ফাঁকিবাজীর রুচি, ঠকামির অভিরুচি তাহার থাকে না। কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ জলের যেমন তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়, বিশ্বাসী হৃদয়ের তেমন তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগম্য হয়। বিশ্বাসীর সংসর্গে মনের অকারণ সন্দিগ্ধতা ও সংশয়পরায়ণতা দূর হইয়া যায়। যে বিশ্বাসী, তার কর্ম্মে, বাক্যে, আচরণে তোমার মনের বিশ্বাস হইবে উৎফুল্ল, উচ্ছ্বসিত ও প্রগাঢ়।

মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, কারণে অকারণে দীর্ঘশ্বাস আর চখের জল ফেলিয়া করে ভক্তির অপরূপ অভিনয়, চলিয়া যাইবার পরে তোমার হৃদয়ে রাখিয়া যায় ইষ্ট ও মন্ত্রে অবিশ্বাস,—জানিও ইহারা বিশ্বাসী নহে। উপাসনায় বসিয়া সকলকে করে পরিচালন, উপদেশের স্রোতে সকলের ব্যক্তিত্ব দেয় ভাসাইয়া, ভাল ভাল কথা

কহিয়া করে মনঃ-প্রাণ হরণ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-মধ্যে শাণিত বাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস করিয়া যায় রোপণ,—ইহারা বিশ্বাসী নহে।

বিশ্বাসীর অভিনয় করিলে লোক-সম্মান পাওয়া যায়। এজন্য কত অবিশ্বাসী বিশ্বাসীর ভান করিয়া বেড়াইতেছে। নিজ নিজ প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য কত জন প্রকাশ্যে তাঁহারই গুণগান করিতেছে, যাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে গোপনে।

ইহারাও বিশ্বাসী নহে।

তোমার অন্তর-প্রভু অন্তরের অন্তর হইয়া বিশ্বাসের আলোকে দেদীপ্যমান তনুতে তোমারই ভিতরে রহিয়াছেন। তাঁহারই সঙ্গ কর মা অনুদিন, অনুক্ষণ, পলে, বিপলে, অনুপলে। দুঃখদৈন্যের ঘন-ঘটা দেখিয়া নিমেষের জন্যও উদ্বিগ্ন হইও না। দুঃখ যতই তীব্র হউক, তোমার নামে নিষ্ঠাকে যেন সে পরাজিত করিতে না পারে। বিশ্বপতির নাম চিরকাল বিশ্ববিজয়ী থাকিবে। তুমি তাঁর নামের ধ্বজা কোনও অবস্থাতেই হস্ত হইতে স্খলিত হইতে দিও না। আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩।১২।৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, কথায় এবং কাজে পার্থক্য কোথায়, তাহা কাজে নামিলে বোঝা যায়। কাজ করিবার আগ পর্য্যন্ত সব কাজই সহজ সাধ্য মনে হয় এবং কেবল কথা কহিতে পারিলেই কাজ হইয়া যাইবে বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু কথার দাপটে সত্য সত্যই দুনিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি যত প্রতিকূল, তত কঠোর কর্ম্ম চাই।

নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সুপরিপক্ক ধারণা না থাকিলে অনেকগুলি বাজে কথার আন্দোলন তুলিয়া কাজে ফাঁকি দিবার একটা নিতান্ত নির্দ্দোষ ভুল মানুষের আছে। জানিয়া শুনিয়া এই ভুল নহে, বুঝিয়া বাঝিয়াও এই ফাঁকি নহে। নিতান্তই পরিস্থিতির তাড়নায় নিজের কর্ত্তব্য সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা মানুষকে দিয়া এই ফাঁকিবাজিটা করাইয়া লয়। ফলে, সে তুচ্ছ কাজে হৈ-চৈ করিয়াই আসল কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে করে।

তোমাদের হাতে যে কাজটা ছিল, তাহার নাম গণ-সংযোগ। যেই জন-সাধারণের কাছে আগে কখনও যাও নাই, তাহাদেরই কাছে গিয়া তোমাদের আদর্শ প্রচার। যেই জন-সাধারণকে তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম-সঙ্ঘের বাহিরের লোক ভাবিয়া কেবলই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছ, তাহাদের অন্তরের দেবতার কাছে মনুষ্যত্ব-সাধনার আবেদন জ্ঞাপন।

যেই জনসাধারণকে লইয়া দশ বৎসর এক সহরে বাস করিয়াও তাহাদের এক জনকেও চিন না, জান না, তাহাদের কাছে যাইয়া নিজেকে আপনার জন বলিয়া ধরা দেওয়া। যেই জন-সাধারণকে অবস্থার বৈগুণ্য বা শিক্ষার অল্পতা কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব বশতঃ এতকাল মানুষ বলিয়াই গণনা কর নাই, তাহাদের কাছে যাইয়া সরল, সহজ, সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া যে, তাহারাও মানুষ।

ইহারই নাম গণ-সংযোগ।

ঝুড়ি ঝুড়ি পত্র লিখিয়া এ কথা তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তবু তোমরা বোঝ নাই।

এবার চোর ত' চলিয়া গিয়াছে, এখন বুদ্ধি বাড়িবে কি? এখনও যদি বুদ্ধি বাড়ে, তবু জগতের কল্যাণ হইবে। কারণ, চোর তোমার কিছু ক্ষতি করিলেও সর্ব্বস্ব-হরণ করিতে পারে নাই।

অগণিত অনাদৃত নরনারীদের মধ্যে যাও সবে ছুটিয়া। গিয়া বল,—"অমৃতের বাণী নিয়া আসিয়াছি, তোমাদের মরণ-রোধ করিব।" যাহাদের কেহ কখনো সমাদর করে নাই, তাহাদের কাছে তোমাদের যাইতে হইবে। ছোটরা যে কেবলই ছোট নহে, তাহাদের ভিতরেও যে বড় হইবার, বড় কাজ করিবার বড় আদর্শকে বুঝিবার যোগ্যতা আছে, ইহা আজ স্বীকার কর। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারাই এত বড় বিরাট সমাজের কাজ হইয়া যাইবে না। সমাজের নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিয়া যাহারা নিজেদের মনুষ্য-সত্তার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল, তাহাদের কাছে তোমার সেবাসিদ্ধ কর-যুগ লইয়া গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

ইহাদিগকে এতকাল জোর করিয়া পরিচয়ের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছিলে। আর তাহা করিলে চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, পরিবারের যে কয়জন বাকী ছিল, এবার আগরতলা গিয়া তাহারা সবাই ত' দীক্ষা নিয়া ফেলিল। অর্থাৎ তোমাদের সমগ্র পরিবারের মত পথ এখন এক হইয়া গেল। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবধারার দ্বারা নানা সংঘাত ও সংশয় সৃষ্টির সম্ভাবনা লোপ পাইল। এখন প্রয়োজন তোমাদের প্রতি জনের উদগ্র একাগ্র একনিষ্ঠ সাধনের। দীক্ষা লইলেই বাবা হইল না। সাধন করিতে হয়। যেমন, জমি বন্দোবস্ত নিলেই হইল না, তাহাতে চাষ-আবাদ চলা চাই। তবে ত' কল্পবৃক্ষে ফল হইবে।

পাসপোর্ট-ভিসার গহন পথ অতিক্রম করিয়া শুধু দীক্ষাটুকু নিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তোমরা গিয়াছিলে। দুই সীমান্তে দুই দল উৎপীড়কের হাতে লাঞ্ছনা সহিয়াও তোমরা বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হও নাই। দীক্ষা তোমাদের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ছিল। দুশ্চর তপস্যা তোমরা দীক্ষা পাইবার জন্যই করিয়াছ।

কিন্তু দীক্ষা পাইবার পরেই ত' তোমাদের আসল তপস্যার সুরু হইল। মন হইতে সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া প্রতি জনে সাধনে মনোনিবেশ কর। হাতের কাজ না ছাড়িয়াও যে ভগবৎ-সাধন করা যায়, সেই কৌশলই ত' আমি তোমাদের শিখাইয়া দিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বহু জনের কর্ত্তব্য কাজ একটী স্কন্ধের উপরে গিয়া পড়িলে হয় সেই স্কন্ধ কর্ম্মভারে নুইয়া পড়ে বা ভাঙ্গে, নতুবা গুরুতর কর্ত্তব্য কাজ অতি লঘুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ক্ষতির দিক দিয়া দুইটাই অসাধারণ ব্যাপার। এই জন্যই কর্ম্মভার বণ্টন করিয়া জনে জনে কিছু কিছু নিয়া অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, অতি কঠিন কাজকে সহজে সুচারুরূপে সম্পাদনের রীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কথাটি তোমার সহকর্ম্মীদের সকলকে বুঝাইয়া বলিও।

একটী বৃহৎ কাজ পার হইলে পুনরায় আর একটী বৃহৎ কাজ হাতের কাছে আসে। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী তরঙ্গ তাহাকে অনুসরণ করে। এই সত্যকে যাহারা স্মরণ রাখে না, তাহারাই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও একটী কার্য্য

সম্পাদন করিয়াই মিথ্যা আত্মপ্রসাদে এলাইয়া পড়ে। আত্মপ্রসাদ যখন মহত্তর কর্ত্তব্যের জন্য তোমাকে করে উদ্যত, তখনই তাহা সার্থক।

যে যতটুকু করিয়াছে, সে যেন ততটুকু হইতেই ভাবী কর্ম্মের জন্য শিক্ষা আহরণের চেষ্টা করে। যে যতটুকু কাজ করিয়াছে, সে যদি ততটুকু অহঙ্কারই মাত্র আহরণ করিতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে ভাবী কাজে সাফল্যের আশা অত্যল্প।

কে বেশী কাজ দেখাইয়াছে আর কে করিয়াছে অতি কম, তাহা নিয়া তুলনামূলক আলোচনায় এক জনেও যেন বৃথা সময়ক্ষেপ না করে। কার ভিতরে নিরহঙ্কার সেবাপ্রাণতা ছিল সকলের চেয়ে বেশী, এইটীই যেন হয় প্রতিজনের লক্ষ্য। সরব দম্ভকারীর আচরণের অনুকরণ তোমরা করিও না, বৃথা-প্রজল্পীদেরও কথায় আমল দিও না। নীরব, যশোলোভহীন, নিরভিমানচিত্ত কর্ম্মীদের তোমরা চিনিতে চেষ্টা কর। তাহাদের দৃষ্টান্তের কর অনুসরণ।

কাপুরুষতা যে তোমাদের কর্ম্মের ক্ষতি করিতেছে, ভীরুতাকে ক্ষমা নাম ধরাইয়া আত্মপ্রতারণা করিলে তাহা দ্বারা যে মানুষ্যত্বের অবমাননা হয়, দুর্ব্বলের ক্ষমাকে যে কেহ ক্ষমার স্বর্গীয় মর্য্যাদা দেয় না, ইহা তোমাদের বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রেমহীন চিত্ত ক্ষমা ও কাপুরুষতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। প্রেমের অভাব যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুবিচারে বিষম বিঘ্ন। বাহিরে লোক-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করা হয়, তাহা প্রতি পদে কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেয়। ক্ষমা মহতের লক্ষণ কিন্তু কাপুরুষের ক্ষমা পশুত্বের লক্ষণ। যাহাতে মহৎ

হইতে পার, তাহার জন্য প্রতি জনে আগে প্রেমিক হও। প্রেমিক না হইলে দরদী হইবে কি করিয়া? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * তোমরা আমাকে তোমাদের ঐ অনাদৃত পল্লীগ্রামে ডাকিয়াছ, ইহাতে কত যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। জীবন ভরিয়াই ত' আমি পল্লীগ্রামকে ভালবাসিয়া আসিতেছি, সহরে আমার রুচিই বা কোথায়, লক্ষ্যই বা কোথায়? কিন্তু জীবন ভরিয়াই যাহাকে কাজ করিতে হয়, সে কখনো সহর কখনো গ্রাম ঘুরিবেই। সহরে আমি প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিটাকে খুঁজিয়া পাই না। গ্রামে গেলে নিজের স্বভাবকে ফিরিয়া পাই। গ্রামের সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রামের বাতাসেই পাই আমি স্বর্গের সন্ধান। গ্রামের মানুষেরা আমার পূজার দেবতা। গ্রামের মাটি আমার তীর্থের রেণু। গ্রামের জল আমার গঙ্গোদক।

তবু এখনই আমি তোমাদের ওখানে আসিতে পারিতেছি না। আসিতে আমার দেরী হইবে। হাজার দিকের কাজ সামলাইয়া আমাকে চলিতে হইতেছে। একদিকের কাজের ক্ষতি করিয়া অন্য

দিকের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপায় নাই। তাই বিলম্ব হইবে।

কিন্তু এই বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হতাশ হইও না। অলসও থাকিও না। আমাতে এবং আমার বাণীতে তফাৎ কি? আমিই কি আমার বাণী হইয়া তোমাদের কাছে ধরা দেই নাই? আমার বাণীর মধ্য দিয়া ছাড়া তোমরা আমাকে চিনিতে, জানিতে পাইতে কি করিয়া? তোমাদের পক্ষে যদি আমার বাণী আমার অভিন্ন সত্তা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের পল্লীবাসী আর দশ জনের পক্ষে তাহা না হইবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। আমি সশরীরে যতদিন না তোমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারিতেছি, ততদিন তোমরা আমার বাণীগুলি নিয়া প্রতিজনের সমক্ষে উপস্থিত হও। একদিন আমার এই দেহ থাকিবে না। এই কণ্ঠ কথা কহিবে না। তথাপি বাণীরূপে আমি মানব-সমাজের সেবা করিবার জন্য বিদ্যমান রহিব। সুতরাং আমার শারীরিক দূরত্ব দেখিয়া নিরুৎসাহ না হইয়া আমার বাণীকে আমার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া তাহাই হাতে লইয়া তোমরা ছোট-বড় সকল নরনারীর নিকটে উপস্থিত হও। সকলের প্রতি প্রেম ও শুভাভিলাষ লইয়া অগ্রসর হইও। দেখিও, প্রত্যাশাতীত শুভফল হইবে। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্ত লইয়া যে হয় কর্ম্মে অগ্রসর, তার কাজ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সম্প্রতি নানা প্রকার ঘটনাবলী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীদিগকে ক্রমশঃ সন্নিহিত করিয়া আনিতেছে। ইহার ফলে তোমাদের ওখানকার মত একটী ক্ষুদ্র গ্রামেও বাঙ্গালী, মাদ্রাজী,

পাঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদিগকে একসঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। ভাষা-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া ইহা একটা সমস্যা বটে, কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া ইহা মোটেই সমস্যা নয়। ভারতের যেই প্রান্তেই যাহার জন্ম হউক, ভাবের দিক দিয়া প্রতিটি ভারত-সন্তানে এমন একটা সর্ব্বজনীনতা বিদ্যমান যে, হাত মুখ ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া যে কোন প্রকারে একটা অভিব্যক্তি দিতে পারিলেই তোমার ভাব অপরের বোধগম্য হইবে। ইহা সত্য বলিয়াই আমরা হিন্দী মারাঠী না জানিয়াও কবীর তুকারামের সদ্ভাবাবলির সহিত অজ্ঞাতসারে পরিচয় স্থাপন করিয়াছি, বাংলা না জানিয়াও চণ্ডীদাস বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবের সহিত লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী মানুষের পরিচয়-স্থাপন হইয়াছে। ভাষার নট্‌খটিকে মোটেই বিপত্তি বলিয়া জ্ঞান করিও না, ভাবের সম্পদই সম্পদ। কোথা হইতে কতটুকু উচ্চ ভাব আয়ত্ত করিতে পার, তাহার ফিকিরে থাক। শুধু আহরণ করিলেই চলিবে না, একেবারে অস্থিমজ্জাগত করিতে হইবে। উচ্চভাবকে ভাবমাত্রেই পর্য্যবসিত থাকিতে না দিয়া তাহাকে তোমার সহিত অভিন্ন সত্তায় পরিণত করিতে হইবে। তারপরে তুমি যাহার কাছে যাইয়া যাহা বলিবে, তাহাতেই সুরু হইবে উদ্দীপনাময় এক নবীন ইতিহাসের কর্ম্মোজ্জ্বল প্রথম অধ্যায়।

তোমরা ওখানে সমভাবের ভাবুক মাত্র পাঁচ জন রহিয়াছ, ইহাতে ভাবনার কিছু নাই। জগতের বড় বড় কাজের সূত্রপাত দুই চারি জনেই করে। প্রয়োজন আদর্শনিষ্ঠা, অনলস কর্ম্ম ও একাগ্রতার।

তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়াই সংকল্প কর যে, অসাধ্য সাধন তোমরা করিবে। অধর্ম্মে, অপধর্ম্মে, অনাচারে, কদাচারে কপটতায় এবং প্রবঞ্চনায় যখন আবহাওয়া দূষিত, তখন দুই চারি জনকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্ধতমসার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিতে হয়। প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ জানিলে কেন মানুষ অধার্ম্মিক থাকিবে? সদ্ধর্ম্মের সন্ধান পাইলে কেন মানুষ অপধর্ম্মে মজিবে? সদাচারের দৃষ্টান্ত দেখিলে কেন মানুষ কদাচারে লিপ্ত হইবে? সততায় যে সন্তোষ এবং তৃপ্তি, একবার তাহার আস্বাদন পাইলে কেন মানুষ প্রতারণার পথে চলিবে? ঘৃত, মাখন, ক্ষীর ও পায়স পাইলে জগতে কে পচা মাংসের ঝোল খাইবে?

মানুষের রুচি বিকৃত হইয়াছে, ইহা সত্য কিন্তু সেই রুচিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার যোগ্যতাও তোমাদের রহিয়াছে। তোমাদের যোগ্যতা যে কতখানি, তাহা তোমরা কাজ করনা বলিয়া বুঝিতে পার না। আজ যাহারা মদ্যপানে আসক্ত, কাল তোমাদেরই চেষ্টায় তাহারা সুরাসক্তি ত্যাগ করিবে। আজ যাহারা ক্ষণিক সুখে প্রমত্ত, তোমাদেরই চেষ্টায় কাল তাহারা জিতেন্দ্রিয় সংযমী পুরুষে পরিণত হইবে। দুরবস্থা যতই চরমে উঠিয়া থাকুক, ইহার পরম প্রতিকার তোমাদেরই হাতে।

তবে এই বিষয়ে তোমাদের আত্মবিশ্বাস আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। অবিলম্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। সহজে যাহাদের মনে দাগ কাটে, তাহাদের আগে ধর।

ছোট ছোট সাফল্য বড় বড় সাফল্যের অগ্রদূত। সহজ সাফল্য কঠিন সাফল্য সমূহের ভিত্তিমূল। কাজে হাত দিয়া প্রথমেই হারিয়া যাওয়া এক নিদারুণ মূর্খতা। সুতরাং সহজ কর্ম্মক্ষেত্রগুলি আগে অধিকার কর, তারপরে কেবল বাড়িতে থাক আর গড়িতে থাক। সহজে যাহাদিগকে ধরা-ছোঁয়ায় পাওয়া যায় না, কাজ করিতে করিতে হাতের কব্জি শক্ত হইলে তাহাদের ধরিবে। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মারাঠী বলিয়া বিভেদ-দৃষ্টির প্রয়োজন নাই। সকল মানুষকে টানিয়া আমরা মহত্ত্বের বেদীমূলে দাঁড় করাইব। জগতে সকলেরই মহৎ হইবার অধিকার আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার বিবাহের সংবাদে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার দাম্পত্য-জীবন নিখিল জগতের কুশল সম্পাদন করুক। দুইটী সামান্য মানুষ বিবাহের দ্বারা মিলিত হইতেছে, বিপুল পৃথিবীর ঘটনাবলির দৃষ্টিতে ইহা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু একদিন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের মাতা ও পিতারা

ছোট ছোট সাফল্য বড় বড় সাফল্যের অগ্রদূত। সহজ সাফল্য কঠিন সাফল্য সমূহের ভিত্তিমূল। কাজে হাত দিয়া প্রথমেই হারিয়া যাওয়া এক নিদারুণ মূর্খতা। সুতরাং সহজ কর্ম্মক্ষেত্রগুলি আগে অধিকার কর, তারপরে কেবল বাড়িতে থাক আর গড়িতে থাক। সহজে যাহাদিগকে ধরা-ছোঁয়ায় পাওয়া যায় না, কাজ করিতে করিতে হাতের কব্জি শক্ত হইলে তাহাদের ধরিবে। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মারাঠী বলিয়া বিভেদ-দৃষ্টির প্রয়োজন নাই। সকল মানুষকে টানিয়া আমরা মহত্ত্বের বেদীমূলে দাঁড় করাইব। জগতে সকলেরই মহৎ হইবার অধিকার আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার বিবাহের সংবাদে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার দাম্পত্য-জীবন নিখিল জগতের কুশল সম্পাদন করুক। দুইটী সামান্য মানুষ বিবাহের দ্বারা মিলিত হইতেছে, বিপুল পৃথিবীর ঘটনাবলির দৃষ্টিতে ইহা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু একদিন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের মাতা ও পিতারা

যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখন কে জানিত যে, ইঁহাদেরই পুত্ররা পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করিবেন? আধুনিক কালের ধর্ম্ম জগতের সুমহান আলোকস্তম্ভ শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামাতারাই কি নিজেদের বিবাহ-কালে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বিবাহের ফল কি হইবে?

তোমরাও তোমাদের বিবাহকে একটা সামান্য ঘটনা মনে করিও না। যে মেয়েটীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে, সে বিবাহের মাত্র সপ্তাহ-খানেক পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়া গেল, ইহাও একটা বিচিত্র সংঘটন। দীক্ষা পাইবার আগে সে তোমার সন্নিহিত হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহার বিবাহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমিও বিবাহটীকে লঘু ভাবে গ্রহণ করিও না।

ভারতবর্ষ বিবাহকে কখনও-ই লঘুভাবে দেখে নাই। অবশ্য আমি স্মরণাতীত কালের কথা বলিতেছি না। বেদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্র হইতে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সুদূর অর্দ্ধস্ফূট প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, তাহাতেও লক্ষ্য করিয়া অবাক হই যে, বিবাহ একটা তুচ্ছ ঘটনা নহে। ইহার চারিদিক ঘিরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের শুভ্র করুণার ছটা ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা জীবমাত্রের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও জান্তব প্রেরণারই চরম পরিণতি নহে, ইহার ভিতরে সত্য, শিব এবং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিবার রহিয়াছে এক অকপট প্রয়াস।

তাই ভারতীয় বিবাহে বিলাস-লৌল্যের পূতিগন্ধ নাই।

মনে রাখিও, সেই বিবাহ তুমি করিয়াছ।

তোমাদের ন্যায় আরও কতিপয় নবদম্পতি চতুর্দ্দিকের

গ্রামগুলিতে রহিয়াছে। তাহাদিগকেও স্মরণ করাইয়া দিও যে, তাহাদের বিবাহও একটা জান্তব প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য হইতে অঙ্গীকৃত নহে।

যে কয়টী নবদম্পতি চতুর্দ্দিকে আছ, সকলে মিলিয়া যদি পণ কর যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের সম্মুখে তোমরা নূতনতর দৃষ্টান্তের করিবে স্থাপনা তাহা হইলে ইহার শুভফল সুদূরপ্রসারী হইবে।

আধুনিক যুগে দুই একজন অলোকসামান্য মহাপুরুষের জীবনে দাম্পত্য-জীবনের জটিল কুটিল সমস্যাসমূহ ছিন্নগ্রন্থি হইয়া অসাধারণ দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দৃষ্টান্তগুলির লোকপ্রশংসা হইয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু অনুসরণ হয় নাই। অবতারবাদের দেশ,—আমরা অবতারগণের পূজা করিতেই ভালবাসি, তাঁহাদের চরিত্রের অনুসরণ করিতে রুচিসম্পন্ন নহি। যে অসামান্য কাজ মহাপুরুষেরা করিয়াছেন, তাহা সামান্য ব্যক্তিরা করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে। সামান্য ব্যক্তিরা চিরকাল সামান্যই থাকিবে, তাহারা অসামান্যের দৃষ্টান্তানুসরণ করিলে অলোকসামান্য লোকোত্তরচরিত মহামহর্ষিগণের সম্মান থাকে কি করিয়া? মহতের মহত্ত্ব অনুসরণ করিলে আমরা সকলেই যে মহৎ হইয়া যাইব! সকলেই যদি মিশ্রি হইয়া যাই, কেহই যদি মুড়ি না থাকি, তাহা হইলে অতীতের মিশ্রিদের ত' কোন সম্মান থাকিবে না। অতএব এস কেবল ফটো পূজা করি, আর জন্মোৎসব করি, মহতের মহদাচরণের গুণ গান গাহিয়া অঝোরে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করি। কিন্তু সাবধান! তাঁহাদের আচরণের অনুকরণ করা চলিবে না।

এইরূপ বিভ্রান্তিকর আত্মপ্রতারণার নাগপাশ তোমাদিগকে ছিন্ন

করিতে হইবে। যীশু, বুদ্ধ, শঙ্কর যাহা হইয়াছেন বা করিতে পারিয়াছেন, তাহা তোমাকেও হইতে হইবে, তোমাকেও করিতে পারিতে হইবে। যে কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা অপরের পক্ষে কেন সম্ভব হইবে না? মহাপুরুষেরাও মানুষের ঘরেই জন্মিয়াছেন। তাঁহাদেরও ক্ষুধা ছিল, তৃষ্ণা ছিল, রাগ ছিল, দ্বেষ ছিল। তাঁহারই মধ্য দিয়া তাঁহারা মহাপুরুষ হইয়াছেন। বিঘ্নের মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিঘ্নজয়ী হইয়াছেন। জন্মমাত্র সিদ্ধপুরুষ হইয়া কেহ আসেন নাই। সুতরাং কেন তোমরা উচ্চ-ভাবনা পরিত্যাগ করিবে? মহতী তপস্যা সাধারণ মানুষকে মহাপুরুষ করে। তপস্যার অভাব মহাপুরুষকে সাধারণ মানুষে পরিণত করে। তপস্যাই প্রধান—মানুষ ত' গৌণ। তপস্যা কারণ—মানুষ উপকরণ। পরশপাথর লোহাকে সোনা করে। তপস্যা তোমাকে মহাপুরুষ করিতে সমর্থ।

সুতরাং নিজেকে কখনও ছোট ভাবিও না।

সেদিন তোমাদের ক্ষুদ্র বাজারটুকুর একটা টিলার উপরে দাঁড়াইয়া পাঁচ মিনিটের একটি ভাষণ দিয়াছিলাম। দেশত্যাগী নিরন্নের দল নিরাশ্রয় হইয়া বৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে,—কে জানে ইহাদেরই ঘরে ঘরে যীশু-বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে না? অতীতের অবতারদের চাইতে ভবিষ্যতের অবতারদিগের সম্ভাবনা কোথায় কম? অতীতের মানুষ সম্পর্কে একবার যখন অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছ, ভবিষ্যতের মানুষকে অবতার হইতে বাধা দিবে কিসের বলে? যতজন অবতার ইতঃপূর্ব্বে আসিয়াছেন, তাহার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক অবতার

আসিতেছেন ভাবীকালে। তোমাদের অনেকের দাম্পত্য-জীবন তাঁহাদেরই সম্ভাবিত সূতিকাগৃহ। যুক্তিই বল, ভক্তিই বল, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই বল—সবই এই স্বীকৃতির অনুকূল। বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা একবার যখন আসিয়াছেন, শতবার তাঁহাদিগকে আসিতে হইবে। প্রত্যেকেই আসিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, তথাপি জগতের দুঃখ দূর হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা আবার না আসিয়া পারেন কি করিয়া?

এক এক জন নূতন অবতারের আবির্ভাবের পরেই তাঁহার ভক্তগণ যে কলকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন, ইহাই শেষ অবতার, এই কারণেই ইহা অগ্রাহ্য। একবার যখন তিনি অবতার হইয়াছেন, তখন কোটিবার তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইবে। তাই আমি তোমাদিগকে আত্ম-বিশ্বাসী হইতে কহিতেছি।

তোমাদের বাজারের মাইল চারি উত্তরে উদ্বাস্তুদের একটি নূতন স্কুল দেখিলাম। দুর্ব্বলের ভিতরেও বলের উৎস কোথায়, তাহা সেখানে প্রত্যক্ষ হইল। ঈশ্বরে বিশ্বাস অসাধ্য সাধন করে। কেননা, ঈশ্বরে বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস দেয়। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমার প্রতি উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের প্রাণের গভীর অনুরাগের বিষয় জানিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে দেখেন নাই, আমার ভাষা জানেন না বলিয়া আমার রচিত সাহিত্যের সহিত কোনও পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও যে আমার প্রতি অন্তরের অসাধারণ আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন, ইহা বিস্ময়কর। তবে, তোমরা মুষ্টিমেয় যে কয় জন আমার সংশ্রবে অসিয়াছ, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনে যে আদর্শ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতেছে, এই বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই। আদর্শের টান বড় নিবিড় টান, আদর্শের ডাক বড় গভীর ডাক। একটী মানুষের জীবনে আদর্শ তার বাস্তব রূপ পাইলে এই একটী প্রদীপের সংস্পর্শে শত সহস্র প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।

কিন্তু মনে রাখিও, জনসমাজের মধ্যে আমাদের প্রচারিতব্য বিষয় আমাদের ধর্ম্ম নহে। বিশ্বমানবের যাহা দিয়া প্রয়োজন, আমাদের প্রচারিতব্য বিষয় তাহা। নির্দ্দিষ্ট একটী ধর্ম্মমত বা নির্দ্দিষ্ট একটী ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট এক শ্রেণীর লোকেরই ভিতরে সহজাত-সরলতায় আপন অধিকার বিস্তার করে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের

সকল মানব তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব নাও করিতে পারে। যে যাহার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিবে না, তাহাকে তাহাই গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিবার কৌশলাবলম্বন প্রকৃত প্রস্তাবে সদ্ধর্ম্ম-প্রচার নহে। ইহার নাম গোষ্ঠী-পরিবর্দ্ধন। গোষ্ঠী-বিস্তার কখনও আমাদের লক্ষ্য হইবে না। আমাদের লক্ষ্য হইবে বিশ্বমানবের সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরম সত্যকে নিঃস্ব হইয়া বিতরণ করিয়া যাওয়া। যাহা কিছু আমাদের লাভ, সবই সর্ব্বসাধারণকে বিলাইয়া দিবার জন্য। সর্ব্বসাধারণ বলিতে ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, আমাদের ধর্ম্মমতের প্রতি বিরোধ-বিদ্বেষ অনাস্থাকারী, ভিন্ন ধর্ম্মমতের সমর্থক ব্যক্তিদিগকেও বুঝিতে হইবে। আমাদের জীবন এবং তাহার সাধনা নির্দ্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের কুশলের জন্য নহে,—হাজারটী সম্প্রদায় নিয়া যে বিশাল মানব-সমাজ, তাহার জন্য। এই কথা দিবানিশি রাখিতে হইবে মনে।

তোমাদের অঞ্চলে অবশ্যই আমি যাইব। তোমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া সূদূর গ্রামাঞ্চলের, লোকগুলি দরিদ্র বা অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের আমি অবহেলা করিব না। বরং দরিদ্র এবং অশিক্ষিত লোকেরাই ত' আমার প্রত্যক্ষ সেবার দাবীদার ও অধিকারী। যেখানে মানুষের সহজ সারল্য যে-কোনও মহাভাবকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য মনকে করিয়া রাখিয়াছে প্রস্তুত, জীবকল্যাণকারী ত্রিলোকহিতাকাঙ্ক্ষী পূর্ব্বজ-গণের সমুদ্রমন্থনোত্থ অমৃত বিতরণ করিবার তাহাই ত' উপযুক্ত স্থান। সুতরাং পল্লীবাসিতা বা দরিদ্রতার কথা

ভাবিয়া মনকে অসুখী করিও না। আমি আসিবই। তবে আমার আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমাদের করণীয় কাজগুলি তোমরা অকপটে অনলস প্রযত্নে করিয়া যাইতে থাক। তোমরা থামিয়া যাইও না।

মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক যে প্রেমের, তাহা প্রতি জনের মনে জাগাইতে থাক। এমন ভাবে কাজ করিতে থাক, যেন ইহারা নিজ নিজ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারাই এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। এমন প্রেরণা দাও, যেন নিজ নিজ উপলব্ধ সত্যকে জীবনের কর্ম্মে রূপায়িত করিতে ইহারা হয় আগ্রহী। সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য, সততা এবং প্রেম যে নিজে বলীয়ান হইবার জন্য এবং নিজের সহিত জগদ্বাসী প্রতি জনের সম্পর্ককে মধুর করিবার জন্য, এই প্রত্যয় ইহাদের মধ্যে জাগাও। নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক মত প্রচারের জন্য শক্তিক্ষয় না করিয়া সর্ব্বমানবিক সত্যের উপরে ভিত্তি করিয়া তোমরা জীব-কল্যাণের সৌধ গড়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমাদের

স্নেহ-রস-সিক্ত সেবা আমার মনে চিরস্থায়ী দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে। তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

নিজেকে তুমি ঘাড়ের বোঝা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ। কাহার ঘাড়ের বোঝা? পিতামাতা ও অভিভাবকের? তাহা কিন্তু সত্য নয়। মানুষ নিজেই নিজের বোঝা, যদি সে কর্ত্তব্য পালনে হয় অনবহিত। নিজ কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য দাও। সাধ্যমত সর্ব্বশক্তি দিয়া কর্ত্তব্য পালন কর। কর্ত্তব্য পালনকে পরমেশ্বরের সেবা জানিয়া ব্রতরূপে গ্রহণ কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে কর্ত্তব্যপালন জীবনের এক সুমহৎ কৃতিত্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, জোর করিয়া বৈরাগী হইতে চাহিতেছ। কিন্তু বৈরাগ্য যতক্ষণ স্বভাবে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ বৈরাগীর বেশভূষা বা আচরণ অনুকরণ করিলেই আর কতটুকু আগাইল? এই জন্য চিত্তের বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধন প্রয়োজন। অর্থাৎ দেহসুখী মনকে নিষ্কাম করিয়া তোলা আবশ্যক। তাহা হয় ভগবানের নামের মধ্যে নিজেকে নিরন্তর ডুবাইয়া রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়া। তাই আমি তোমাদিগকে

বেশভূষার পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে না বলিয়া পরমমঙ্গলময় নিত্য-শুভঙ্কর ভগবন্নামে আত্ম-সমর্পণের উপদেশ দিয়া আসিতেছি। অবশ্য যেইরূপ বেশভূষা পরিধানে অন্তরের বিলাস-কামনা জাগিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা যত্নতঃ বর্জ্জন করিতেই উপদেশ দিয়াছি কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বসন-ভূষণ গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করি নাই।

তোমাদের বেশভূষা এমন হওয়া উচিত যেন সজ্জন-সাধারণের সঙ্গে বেশভূষার দিক দিয়া একটা অসাধারণ পার্থক্য কিছু না থাকে। আড়ম্বর তোমরা বর্জ্জন করিবে কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে কৌপীন-সম্বল অর্দ্ধনগ্ন থাকিবারও কোনও প্রয়োজন দেখি না। যেরূপ বেশভূষা সাধুত্বের ভান বাড়াইতে পারে, আর যেরূপ বেশভূষা বিলাসের স্পৃহা জাগাইতে পারে, এই উভয়বিধ বেশভূষাই তোমাদের বর্জ্জনীয় হইবে। অর্থাৎ মধ্য-পন্থাই এই ব্যাপারে শ্রেয়ঃ পন্থা।

বেশভূষার ষ্টাইল বা রীতি সমাজ-মধ্যে প্রতি দশ বিশ বৎসর পরে পরে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে হয় ত' যাহা নিন্দনীয় ছিল, আজ তাহা নিতান্ত আটপৌরে, কিম্বা পূর্ব্বে যাহা প্রশংসিত ছিল, আজ তাহা বিরল। অতীত বর্ত্তমানে, বর্ত্তমান ভবিষ্যতে রূপান্তর পাইতেছে। বেশভূষার এই নানা রূপান্তরের মধ্যেই প্রকৃত সুজনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে স্থির প্রশান্ত মন। মনটী তোমার আয়ত্ত হইল ত' জগদ্ব্রহ্মাণ্ড তোমার পক্ষে কুশলময়। আহার, বিহার, বেশভূষা, বাহ্যাচার ও বাক্যালাপন আদি সকলকেই সেই

একটী উদ্দেশ্যের অনুকূল এবং অনুগত রাখিয়া পরিচালন করিও।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। প্রায় দুই শত লোকের সমক্ষে বসিয়া সমবেত উপাসনার যথার্থ বিধি সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ধরিয়া তোমাদের যে উপদেশগুলি দিয়া আসিলাম, তাহা তোমাদের মধ্যে অনেকেই যে মাত্র তিনটী সপ্তাহের মধ্যে ভুলিয়া যাইতে সমর্থ হইলে, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। যতটুকু মনোযোগ দিয়া কথা শুনিলে এমন একটা গুরুতর বিষয়ে প্রদত্ত উপদেশ ভুল হইয়া যায় না, তোমরা অধিকাংশেই ততটুকু মনোযোগ দাও নাই, দেখা যাইতেছে। আমি বেদান্তের পঞ্চীকরণের মত অতি কঠিন বিষয় সমূহ ত' অবতারণা করি নাই। তবু তোমাদের মনে থাকিল না কেন? এক এক জনে এক এক রকম করিয়া মনে রাখিলে এইরূপ কলহ ও মতদ্বৈধ ত' হইবেই। তোমরা সকলেই মনের তরলতা একটু কমাও। সারাদিন বৃথা প্রসঙ্গে দিন কাটাইলে, সারা মাস অবান্তর বিষয় নিয়া কর্ত্তন করিলে, সারা বৎসর কেবল নিকৃষ্ট ও নিন্দার্হ অধ্যবসায়ে লগ্ন

হইয়া থাকিলে গুরুপদেশ শুনিবার মত দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে কাজে লাগান যায় না। তোমরা তোমাদের মনকে নিয়া একটু সচেতন হও। অবহেলা করিয়া গুরুবাক্য শুনিলে, সেই শোনায় লাভ না হইয়া ক্ষতিই হয়। একটা লোককে গুরু বলিয়াও মানিব, আবার তাঁহার উপদেশ-কালে মনকে গাছে মাছে চলিতে দিব, উহা কি প্রকার শিষ্যতা?

সমবেত উপাসনার নির্দ্দিষ্ট বিধি কত কাল পূর্ব্বেই প্রচারিত রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু হইবে, দশ বিশ মিনিট কাল নির্ব্বাচিত অংশ সমূহ পাঠের পরেই "জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর" সুরু হইবে। "ত্বমেব ধাতা" শেষ হইবার পরে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরের যে কয়টী বৈচিত্র্য আছে, তাহা একবার বা দুইবার করিয়া হইয়া যাইবার পরেই অঞ্জলি হইবে। অঞ্জলির পরে শান্তিবাচন হইবে।

সকল স্থানেই সমবেত উপাসনা এই ভাবে হইয়া থাকে। পুপুন্‌কী, বারাণসী, কলিকাতা, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, দেরাদুন, ঢাকা প্রভৃতি সকল স্থানেই আমি এই ভাবেই সমবেত উপাসনা করিয়াছি। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া তোমরা এক এক স্থানে এক এক রকম করিয়া সমবেত উপাসনা করিবে কেন? জনে জনে রীতি-প্রবর্ত্তক হইয়া এক এক স্থানে যদি এক একটা নূতন নূতন প্রথার সৃষ্টি কর, তাহা হইলে দুদিন পরে সমবেত উপাসনা তাহার মূল লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিবে। যাহা মূল লক্ষ্যকে হারাইয়া চলে, তাহা অসার্থক হয়, ব্যর্থ হয়, নিষ্ফল হয়। যেই সমবেত উপাসনাকে প্রায় চল্লিশ বৎসরাধিক

কাল ধরিয়া সেবা করিয়া বর্ত্তমান সর্ব্বলোকপূজ্য অবস্থায় আনয়ন করিয়াছি, তোমরা প্রত্যেক স্থানে নিজ নিজ গোঁড়ামি ও জেদ সংযুক্ত করিয়া তাহাকে কক্ষভ্রষ্ট করিও না।

মনে রাখিতে হইবে, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ হইলেই সমবেত উপাসনা সুরু হইয়া গেল। সমবেত উপাসনার নির্দ্ধারিত সময়টীতে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ হইবে। ইহার পূর্ব্বে হরি-ওঁ কীর্ত্তনাদি হইবে না। অন্য কোনও গান বা বাজনাও হইবে না। সমবেত উপসনার মধ্যেই হরি-ওঁ কীর্ত্তনের নির্দ্ধারিত স্থান ও সময় রহিয়া গিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া সেই সময়েই হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিবে এবং সেই কীর্ত্তনকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সুদীর্ঘ করিয়া সমবেত উপাসনাকাল দীর্ঘ করিয়া দিও না। অমনি সমবেত উপাসনা করিতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হইতে ধরিয়া দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া যায়। যে লোকগুলি দূর হইতে সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য আসে, সময়ের দৈর্ঘ্য অযথা বাড়াইয়া তাহাদের সহিষ্ণুতার উপরে বৃথা চাপ সৃষ্টি করা অন্যায়।

তোমাদের ওখানে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আসিয়া অনেকেই দেখিতে পায় যে, নির্দ্ধারিত সময়ে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু না হইয়া উদ্দণ্ড হরিওঁ-কীর্ত্তন বা আমার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত চলিতেছে। এইভাবে দুই ঘণ্টা কাল পিছাইয়া গেল আসল সমবেত উপাসনাটি। উপাসনার মধ্যভাগে অঞ্জলির পুষ্প বিতরণ নিয়া সুরু হয় আর একটা অবাঞ্ছনীয় হট্টগোল। ইহা থামাইতে পনের মিনিট

সময় চলিয়া যায়। অঞ্জলি ও শান্তিবাচনের পরে আবার প্রসাদ বিতরণ নিয়া সুরু হয় একটা ধস্তাধস্তির ব্যাপার। বৎসর দেড়েক আগে প্রসাদ বিতরণের ব্যাপার নিয়া তোমাদেরই সহরে রাস্তায় ঘুষাঘুষি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পক্ষে আমার নির্দ্দেশ পালনে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত।

যে দিন তোমরা কীর্ত্তন করিতে চাহ, সেদিন কীর্ত্তনই করিবে। কীর্ত্তনের পরে অঞ্জলি দিয়া প্রসাদ-বিতরণ হইবে। কীর্ত্তনকে সমবেত উপাসনা নাম দিতে যাইও না।

যেদিন সমবেত উপাসনা হইবে, সেই দিন ঠিক নির্দ্ধারিত সময়েই অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু করিবে। ইহার আগে কীর্ত্তন বা সঙ্গীত আমদানী করিবে না। সমবেত উপাসনা হইয়া যাইবার পরে সকলে মনের দিব্য ভাবটী নিয়া গৃহে ফিরিবেন, ইহাই চাহি।

কীর্ত্তনের জন্য নির্দ্ধারিত দিনে কীর্ত্তনের সহিত অখণ্ড-তত্ত্ব-মূলক সঙ্গীত চলিতে পারে। ইহাতে বাধা নাই। কিন্তু সমবেত উপাসনার সহিত সঙ্গীতকে আনিয়া মিশাইও না।

এই সকল প্রয়োজনীয় কথা তোমাদের উপাসনা-প্রণালীতে সংক্ষেপতঃ মুদ্রিত আছে। বহুস্থানে বহুবার ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বমুখে বলিয়াছি। বহু পত্র লিখিয়াও এই বিষয়ে তোমাদের ধারণাকে স্বচ্ছ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের প্রেমের অভাব আমার এই অমানুষিক শ্রমকে অর্থহীন করিয়া দিতেছে। কথাই যদি না শুনিলে, তবে বারংবার একই কথা তোমাদের কাছে কহিয়া লাভ কি বাবা?

মক্কা-মদিনায় যে ভাবে নমাজ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান সেই ভাবেই নমাজ পড়ে। নূতনত্ব করে না। বারাণসীতে তোমাদের কেন্দ্রীয় আশ্রমে আমার পরিচালনে যে ভাবে সমবেত উপাসনা হয়, তোমাদেরও সর্ব্বত্র সেই ভাবেই সমবেত উপাসনা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে নিজ ইচ্ছামত প্রথা সৃষ্টি করিতে আমি তোমাদের দিব না।

তোমাদের ওখানকার ছেলেমেয়েরা নিজেদের উদাসীনতা বশতঃ বাহিরের কোনও উল্লেখযোগ্য বিরাট সমবেত উপাসনায় যোগ দেয় নাই। ডিব্রুগড়ের বিশাল উপাসনায় তোমাদের ওখান হইতে সকলে চাঁদা তুলিয়া একজন যোগ্য প্রতিনিধি পাঠাইবে, এই প্রত্যাশা আমি করিয়াছিলাম। নির্দ্দেশও জানাইয়াছিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিয়াছিলাম যে, যে যাইবে, তাহার ফিরিবার ট্রেণ ও বিমান ভাড়ার ব্যবস্থা আমি করিব। কিন্তু চক্ষুষ্মান কেহ যায় নাই। এই ভাবে তোমরা তোমাদের অঞ্চলে একটী অদ্ভুত কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি করিতেছ। বাহিরে কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তোমাদের কাজে কোন্ স্থানে কোন্ ত্রুটি প্রবেশ করিয়া আছে, তুলনার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লইবার সামর্থ্য তোমাদের হইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় অপরের উপদেশ মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু উপদেশও তোমরা মানিবে না। তোমাদের লইয়া কি করিব বলত?

সমবেত উপাসনার মত ব্যাপারে নিত্য নূতন প্রথা-পরিবর্ত্তন

স্বীকার করার পর বহুদূরবর্ত্তী বহুস্থানের লোক কখনও একত্র হইয়া সমবেত উপসনায় উদ্যত হইলে কেমন অবস্থা হইবে, ভাবিয়া দেখ দেখি? কীর্ত্তন করিয়া তারপরে সমবেত উপাসনা করিতে একজনের ভাল লাগে, একজনের ভাল লাগে পাঁচখানা গান গাহিয়া তার পরে সমবেত উপাসনা ধরিতে, একজনের ভাল লাগে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া, আরতি করিয়া, ঢাক পিটাইয়া তারপরে সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিতে;—এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন রুচি একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া বসিবে। সমবেত উপাসনা আসিয়াছিল সকলকে মিলাইতে কিন্তু ঘোরতর বিভেদ হইবে ইহার পরিণতি।

তোমরা কি সাবধান হইবে না?

বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনায় তোমরা পক্কান্ন-ভোগ সাজাইও না। বারংবার বলিয়াছি, উপাসনা-কালে শিশুর ক্রন্দন চলিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনায় উচ্চ-নীচ ভেদ থাকিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুকে সকল ভেদ-বিসম্বাদের ঊর্দ্ধে রাখিতে হইবে। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার পরে যাহাতে শান্ত মনে স্নিগ্ধ প্রাণে গৃহে ফিরিতে পার, তাহার জন্য প্রসাদ-বিতরণ-কালে যথাসাধ্য নীরব থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং বলপূর্ব্বক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। বারংবার বলিয়াছি, নূতন নূতন স্তোত্র, মন্ত্র, সুরের আমদানী করা চলিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনা লইয়া তোমরা প্রাণান্তেও দলাদলি করিও না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনায় আসিবার কালে প্রত্যেকেই হাতে করিয়া

অল্প পার বেশী পার, পূজার সামগ্রী অবশ্য আনিবে, কেহ একেবারে খালি হাতে আসিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার প্রসাদ লইবার কালে সকলে মন্দিরের বাহিরে সারিবদ্ধভাবে বসিয়া যাইবে এবং হস্ত প্রক্ষালনের পরে নিঃশব্দে ভক্তিভরে প্রসাদ লইবে।

কেহ আমার কথায় কর্ণপাত করিয়াছ কি?

একজন মানসিক করিয়াছেন, জোড়পাঠা বলি দিয়া সমবেত উপাসনা করিবেন। একজন স্বপ্নে দেখিয়াছেন, সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য রূপে পলান্ন ও ইলিশমাছ-ভাজা সাজান হইয়াছে। একজন জপ করিতে বসিয়া দৈববাণী শুনিলেন,—সমবেত উপাসনার আসনে এক কল্কী গাঁজা নিবেদন করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া একজন কোনও মহাত্মার মুখে আদেশ পাইয়াছেন,—একশত আটটী দম্পতিকে পাশাপাশি বসাইয়া সমবেত উপাসনা করিতে হইবে। ব্যস্ আর যাও কোথায়? কেহ মানসিক শোধের দায়ে, কেহ স্বপ্নের সত্যতা বিধানের জন্য, কেহ দৈববাণী সফল করিবার প্রয়োজনে, কেহ সাধু বাক্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য কোমর কাছিয়া লাগিয়া গেল।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, সমবেত উপাসনার আদি উদ্দেশ্য কোথায় রহিল?

সুতরাং স্বপ্নই দেখ, মানসিকই কর, দৈববাণীই পাও বা মহা-পুরুষদের আদেশই আসুক,—সমবেত উপাসনার প্রচলিত বিধি অতিক্রম করিয়া কোনও অবস্থাতেই নবপ্রবর্ত্তন চলিবে না।

ধৃতং প্রেম্না

নিজ নিজ ব্যক্তিগত জেদের বসে তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ যে, বিশ্বমানবের প্রতি তোমাদের প্রেমের দায় রহিয়াছে। সকলের সহিত তোমাদের মিলিতে হইবে। সেই মহামিলনের জন্যই তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের এক নিভৃত সাধন। তোমরা সেই আসল কথাটা ভুলিয়া যাইও না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, বিভিন্ন সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়াছে যে, ইহারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের ভিতরে পর্য্যন্ত উত্তেজনা সঞ্চার করিয়া সম্মানী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে অসম্মান করিতে প্ররোচিত করিতেছে। ধর্ম্মসঙ্ঘ বলিয়া যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে গৌরব দান করে, তাহারা যখন অপর ধর্ম্মসঙ্ঘের নির্দ্দোষ ও নির্বিদ্বেষ প্রচার চেষ্টার মুখে এ ভাবে অনার্য্যোচিত আন্দোলন পরিচালনে লজ্জাবোধ করিতে

নিজ নিজ ব্যক্তিগত জেদের বসে তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ যে, বিশ্বমানবের প্রতি তোমাদের প্রেমের দায় রহিয়াছে। সকলের সহিত তোমাদের মিলিতে হইবে। সেই মহামিলনের জন্যই তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের এক নিভৃত সাধন। তোমরা সেই আসল কথাটা ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, বিভিন্ন সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়াছে যে, ইহারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের ভিতরে পর্য্যন্ত উত্তেজনা সঞ্চার করিয়া সম্মানী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে অসম্মান করিতে প্ররোচিত করিতেছে। ধর্ম্মসঙ্ঘ বলিয়া যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে গৌরব দান করে, তাহারা যখন অপর ধর্ম্মসঙ্ঘের নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিদ্বেষ প্রচার চেষ্টার মুখে এ ভাবে অনার্য্যোচিত আন্দোলন পরিচালনে লজ্জাবোধ করিতে

বিরত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্ম কথাটাকে নিয়া নিদারুণ ব্যবসায় সুরু হইয়াছে।

ইহাদের নির্ল্লজ্জ আচরণ প্রতিরুদ্ধ করিবার কি কি সদুপায় আছে, তাহা আমি এখন ভাবিতে চাহি না কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তোমাদের অগ্রগতি কি করিলে ব্যাহত হইবে না, ইহাই তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে।

তোমরা নিজেদিগকে একটা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে কর। কিন্তু সেই সঙ্ঘের প্রতি তোমাদের প্রাণের প্রেম নাই। প্রেমের অভাব সৃষ্টি করিয়াছে নিষ্ঠার, বিশ্বাসের ও ত্যাগের অভাবকে। নিষ্ঠার অভাব তোমাদিগকে দীর্ঘকাল এক কাজে লাগিয়া থাকিতে দেয় না, বিশ্বাসের অভাব বারংবার তোমাদের মতি-পরিবর্ত্তন ঘটায়, ত্যাগের অভাব তোমাদের প্রত্যেক চেষ্টাকেই শক্তিশালী হইতে বাধা দেয়।

সঙ্ঘের যেখানে সম্মানের প্রশ্ন, সেখানে ধন, জন, প্রাণ, কোনও ত্যাগই যথেষ্ট নহে। সর্ব্বস্ব দিয়া হইলেও সঙ্ঘের সম্মান রাখিতে হইবে। অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধতা সঙ্ঘের ন্যায়োপেত সত্যাদর্শ প্রচারকে ব্যাহত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে, এই লজ্জা স্বীকার করিতে তোমরা পার না। জোর করিয়া মানুষকে তোমরা তোমাদের পন্থাবলম্বী করিবার চেষ্টা কখনও কর নাই বা করিবে না, প্রলোভন দেখাইয়াও না, কিম্বা ভয় প্রদর্শনের দ্বারাও নহে। এমতাবস্থায় যাহারা তোমাদের জনহিতকর প্রচেষ্টার বিফলতা সম্পাদনের জন্য হীন ষড়যন্ত্র ও নীচ আচরণের পথ বাছিয়া লইল, তাহাদের কাছে তোমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া জীবন ধারণ করিবে কোন্ লাজে? কিন্তু ত্যাগের

অনুশীলন তোমাদের মধ্যে বলিতে গেলে নাই। ত্যাগে যে যত অধিক অসমর্থ, বাক্যাড়ম্বরে সে তত কলস্বর।

বিশ্বাস যেখানে শিথিল, সেখানে সঙ্কল্পের বজ্রমুষ্টিও শিথিল হইয়া যায়। আর লক্ষ্য যেখানে কেবল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের দিকে, বিশ্বাস সেখানে শিথিল না হইয়া কি হইবে? আদর্শে বিশ্বাস অত্যল্প বলিয়াই না তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দিকে অত নজর? যত কাজ যত জনে করিবে, সবই যদি হয় লোকমধ্যে নিজের আসন উচ্চ করিবার জন্য, তাহা হইলে আদর্শ বাঁচিবে কি লইয়া? কায়া না থাকিলে ছায়ার অস্তিত্ব কোথায়? মানুষের আচরণে আদর্শই যদি প্রমূর্ত্ত না হইল আদর্শ কি তবে খাতার পাতায় অক্ষরের সমষ্টি হইয়া বিরাজ করিবে? আদর্শ-বিশ্বাসী পুরুষেরা নিজেকে বলি দিয়া নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়া আদর্শের সেবায় লাগিয়া যায়। আত্মনিমজ্জন আদর্শ-বিশ্বাসের স্বভাব-ধর্ম্ম।

তোমাদের মধ্যে আবার ছুটিয়া আসিবার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল। কিন্তু আসিয়া ত' আর মৌনী হইয়া থাকিব না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কত কথাই তোমাদের সহিত কহিতে হইবে। কোনও কথায় অভাবনীয় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তোমরা ধন্য ধন্য করিবে, কোনও কথায় সাহিত্য-কলার অনুপম সমাবেশ দেখিয়া উচ্চ করতালি দিবে, কোনও কথায় অন্তরের ভাবালুতা হৃদয়-তন্ত্রীর ঝঙ্কার বহিয়া নিয়া আসিতেছে দেখিয়া তোমরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাতে আসল লাভটা কি হইবে? তোমাদের নিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং ত্যাগ তাহাতে বাড়িবে কি?

যতক্ষণ এই তিনটী জিনিষ তোমরা না বাড়াইতে পারিতেছ, ততদিন তোমাদের মধ্যে আর যাইয়াই বা কি করিব, তোমাদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি পত্র লিখিয়াই বা কি করিব? নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ত্যাগ তোমাদের মধ্যে বাড়াইবার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি আমার কণ্ঠনালীটা নিজ হাতে কাটিয়া ফেলিতে রাজী আছি। তোমরা আমাকে বল, তোমাদের জন্য কি করিতে হইবে? যাহা আবশ্যক, তাহা করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। তবু যদি তোমরা মানুষ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া মনে হইল যে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গের একাংশে হিন্দুজাতির কোনও চেতনাই হয় নাই। এখনও তাহারা খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাস করিতেছে। একজন গোস্বামী নিজের শিষ্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য নিজেকে তান্ত্রিক বলিয়া পরিচয় দিয়া হরি-নাম কীর্ত্তনের মাধ্যমে ধর্ম্মসংঘ গড়িয়া তুলিবেন এবং এক একটী সঙ্কীর্ত্তনের গান শেষ হইবার পরে স্ত্রী-পুরুষ-

নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান ও গঞ্জিকা সেবন করিবেন, ইহা সত্যই অভাবনীয়। ধর্ম্মসংঘের মেয়েদিগকে মদ-গাঁজা-ভাং খাওয়াইয়া উত্তেজিত করিয়া রণ-কালিকার বেশ ধরাইয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান হয়, ইহা এক চমৎকার ব্যবস্থা! "আমার গোঁসাইর শিষ্য হও, নতুবা তোমাদের একটী একটী করিয়া ছেলে মেয়ের ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিব" বলিয়া ভীতি-প্রদর্শন এই রমণী গণের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক না হইতে পারে, কেননা, গুরুর নির্দ্দেশ পালনের জন্য গুরুতে বিশ্বাসী শিষ্যেরা কোনও কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু যাহারা কালী-কাচের অভিনয় করিয়া যাইতেছে, তাহাদের চোখ-রাঙ্গানিতেই যে দলে দলে লোক এই তান্ত্রিক গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুনিয়ার যত মানুষ কি গরু, ঘোড়া, ছাগল হইয়া গেল যে, পাচনি বাহির করিয়া দেখাইবা মাত্র দক্ষিণ হইতে বামে আর বাম হইতে দক্ষিণে ছুটিতে হইবে? "আমার শিষ্য হইলে অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, সর্ব্বজনে সম্মান লাভ হয়" এই সকল প্রলোভন শুনিয়া মন্ত্র নিয়া শিষ্য হওয়া বরং কতকটা স্বাভাবিক। কারণ, প্রথম পুরস্কার পাইবার লোভে অনেকেই লটারীর টিকিট কিনে। কিন্তু "আমার গুরুর শিষ্য না হইলে গোষ্ঠীশুদ্ধ পাগল হইবে, সবংশে নির্ব্বংশ হইবে" ইত্যাদি করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেই গুটি গুটি মারিয়া গিয়া গুরুদেবের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়া গলায় দড়ি পরিতে হইবে, ইহা কোন্ দেশী যুক্তি?

আমি এই সকল পাঠ করিয়া একেবারে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। এই সকল গুরুরা অধিকাংশ স্থলে নিজেরাই বদ্ধ উন্মাদ, নতুবা নিদারুণ জ্ঞানপাপী। ইহারা জানে যে, ইহাদের ক্রোধে বা অভিসম্পাতে জগতে একটা প্রাণীরও কোনও অকুশল হইতে পারে না। তথাপি সহজ-বিশ্বাসী মানুষগুলির মধ্যে ঢুকিয়া রক্তচক্ষু দেখাইয়া সকলকে জোর করিয়া মন্ত্র দিয়া শিষ্য করে।

ইহাদের ধাপ্পাবাজিতে বিচলিত হওয়া কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। এই সকল ভণ্ড গুরুদের ভাবী পরিণতি সর্ব্বস্থলেই অতি নিদারুণ হইয়া থাকে। কিছুকাল ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা কর। দেখিও, ভণ্ডামির হাট আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী আর এই শ্রেণীর গুরুদেবদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রিয়জনের বিপদাশঙ্কায় কোমল-স্বভাব লোকগুলি সকল সময়েই উদ্বিগ্ন থাকে। স্নেহ-পরায়ণ মনের সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া ইহারা নিজেদের ব্যবসায় জমায়। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি সাময়িক যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন, ইহাদের বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথার প্রয়োজন নাই। গুরু সেই খানেই দুর্জ্জয়, যেখানে শিষ্যের সহিত তাঁহার স্বার্থের সম্বন্ধ নাই। আর, গুরু সেখানেই সত্য, যেখানে তিনি মদ-গাঁজা-ভাঙ্গের বশীভূত নন, বশীভূত বিমল ঈশ্বর-প্রেমের, বশীভূত অকপট জীবহিতৈষণার। কোনও প্রকারে একটা লোক-প্রতিষ্ঠা পাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই তাহার ভ্রূকুটী-বিভঙ্গে তোমার বিচলিত হইবার কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।

তুমি সিংহের শাবক। ভেড়ার বাচ্চার কবলে পড়িবার বিধিলিপি তোমার নহে।

তুমি "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন কর বলিয়া এই গুরুদেবটী যে পরিমাণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার বিরাট বহর দেখিয়া আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছি। অতিক্রোধীর অভিসম্পাতে জগতে কাহারও কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। অতিক্রোধীরা ঢোঁড়াসাপের তুল্য। তুমি এই ভদ্র-লোককে মোটেই ভয় পাইও না।

অকারণ ক্রোধীকেও ভয় পাইবার কিছু নাই। হরি-ওঁ নাম কীর্ত্তন করিয়া তুমি তাঁহার খাস তালুকে লাঙ্গল চষ নাই। হরি-ওঁ কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার কোনও অনিষ্টও তুমি কামনা কর না। হরি-ওঁ কীর্ত্তনকে হাতিয়ার করিয়া তুমি তাঁহার আর্থিক, সামাজিক বা নৈতিক কোন ক্ষতিও সাধন করিতেছ না। এমতাবস্থায় তোমার হরি-ওঁ কীর্ত্তনে তাঁহার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ অবাস্তব। এমন ব্যক্তির ক্রোধে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। কথায় বলে, "শকুনের শাপে গরু মরে না।" তোমার ছেলে ও নাতি তিনিই মারিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া যে গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা সম্পূর্ণই তোমাকে ভীতিগ্রস্ত করিবার ফন্দী মাত্র। মানুষ মারিবারই যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তোমার গ্রামের পাশের নারী-ধর্ষণকারী, নরঘাতক, হিংস্র দুষ্টগুলিকে তিনি কেন মারেন না? অবোধশিশু, মুখ ফুটিয়া একবার মা, বাবা বলিয়া ডাকিতেও যে শিখে নাই, তাহাকে মারিয়া কি লাভটা তাঁহার হইল? যাহাকে মারিলে সমাজের কল্যাণ হয়, যোগবলে ইনি তাহাকে মারিবেন না। বরং বেকায়দায় পড়িলে সর্ব্বশক্তি দিয়া

গ্রামের গুণ্ডার সর্দ্দারের পায়ের তলায় সর্ষপ তৈল মালিশ করিবেন। এমন ব্যক্তির মারণ-ক্ষমতায় বিশ্বাস করা ভ্রান্তি মাত্র। তোমরা এই সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি অপদার্থ লোকের মূল্য বাড়াইয়া দিও না। ইহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের শত্রু। ইহাদের নিকটে অবনত হইয়া শিষ্যত্ব-গ্রহণের পূর্ব্বে মৃত্যু ভাল।

মরণটাকে তোমরা বাবা বড় বেশী ভয় কর। দুঃখ-সহনে তোমাদের বড়ই আতঙ্ক। ধড়িবাজ লোকেরা তোমাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতেছে মাত্র। ইহারা সাধুও নহে, গুরুও নহে। ইহারা লুণ্ঠনকারী দস্যু। তোমরা ভয় জয় করিতে শিখ। ইহারা বিনা অস্ত্রাঘাতে পলায়ন করিবে। ইহাদের নিজেদের অন্তরে ভীতির অন্ত নাই। এই জন্যই ইহারা অপরকে ভয় দেখায়। ইহাদের অন্তরে যদি প্রীতি থাকিত তাহা হইলে সকলকে বরাভয় দেখাইয়া প্রেম বিতরণ করিয়া তারপরে বলিত "শিষ্য হও।"

কেবল এই তান্ত্রিক গোঁসাইজীই নহেন, বৈষ্ণব গোঁসাইদের মধ্যেও দুই একজন ছন্নছাড়া হরি-ওঁ-কীর্ত্তন-বিদ্বেষী দেখা যায়। ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া ইঁহারা ভাগবতের রসতত্ত্ব দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল হা-হুতাশ করিতে থাকেন যে, হায়, হায়, শূদ্রেরা সব ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া ফেলিল, ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে চলিয়া গেল। শূদ্রদিগকে প্রণব-উচ্চারণ রূপ মহাপাপ হইতে ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে ইঁহাদের আর সুনিদ্রা হইবে না। এক মানুষ যে অপর মানুষকে প্রতারণা করিয়া কালো বাজারের পাপের টাকা দিয়া

দালান গাঁথিতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ইঁহাদের প্রতিবাদ নাই। ধর্ম্মের নামে বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অবলা সরলার সতীত্ব নাশ করিয়া যে কত ভাগবত-পাঠক কৌশলে শিষ্য-গৃহ-ললনার গায়ের সোনার অলঙ্কার শ্রীপাটে গুরুপত্নীদের অঙ্গসেবার জন্য পাঠাইয়া দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ ইঁহাদের কণ্ঠে শোনা যাইবে না। মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-শঠতা হইতে সমাজের মানুষকে রক্ষা করিয়া সরল সহজ সততাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য মানুষকে প্রেরণা দিতে ইঁহাদিগকে দেখা যাইবে না। কিন্তু শূদ্রেরা কেন "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করিতেছে, এই দুঃখে ইঁহাদের চখের অশ্রুই যথেষ্ট নহে, হাটু বাহিয়াও জহ্নুকন্যাকে অশ্রুরূপে প্রবাহিতা হইতে হইতেছে। তাহাতেও মনের দুঃখ দূর হইতেছে না দেখিয়া চখের অশ্রু মূত্রপথে গুহ্যপথে বাহির হইয়া আসিয়া ভাগবত-পাঠের আসরকে অপবিত্র করিতেছে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও কুৎসা-প্রচার মলমূত্র ত্যাগের ন্যায় অপবিত্র ব্যাপার। ব্যাসাসনে বসিয়া একাজ করা চলে না। কিন্তু হায়, অন্ধ গোঁড়ামির ইহাই পরিণতি!

এই সকল দেখিয়া তোমাদের বিন্দুমাত্রও ঘাবড়াইবার প্রয়োজন নাই। "হরি-ওঁ" মহানাম নিজের ঐশী প্রভাবে, নিজের দৈব মহিমায়, নিজের পারমার্থিক প্রতিভায় দিগ্‌বিদিকে প্রচারিত হইতেছেন। কোনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইঁহাকে প্রচার করিতে হয় নাই। কোনও অবতারের দোহাই দিয়া ইঁহাকে প্রচলন করিতে হয় নাই। "হরি-ওঁ" মহানাম যেখানে গিয়াছেন, নিজের বলেই গিয়াছেন, নিজের প্রতাপেই প্রচারিত হইয়াছেন। সুতরাং কোথায় কোন্ তান্ত্রিক আর কোথায়

কোন্ বৈষ্ণব ইহা অপছন্দ করিলেন, তাহার উপরে ইঁহার গতিবেগ নির্ভর করিবে না। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া তোমরা নির্ভয়ে হরি-ওঁ গাহিয়া যাও। যাঁহাদের অপছন্দ, তাঁহারা অনায়াসে কাণে তুলা দিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

হরি-ওঁ কোনও আক্রোশমূলক কীৰ্ত্তন নহে, মিলনমূলক এই মন্ত্র, সমন্বয়মূলক এই ধ্বনি। "সব কিছু আহৃত হইয়া আছে যাহার মধ্যে, তিনি হরি। ওঁকারই হরি। কারণ, ওঁ মন্ত্রের মধ্যে সব মন্ত্র আহৃত হইয়া আছে।" —ইহাই হরি-ওঁ কথাটীর মানে। অন্যদের অন্যরূপ কীৰ্ত্তন করিবার যদি স্বাধীনতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নিজ অভিলষিত কীৰ্ত্তন করিবার অধিকার তোমারও আছে। অপরের অধিকারে যখন তুমি হস্তক্ষেপ করিতে যাও না, তখন তোমার অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপ তুমি কেন মানিবে?

সকলের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ মন লইয়া আর নিজ ইষ্টের প্রতি অতুলন প্রেম লইয়া পথ চল। ভয় বা ভাবনার কোনও হেতু নাই। ঘরে বসিয়াই গাও আর নগর-পরিক্রমাতেই গাও, "হরি-ওঁ" গান গাহিবার কালে মনে মনে ভাবিতে থাকিবে যে, পরমপ্রেমভরে নিখিল বিশ্বকে এই নামের আলিঙ্গনে প্রাণে প্রাণে মিশাইবার জন্য তোমাদের এই হরি-ওঁ কীৰ্ত্তন। যাঁহারা ইহার মানে বোঝেন না বা যাঁহাদিগকে অপপ্রচার-কারীরা কুব্যাখ্যা শুনাইয়া উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের ইহা ভাল না লাগিলেও তোমার ভাল, আমার ভাল, তাঁহাদের সকলের ভাল এই হরি-ওঁ নামের মধ্যে রহিয়াছে। কোনও প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ অন্য নামে কীৰ্ত্তন করিতেন বলিয়া হরিওঁ

নাম-কীর্ত্তন মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। আমার পূর্ব্বে আর কেহ সাহস করিয়া হরিওঁ কীর্ত্তনকে প্রচলন করিবার চেষ্টা হয়ত করেন নাই বলিয়াই ইহার মূল্য কমিয়া যাইতে পারে না। প্ল্যাটিনাম আবিষ্কারের আগে কেহ সোনা ছাড়া অন্য ধাতুকে মহার্ঘতম জ্ঞান করিত না বলিয়াই প্ল্যাটিনাম সুলভ মূল্যের ধাতু নহে। বুদ্ধদেব হরেকৃষ্ণ নামগান করেন নাই বলিয়াই সেই নাম মিথ্যা নহে। তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি-ওঁ নামগান করেন নাই বলিয়াই হরি-ওঁ মিথ্যা হইয়া যাইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে কেহ শোনে নাই বলিয়াই তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ হরি-ওঁ গাহিবেন না, ইহা কোনও যুক্তি নহে। সুদূর অতীতে কে কে হরি-ওঁ নামগান গাহিয়াছিলেন, তাহার কোনও তালিকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না বলিয়াই হরি-ওঁ অশাস্ত্রীয় নহে। হরেকৃষ্ণ নামই বা কে কে গাহিয়াছিলেন, তাহার তালিকা কি শাস্ত্রে আছে? কপিলদেব কি হরেকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করিতেন? কণাদ কি হরেকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করিয়াছিলেন? গৌতম, বশিষ্ঠ, পতঞ্জলি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অষ্টাবক্র প্রভৃতি কে কে হরেকৃষ্ণ নামে কীর্ত্তন করিতেন? ইঁহাদের কেহ হরেকৃষ্ণ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকিলে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কৈ? আবার ইঁহাদের কেহ হরেকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন না করিয়া থাকিলেই বা কেন হরেকৃষ্ণ নাম অনাদরণীয় হইবে? ব্যাস ও বাল্মিকী হরেকৃষ্ণ নামগান গাহিয়াছিলেন বলিয়া রামায়ণ, মহাভারতে কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু হরেকৃষ্ণ নাম নিজের বলেই পৃথিবীতে আদৃত হইয়াছেন। যে যুক্তি হরেকৃষ্ণ নামের পক্ষে খাটিবে, তাহা হরি-ওঁ নামের পক্ষে

(৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, তোমার পত্র বড়ই সুখদান করিয়াছে। অতীতের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহারা বাঁচাইয়া রাখে, তাহারা

কি এই জন্যই খাটিবে না যে, অমুক ভাগবত-পাঠক হরি-ওঁ কীর্ত্তন শুনিলে কর্ণপটহে যন্ত্রণা অনুভব করেন?

তোমরা মানুষের ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত কুব্যাখ্যায় ঘাবড়াইয়া যাইও না। সমগ্র মানব-জাতির প্রতি প্রেম লইয়া তোমরা তোমাদের হরি-ওঁ কীর্ত্তন গাহিয়া যাও। সমগ্র জগতের কুশলকে লক্ষ্যে রাখিয়া তোমরা গাহ "হরি-ওঁ"। জগতের সকল পতিতকে টানিয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া তোমরা গাহ "হরি-ওঁ"। সকল বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়কে প্রেমে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়া তোমরা গাহ "হরি-ওঁ"। ভারতে, পাকিস্তানে, ব্রহ্মে, মালয়ে, সিংহলে, আফ্রিকায়, ইয়োরোপে, আমেরিকায় যে তোমরা যেখানে যেভাবে থাক, সর্ব্বজীবের মঙ্গল-তরে গাহিতে থাক "হরি-ওঁ"। আমার ন্যায় একজন গুরুদেবের সম্প্রদায়-বিস্তারের জন্য নহে, বিশ্বমানবকে বিশ্বপ্রভুর শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে প্রেমভরে টানিয়া আনিবার জন্য গাহ "হরি-ওঁ"। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের—, তোমার পত্র বড়ই সুখদান করিয়াছে। অতীতের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহারা বাঁচাইয়া রাখে, তাহারা

নিজেরাই সেই স্মৃতির ভিতরে চিরঞ্জীব হইয়া বাস করে। অতীতকে ভালবাসিতে পারা একটা তুচ্ছ কথা নহে। অতীতকে মৃত-কঙ্কাল বলিয়া সকল সময়েই অবহেলা করা চলে না, অতীতের কঙ্কাল ভবিষ্যতের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারণা করিয়া থাকে। অতীতের মধ্যে যাহার নাই পূজা করিবার যোগ্য কোনও শুভ স্মৃতি, সেই ব্যক্তি, জাতি বা সমাজ ভবিষ্যৎ গড়িবার দিগ্‌দর্শনের অভাবে বৃথাই আলেয়ার আলোর করে অনুসরণ। তাই তোমার অন্তরের শুচি শ্রদ্ধা আমাকে সুখদান করিয়াছে।

কিন্তু গড়িবে ত' তোমরা ভবিষ্যৎ। অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, অতীতের সুখস্মৃতিকে আগুলিয়া বসিয়া স্থাবর হইয়া কাল কাটাইলে ত' চলিবে না। তাহার মধ্যে নাই কোনও সার্থকতা। গড়িতে হইবে ভবিষ্যৎ। অতীতের সুখস্মৃতি সেই কাজে দিবে ত' তোমাদিগকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা? তবেই ত' অতীতের অর্চ্চনা সার্থক!

পর পর দুইটী ঘটনা ঘটিল, যাহার মধ্য দিয়া তোমরা বলসঞ্চারের সুযোগ পাইয়াছ। সুযোগকে কতটা গ্রহণ করিয়াছ, তাহার হিসাব লইবার এখন সময় হইয়াছে। বলবর্দ্ধনের সুযোগকে যদি তোমরা বলনাশের কারণ রূপে পরিণত করিয়া থাক, তবে তাহারও প্রতীকারের ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হইবে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-অবিশ্বাস এই দুইটীই কর্ম্মীর

কর্ম্মনাশক। অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস কর্ম্মের উদ্যমে শিথিলতা আনে, সম্ভাব্য বাধা-বিঘ্নের প্রতি উপযুক্ত সতর্কতা বিধানে আলস্য সৃষ্টি করে। আর, আত্ম-অবিশ্বাস সকল উদ্যমের মূলদেশে হানে কুঠারাঘাত। সুতরাং এই দুইটীকেই বর্জ্জন করিয়া চলিতে তোমাদের হইবে।

কর্ম্মীদের যোগ্যতা নিরূপণও তোমাদিগকে নূতন করিয়া করিতে হইবে। যাহাকে যতখানি দামী কর্ম্মী বলিয়া মনে করিয়াছিলে, সে হয়ত ততখানি দামী নয়। যাহাকে যতখানি নিটোল কর্ম্মী বলিয়া ভাবিয়াছিলে, সে হয়ত ততটা খাঁটি নয়। আবার যাহাকে যতটা অপদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, সে হয়ত ততটা অকর্ম্মণ্য বা জরদ্গব নহে। বিচারবান দৃষ্টিতে পূর্ব্বের আনুপাতিক হিসাব সংশোধন কর।

তোমাদের কর্ম্মের-রণাঙ্গনে এমন অনেক কর্ম্মীকেই দেখিলাম না, যাহাদের কাজ করিবার যোগ্যতা আছে। হয়ত ইহার কারণ এই যে, কাজ করিবার রুচি ইহাদের নাই। কি করিলে ইহাদের মধ্যে রুচি আসিবে, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর। শক্তি আছে, কাজ করিবে না, ইহা মার্জ্জনীয় নহে।

অনেকের কাজে রুচি আছে কিন্তু শক্তি নাই। তাহাদের নিয়া কি করিবে? কেবলই হতাশ্বাস করিয়া করিয়া তাহাদের রুচিকে পঙ্গু করিবে, না, তাহাদিগের হাতে তাহাদের যোগ্য কাজ তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-সাফল্যের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে আত্ম-বিশ্বাস অর্জ্জনের পথ খুলিয়া দিবে?

এই ভাবে কত কত নূতন দিকে তোমাদিগকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে হইবে। গভীর চিন্তা দ্বারা তাহা বাহির কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা সকলেই আমাকে তোমাদের পল্লী-অঞ্চলে পাইতে চাহিতেছ। কিন্তু আমাকে শরীর দিয়া বিচার করিলে মস্ত বড় ভুল করিবে। আমার শরীরটা তোমাদের কাছে গেলেই আমি কাছে গেলাম আর শরীরটা দূরে থাকিলে আমি কাছে যাইতে পারি না, এই ধারণাটা কেন তোমরা মনের মধ্যে রাখিয়াছ?

জনসাধারণের জন্য যদি আমাকে পাইতে চাহ, তাহা হইলে আমার শ্রেষ্ঠ মননগুলি যেখানে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত জন-সাধারণের সংযোগ আগে স্থাপন কর। আর তোমাদের নিজের প্রয়োজনে যদি আমাকে পাইতে চাহ, তাহা হইলে দীক্ষাকালে যে কৌশল শিখিয়াছ সেই পথে চল। আমাকে পাইবার ইহা উত্তম উপায়। আমার ইচ্ছা ত' করে যে সশরীরে তোমাদের প্রত্যেকটী স্থানে যাইয়া তোমাদের সহিত নামানন্দ করি, ভগবৎ-প্রেমের অনুশীলন

করি। কিন্তু শরীর অতি সীমাবদ্ধ যন্ত্র। তাহাকে একই সময়ে সর্ব্বত্র বা সকল সময়ে একত্র রাখিবার উপায় নাই। সে তাহার সীমাবদ্ধতার দোষেই এই ব্যাপারে অসফল হইবে। সুতরাং আমার পঞ্চভূতের শরীরের উপর বেশী জোর-জবরদস্তি না করিয়া আমার মানস শরীর বা আত্মিক অবয়বের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টা কর।

একটা বিষয়ে তোমাদের অপটুতা আমাকে বিশেষ ভাবিত করিয়াছে। তোমরা সারাদিনই কত কথা বল। কিন্তু মানুষের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিবার কাজে তোমরা নিজেদের রসনাকে অতি অল্পই নিয়োজিত করিয়া থাক। তোমরা চাহ, জগতের যত জড় বৈষয়িক কথা কহিয়া রসনাকে আঠার ঘণ্টা নিয়োজিত রাখিবে আর চিন্ময়ের বারতা বলিবার জন্য অমুক মঠ বা তমুক আশ্রম হইতে ত্যাগ এবং সাধন-ভজনের মার্কাধারীরা আসিয়া বক্তৃতা দিয়া যাইবেন। কিন্তু সেই বক্তৃতায় শুভফল অতি অল্পই হইয়া থাকে। যাহারা ভাড়া করিয়া বা ভক্তির টানে সুবক্তাদের আনিয়া থাক, তাহারা নিজেরা নিজেদের ইন্দ্রিয়নিচয়কে জড়াতীত চিন্ময়ে সংযোজিত রাখিতে কর না কোনও চেষ্টা। তোমাদের ভিতরে অনুশীলনের এই অভাবশতঃ গ্রামের মানুষ ধর্ম্মব্যাখ্যাতাদের ভাষণ শুনিতে আসে যাত্রা-থিয়েটারের অনুকল্প হিসাবে। অদিব্য জীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিব, এই আকাঙ্ক্ষা এই জন্যই অতি অল্প লোকের অন্তরে জাগরিত হয়। সুতরাং তোমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য হইতেছে, সাধারণ জনগণের সহিত যতপ্রকার সংস্রব রচিত হইবে, সর্ব্বত্রই আমার মনন এবং অনুধ্যানগুলিকে আলোচনার দ্বারা তোমাদের নিজেদের হিতের জন্যই

প্রতি বাক্যে এবং প্রতি চিন্তায় জাগরুক রাখা। আমার মননগুলিকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, তোমরা আমাকে ভালবাস। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার মনন তাহার পক্ষে দ্রুত-শাখা-প্রসারী হয়, ক্ষুদ্র একটী স্ফুলিঙ্গ হইতে বিশাল যজ্ঞকুণ্ডের পবিত্র হোমানল প্রজ্জ্বলিত হয়।

তোমাদের জন্যই আমি। জনসাধারণের জন্যই তোমরা। আমি তোমাঁদের প্রতিজনের মনন ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া নিজেকে তানিত করিতে চাহি। এই জন্যই তোমরা আমার সন্তান। তানিত মানে বিস্তারিত। পিতাকে সম্যগ্‌রূপে বিস্তারিত করে যে, তাহার নাম সন্তান। এই বিস্তার-প্রয়াসের মধ্যে আত্মাভিমান থাকিবে না—থাকিবে অকপট সেবা-বুদ্ধি, তবেই তোমরা সন্তান। ঘরে ঘরে পিতা-মাতাদের সন্তান-সন্ততি হইতেছে কিন্তু সন্তান নামের আসল তাৎপর্য্য যে কি, তাহা কেহই জানে না। এই যে বিচিত্র অজ্ঞতা, তাহাই পুত্রের পক্ষে পিতাকে আর পিতার পক্ষে পুত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

আমি তোমাদের মধ্য দিয়া ব্যর্থতার ইতিহাস পুনরাবর্ত্তিত হইতে দেখিতে চাহি না। এই জন্যই বারংবার তোমাদিগকে ডাক দিয়া বলিতেছি,—"তোমরা আমার বাহু হও, একাকী আমার সীমাবদ্ধ শরীর যাহা করিয়া উঠিতে পারে না, সকলের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়োগ করিয়া তাহা করিবার জন্য ব্রতী হও।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। জানিলাম, তুমি তোমার এক গুরু-ভ্রাতার নামে ফৌজদারী আদালতে এক প্রতারণার মামলা রুজু করিয়াছ এবং তাহাকে বেশ কয়েক দিন জেল-হাজতের স্বর্গসুখ ভোগাইয়াছ। গুরুভাই গুরুভাইকে প্রবঞ্চনা করিবে এবং গুরুভাই গুরুভাইকে হাজত খাটাইবে, দুইটীই অতি চমৎকার ব্যাপার। টাকাকড়ির ব্যাপারে তুমি নিজেও ত' সত্যরক্ষা কর না। এমতাবস্থায় অপরে অসত্য ব্যবহার করিলে তাহাকে হাজত খাটাইবার জন্য অত ব্যাগ্র হও কেন? যদি রাস্তা থাকে এবং তোমার প্রতিপক্ষ যদি যুক্তি-সঙ্গত ব্যবহারে রাজি হয়, তাহা হইলে দ্রুত আপোষে মামলা মিটাইয়া ফেল।

মানুষের সহিত মানুষ প্রবঞ্চনা করিবে, ইহা এক দুঃসহ ব্যাপার। এ যেন মানব-সভ্যতার ললাটে কালিমা লেপিয়া দেওয়া। মানুষ সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, তাহার আচরণে হীনতা অমার্জ্জনীয়। মানুষের জন্য দেবত্বের সম্ভাবনা অবারিত, তার পক্ষে মিথ্যা, ছল, প্রবঞ্চনায় নামা এক নিদারুণ আত্মাবমান। মানুষ মাত্রেরই প্রতি তোমাদের ব্যবহার সরল ও সততা-শুদ্ধ হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় একজন গুরুভ্রাতার সহিত তোমাদের সম্পর্ক ত' সকল সন্দেহের অতীত হওয়া অত্যাবশক। একই সাধনে দীক্ষিত হইয়াছ বলিয়া একজন

পরমার্থ-ভ্রাতা আর একজনের ধর্ম্মপথের সহজ সহায়ক। তাহাদের মধ্যে ছলনা-প্রবঞ্চনা ত' এক অতি পৈশাচিক ব্যাপার। এমন অমানুষিক কাজ তোমরা কি করিয়া কর?

স্বীকার করি, অভাবে পড়িলে মানুষের স্বভাব নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তোমরা সকলেই অভাবের পাপী নহ। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বভাব-পাপী। ছোটকাল হইতে কেবলই দেখিয়া আসিয়াছ, ঠগ-প্রবঞ্চক সমাজে কত তারিফ পায়। তোমরাও তাই নিজেদের পুত্রকন্যা-দিগের সমক্ষে নিজেদের আচরণের দ্বারা কদর্য্য দৃষ্টান্ত সমূহ রাখিয়া যাইতেছ। কিন্তু ইহার পরিণতি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ?

তুমি দশ বিশ টাকা ঠকাইয়া মনে মনে হিসাব কর যে, কাজটা তেমন খারাপ আর কি হইয়াছে। ইহারই জন্য তোমাকে দুই আড়াই শ টাকা ঠকাইয়া আব একজনে ঠিক তেমনি ভাবে হিসাব করে যে, কাজটী তেমন অন্যায় আর কি হইয়াছে। তুমি লোক ঠকাইবার সুযোগ পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার কর, অন্য লোকে তোমাকে ঠকাইবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়িবে কেন? তুমি লোককে ছোট ব্যাপারে ঠকাইয়াছ বলিয়াই অন্য লোকে বড় ব্যাপারে তোমাকে রেহাই দিবে, এই ভরসা করিবে কিসের বলে? তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতারণাকে কিছুই মনে করনা বলিয়াই ত' অপরেরা বৃহৎ বৃহৎ প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিবার কালে বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশন অনুভব করে না।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, লোককে প্রবঞ্চনা করিবার রুচি আসে কোথা হইতে। প্রেমের অভাব হইতে নহে কি? যাহার প্রতি তোমার অন্তরের প্রগাঢ় প্রণয়, পার কি তাহাকে প্রতারিত করিতে?

মানুষের প্রতি তোমাদের ভালবাসা নাই বলিয়াই তাহাদিগকে ঠকাইতে তোমাদের মনে দ্বিধা আসে না। ভালবাসার জনকে কেহ ঠকাইতে পারে কি?

চেষ্টা করিয়া দেখ, সকল মানুষকে ভালবাসিতে পার কি না। ভাল আমি বাসিব",—এই সঙ্কল্প-বাক্য লক্ষ লক্ষ বার জপ কর। জপের শক্তিতে সিদ্ধি আসিবে, মানুষের প্রতি অগাধ প্রেমের সঞ্চার হইবে। আর, তোমার মনে প্রেম আসিলে তোমার সহিত সংশ্রবযুক্ত ছোট-বড় সকলের মনে প্রেম জাগিবে। প্রেম বড় সংক্রামক। প্রেম এত কোমল যে সকলের মনের ভিতর প্রবেশ করিবার রাস্তা সে অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমার লাঞ্ছনার সংবাদে ব্যথিত হইলাম। গুরুভাইতে গুরুভাইতে ঝগড়া-কলহ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি হইবে আর চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করিতে করিতে হাততালি দিবে, গায়ে থুথু দিবে, ঢিল ছুঁড়িবে,—ইহা বড়ই বেদনাদায়ক দৃশ্য।

কেন তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে মামলা করিতে বাধ্য করিলে?

এমন কদর্য্য আচরণ তোমার কেন হইল? বিনা কারণে কেহ তোমার উপরে পুলিশ লেলাইয়া দেয় নাই! নিশ্চয় তুমি এমন কিছু করিয়াছ, যাহাতে তাহার পক্ষে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি ছিল না। তাহাকে তুমি গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, সে তোমাকে গুরুভাই বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। কিন্তু আর্থিক ব্যাপার নিয়া যদি প্রবঞ্চনারই অভিযোগ উঠিতে পারিল, তবে আর গুরুভাই পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার কোন্ সার্থকতা ছিল? এত নিম্নস্তরে তোমরা নামিলে কেন, যাহার প্রত্যক্ষ পরিণতি লাঞ্ছনা এবং পরোক্ষ পরিণতি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর?

তোমাদের কলহের আসল কারণটা আমি এখনো জানি না। কিন্তু ইহা সত্য জানিও যে, যদি কাহারও কাছ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া থাক, তবে তাহা ফেরৎ দিতেই হইবে। চাতুরী দ্বারা পরস্ব আত্মসাৎ করিলেই তাহা আর ফিরাইয়া দিতে হইবে না, ইহা মনে করিও না। স্বচ্ছন্দ চিত্তে কেহ যাহা দান করিয়া থাকে, তাহা ছাড়া অন্য যে-কোনও প্রকারে গৃহীত ধন বা বস্তু ফেরৎ দিবার দায়িত্ব থাকে। কারণ, তাহা ঋণ। ঋণী যদি থাকিয়া থাক, তবে তাহা শোধ করিতেই হইবে। ইহকালে বা পরকালে ঋণ-পরিশোধ হইতে কাহারও রেহাই নাই।

মানুষের স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতির মধ্য দিয়া দান গ্রহণও এক প্রকার ঋণই বটে। কিন্তু সেই ঋণ বস্তু দিয়া শোধের দায়িত্ব থাকে না। তাহা শোধ করিতে হয় স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতি দিয়াই। তাই তাহা ঘাড়ের বোঝা নহে, তাহা পরম সম্পদ।

স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতির মধ্য দিয়া নহে, ছল-চাতুরী-মিথ্যার মধ্য দিয়া তোমার গুরুভ্রাতার সহিত তোমার আদান-প্রদান হইয়াছে। এমতাবস্থায় এই ঋণের গুরুভার তোমাকে পরিশোধ দ্বারাই কমাইতে হইবে। আইনের মারপ্যাঁচে তুমি লোক-চক্ষে নিজ দায়িত্ব হ্রাস করিতে সমর্থ হইতে পার কিন্তু ধর্ম্মের কাছে, বিবেকের কাছে, নিজ অন্তরের কাছে ততদিন তোমাকে দায়ী হইয়াই থাকিতে হইবে, যতদিন না ইহা পরিশোধ কর।

সুতরাং অন্য দিকে অধিক দৃষ্টি না দিয়া প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অর্থ সঙ্গতভাবে প্রত্যর্পণের চেষ্টায় সর্ব্বাগ্রে অবতীর্ণ হও। ইহা তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সে তোমাকে হাজত খাটাইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে ক্রোধ রাখিও না। সে তোমারই গুরুভাই, তারও শত অভাব-অভিযোগ আছে, তারও শিশু-পুত্রকন্যারা ঘুম হইতে উঠিয়াই পুষ্টিকর খাদ্যের দাবীতে পিতামাতাকে অস্থির করিয়া তোলে, সেও বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে অতি ক্লান্ত একটী পরাজিত সৈনিক, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও সে তাহার সকল প্রয়োজন সাধারণ ভাবে মিটাইতে সমর্থ হয় না, তারও কত অপ্রকাশ্য দুঃখ-যাতনা-বেদনা রহিয়াছে,—এই সব বিবেচনা করিয়া সহানুভূতির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাও। নিজের মায়ের পেটের ভাইটীকে যেমন করিয়া ভালবাস, তাহাকেও তেমন করিয়া ভালবাস।

দেখিও, ইহাতেই সকল কঠিন সমস্যা সহজ ও সরল হইয়া যাইবে। আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার বিবাহ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বিবাহ একটা অতি মহান্ ব্যাপার। দুইটী সম্পূর্ণ অপরিচিত নরনারী আসিয়া এক জায়গায় মিলিত হইল, নিজেদের মধ্যে শত প্রকারের বৈপরীত্য সত্ত্বেও মিলনের মঞ্চটী খুঁজিয়া বাহির করিল, উভয়ে উভয়ের ব্যক্তিগত বৈষম্যগুলি বিদূরিত করিয়া দিয়া এক প্রাণ, এক আত্মা হইল, জীবনের বিপরীত মুখী লক্ষ্যকে মোড় ফিয়াইয়া এক লক্ষ্য করিল এবং সুরু করিল অনন্ত পথের আনন্দময় যাত্রা। ইহাই বিবাহ। ইহা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে।

সত্য সত্য বিবাহ যেখানে হয়, সেখানে উহা জীবাত্মার সহিত বিশ্বাত্মার সংযোগ সাধন করে। সীমাবদ্ধ মানুষ নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া ভূমার সহিত সম্মিলিত হয়। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ উদার হইতে উদারতর হইয়া কোটি বিশ্বের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকে আবরিয়া ধরে, নিখিল সৃষ্টিকে আলিঙ্গিয়া বক্ষে টানিয়া লয়।

বিবাহের এই মহিমান্বিত মর্য্যাদা সমাজের সাধারণ লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই কেহ কেহ মনে করে, দুটী রান্নাবাড়া করিয়া দিবার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল, কেহ বা মনে করে, জৈব তাড়না

শরীর মনকে যে উত্তাপ, উত্তেজনা ও উদ্বেজনার মধ্যে ফেলিয়া নারী-সম্ভোগে ব্যাকুল করে, বিবাহ তাহার সজ্জন-সঙ্গত প্রতিকল্প; কেহ মনে করে, পুরুষ যখন বাহিরের সমরাঙ্গণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গৃহে ফিরে, তখন পত্নী তাহার গৃহের শান্তি, প্রাণের আরাম। কিন্তু বিবাহের আসল মর্য্যাদা এইখানে নয়।

কল্যাণীয়া মা নিরুপমাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ। সে তোমার জীবনে এবং সংসারে সর্ব্বতোভাবে উপমার অতীত হউক। চতুর্দ্দিকের সহস্র-সহস্র গৃহস্থ-বধূগণের মধ্যে তাহার যেন কোন তুলনা না মিলে। দিব্যভাবে তাহাকে কর অনুপ্রাণিত, পরিচিত কর তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলির সঙ্গে। সাধারণ নরনারী যেই সকল মহৎ চিন্তার প্রভাব হইতে নিজেদিগকে দূরে সরাইয়া রাখার দরুণ পূতিগন্ধময় বিষাক্ত জীবন-যাপন-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে কদাপি সমর্থ হইল না, সেই সকল মহৎ-চিন্তাকে মা নিরুপমা জীবনে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টাপরায়ণা হউক। ইহার জন্য তোমার নিজের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্মের ভিতরে প্রয়োজন হইবে যথেষ্ট ত্যাগ, সংযম ও প্রেমের। সেই প্রেম তোমাতে চাহি, যাহা অঙ্গে অঙ্গে মাখামাখি করিবার অনেক আগেই নয়নের প্রসন্ন দৃষ্টির মধ্য দিয়া হৃদয় করিতে পারে জয়।

যে স্থানে তোমরা তোমাদের নিজেদের নূতন গৃহ গড়িয়াছ, তাহার অতি সন্নিকটেই দলে দলে রিয়াংরা পর্ব্বতে ও অরণ্যে-বাস করিতেছে যাযাবর-বৃত্তি লইয়া। ইহাদের মধ্যে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে

কিছু কিছু কাজ করিয়াছ বলিয়া আমি শুনিয়াছি। এই কাজে তোমার সহধর্ম্মিণীকেও দীক্ষিত করিয়া লও। এই নববধূ তোমার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে এই অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হউক যে, আর্য্য-অনার্য্য নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ তাহারও সেবার প্রতীক্ষা করিতেছে। সহজ-ভ্রাম্য পথে পাহাড়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে তোমার স্ত্রীকে তুমি সঙ্গে লইয়া যাইও। সদয় সপ্রেম ব্যবহারের দ্বারা তোমার ন্যায় তোমার ধর্ম্ম-পত্নীও অনেক বন-পর্ব্বতবাসীর প্রাণ জয় করিতে সমর্থ হইবে। ভালবাসার বলে সংসাধন না করা যায়, এমন কাজ পৃথিবীতে নাই।

কাছাড় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যতগুলি আধুনিক সভ্যতাবর্জ্জিত পার্ব্বত্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদের ভিতরে দলে দলে প্রচারক-কর্ম্মী পাঠাইয়া তোমরা হরিনাম প্রচার করিতে থাক। সেই সকল ধর্ম্মাভিযানে যখন যেমন সম্ভব, তোমাদের ধর্ম্মপত্নীরাও যেন সঙ্গে সঙ্গে যায়। তবে, একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই ভদ্রমহিলারা যেন প্রাণভরা প্রেম এবং অন্তরভরা পবিত্রতার পুষ্পপাত্র সাজাইয়া লইয়া তবে অগ্রসর হয়। ইহাদের কাণের দুল, চুলের ফিতা, গালের পাউডার, ওষ্ঠের রঞ্জনী যেন পাহাড়ী মেয়েদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত না করে। ইহাদের ব্যবহারের চঞ্চলতা, আচারের অশিষ্টতা, শাক-চর্চ্চড়ীর গল্পপ্রিয়তা, অনাবশ্যক কৌতূহল এবং পরনিন্দায় মুখরতা যেন পাহাড়ী মেয়েদের মনের ভিতরে নূতন সমস্যা, নূতন সন্দেহ এবং অকারণ অশ্রদ্ধা সৃষ্টি না করিতে পারে। কল্যাণীয়া সাধনাকে

নিয়া আমি কত স্থানেই পাহাড়ীদের মধ্যে গিয়াছি। দেখিয়াছি পরস্পর পরস্পরের ভাষা না বুঝিলেও কেমন করিয়া একটি বাঙ্গালী মেয়ের সহিত শত শত পাহাড়ী মেয়ের কল্পনাতীত একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আরও একটী বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, অপর সহস্র সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও যে সকল মহিলা পাহাড়ীদের ভিতর প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিগত নেতৃত্ব-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে এবং বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের দ্বারা বহুজনের সম্মিলিত ধর্ম্মাভিযানের মধ্যে আনয়ন করিবে পারস্পরিক ঈর্ষ্যা ও অশান্তি, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমতলের শিক্ষিত জনসাধারণ যে উচ্চাবচ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী অবনতি-দশাপন্ন বিচ্ছিন্ন মানব সমাজের উন্নতির জন্য সত্যই ব্যাকুল, ইহার প্রমাণ বারংবার তোমাদিগকে দিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * তোমার ছেলেটী অসম্ভব রকমের অবাধ্য হইয়াছে জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমি বুঝিতেছি না

যে, তোমার মত সদাচার-পরায়ণ সাধু ব্যক্তির পুত্র কেন এমন হইবে। বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করা, হাট-বাজারে যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া থাকা, পড়াশুনা একেবারে বর্জ্জন করা, শত উপদেশ অগ্রাহ্য করা প্রভৃতি দুর্লক্ষণ তোমার ছেলেতে স্বাভাবিক নহে। প্রহার বা শাসন করিয়াও ইহাকে সংযত করিতে পারিতেছ না বলিয়া লিখিয়াছ।

সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া সত্যই আমি চিন্তিত হইয়াছি। এমন কি হইতে পারে না যে, এমন কোনও কুসঙ্গীর প্রভাব তোমার পুত্রকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে, যেই কুসঙ্গীকে তোমরা ধরিতে চিনিতে পাইতেছ না? বাল্যকালের সঙ্গদোষ বড় ভয়ঙ্কর রকমের চারিত্রিক পতন ঘটাইতে সমর্থ হয়। কারণ, সঙ্গীর কুপরামর্শকে নিজ বিবেক বুদ্ধির সহায়তায় ব্যর্থ করিয়া দিবার ক্ষমতা তখন জন্মে না। যখন এই বিচার-বুদ্ধি জন্মে, তখন আর সংশোধনের রাস্তা নাই, বদ্ধমূল কুশিক্ষা জীবনকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

তুমি তোমার এই অবাধ্য পুত্রকে পুপুন্‌কী আশ্রমে পাঠাইয়া দাও। আষাঢ়ের মধ্যভাগে বা শেষভাগে পাঠাইবে এবং কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ পার হইলে তাহাকে ফিরাইয়া নিয়া আসিবে। স্থান-পরিবর্ত্তন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার রূপান্তর হেতু তোমার দুষ্ট ছেলে এই কয়েক মাসের মধ্যে অনেকটা সংশোধিত হইয়া যাইবে।

ছেলেমেয়েরা যে খারাপ হয়, তাহার প্রধান কারণ কুসঙ্গীর কুপ্রভাব হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাতাপিতার অক্ষমতার দায়িত্ব ইহাতে কম নহে। পুত্রের জনন ও পালনেই তাহাদের

একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, পুত্রের চক্ষের সম্মুখে দিব্য জীবনের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া দেওয়াও তাঁহাদের এক পরমমহৎ কর্ত্তব্য। মানুষ হইয়া যে জন্মিল, তাহাকে যে মানুষের মতই চলিতে হইবে, মানুষের মতই বাড়িতে হইবে, মানুষের মতই জগৎ-সমাজে বিচরণ করিতে হইবে, সর্ব্বত্র মানুষের সম্মান অর্জ্জন করিতে হইবে এবং পরিণামে মনুষ্য-সমাজের আদর্শ হইতে হইবে, এই কথাটুকু পুত্রকন্যার মনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার দায়িত্ব কি পিতা ও মাতারই নহে? দেশের রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের বুদ্ধি-বিভ্রম বশতঃ হঠাৎ দেশত্যাগী হইয়া অপরিচিত স্থানে অপরিচিত পরিবেশে নূতন করিয়া কঠোর জীবন-সংগ্রাম সুরু করিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়াই তোমার পুত্রকন্যার জন্য তোমার আদর্শবাদ কিছুমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা ত' কোনও কাজের কথা নহে!

যেই পুত্রকে সংশোধনের একেবারে অযোগ্য মনে করিতেছ, তাহাকে স্নেহভরে কাছে ডাকিয়া আনিয়া সেই সকল উন্নত চিন্তার সহিত তাহার পরিচয় বিধানের চেষ্টা কর, যেই সকল চিন্তা তোমার কৈশোরে এবং যৌবনে তোমার মত্ত মাতঙ্গের মত অবাধ্য মনকে সৎপথে অবিচল রাখিয়াছে। সেদিন আমি তোমাদিগকে আদর্শবাদের যেই বন্যায় অবগাহন করাইয়াছিলাম, তোমার পুত্রকে এখন তোমার নিজ চেষ্টায় তাহাতে আপাদমস্তক ডুবাইয়া পরিস্নাত করিতে হইবে। পিতা হইয়া কেবল পড়ার পুস্তকের দাম আর মাষ্টারের মাহিনাই

যোগাইবে, জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি নিজের হাতে পরিবেশন করিবে না, ইহা হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। কৃতকার্য্যতাই জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা নহে, কৃতকার্য্য হইবার জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, অপরাজেয় প্রয়াস এবং আপোষহীন অধ্যবসায়ই জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। কৃতকার্য্য হইবার জন্য চেষ্টা কর। সমগ্র উদ্যমকে যথাযোগ্য ভাবে প্রয়োগ কর। অসফল হইবার কারণ নাই।

তোমার অন্তরে যতগুলি কামনা জাগিতেছে, সবগুলিই তোমার সফল হউক, ইহা তুমি চাহিতেছ কিন্তু এমন চাওয়ার কি কোনও অর্থ আছে? মানুষ যতগুলি কামনা করে, সবগুলিই যদি তাহার সফল হয়, তবে বোধ হয় স্ববিরোধিতার উৎপীড়নে সে নিজেই বিমূঢ় হইয়া পড়িবে। জীবনের কোন্ কামনাটী পূর্ণ হইলে পরিণামে তোমার কুশল হইবে, তাহা কি তুমি জান? এমন কত কামনা আছে, যাহা অপূরণ থাকিলেই পরিণাম ফল শুভ। কিন্তু তুমি ত' কোনও কামনারই পরিণাম জান না।

সুতরাং সকল কামনার সফলতা-বিফলতার ভার ভগবানের উপর রাখিয়া দিয়া তুমি সর্ব্বজনের কল্যাণের সহিত অবিরোধী ভাবে নিজের কামনা-পূরণের জন্য প্ররিশ্রম করিয়া যাও। যে কামনাটি সর্ব্বতোভাবে তোমার নিকটে এখন নির্দ্দোষ মনে হইবে, মাত্র তাহাই পূরণের জন্য শ্রম কর। কিন্তু যদি তোমার কামনার নির্দ্দোষতা সম্পর্কে কখনও মনের মধ্যে সন্দেহের ছায়াপাতও হয়, তখনি সেই পথে চলা বন্ধ করিবে।

একজন কারবারী মনে মনে কামনা করে যে, তার কোটি টাকা হউক। আপাততঃ ইহাতে কোনও দোষ দেখা যায় না। কিন্তু এই কোটি টাকা উপচয়ের জন্য সে যদি পাঁচ টাকার সিমেন্ট দশ টাকায় বেচে, মিথ্যা হিসাব-পত্র লেখে, পারমিট পাইবার জন্য ঘুষ দেয় এবং অন্যান্য অনৈতিক কার্য্যসমূহ করে, তাহা হইলে কোটি টাকা পাইবার আকাঙ্ক্ষা আপাততঃ নির্দ্দোষ মনে হইলেও কিছুকাল মধ্যেই এই আকাঙ্ক্ষা পাপাকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হইবে।

তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একটী মেয়েকে ভালবাস। মনে মনে তুমি কামনা করিলে যে, তাহাকে তুমি বিবাহ করিবে। আপাতদৃষ্টিতে এই কামনায় কোনও দোষ আছে বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু মেয়েটীকে বিবাহ করিবার জন্য সমাজ-সম্মত বৈধপথে না গিয়া তুমি বিপথ আশ্রয় করিলে। মেয়েটিকে গোপনে ফুসলাইয়া তাহার ন্যায়সঙ্গত অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার কৌশল-জাল বিস্তার করিলে। আর তোমার কামনা নির্দ্দোষ রহিল না। ইহা ঘোরতর পাপে পরিণত হইল।

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই তোমার যে কোনও কামনা পূরণ করিতে পারেন। কিন্তু তোমার সকল কামনাই পূরণের যোগ্য নহে। সুতরাং কামনার রথে না চড়িয়া জীবনের কর্ত্তব্যরূপে যাহা যাহা করা সঙ্গত তাহারই অনুষ্ঠান করিও। কামনার হাতে নিজেকে না ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইও। কর্ত্তব্য পালনে যে কামনাকে সহায়িকা মনে হইবে, তাহার সমাদর করিবে; যে কামনা কর্ত্তব্যপালনের বাধাস্বরূপ, তাহাকে নির্ব্বাসন দিবে।

এই ভাবে জীবনের পথ চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও। তোমরা না চাহিলেও আমি নিয়ত তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি। আমার স্নেহ ও আশিস সর্ব্বপ্রার্থনা-নিরপেক্ষ।

পুত্রকন্যা তোমাদের সুস্থ থাকুক, সংসারে তোমরা সুখী হও, অভাব-অনটন তোমাদের দূর হউক, এ সব অতি সাধারণ আশীর্ব্বাদ। এ আশীর্ব্বাদ অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতিজনকে করিতেছি। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আশীর্ব্বাদটি হইতেছে, তোমাদের প্রেমভক্তি

হউক। প্রেমভক্তি না থাকিলে জীবনের সুখ বৃথা, সম্পদ বৃথা, সুদীর্ঘ পরামায়ু বৃথা। তাই এই আশীর্ব্বাদটী আমি বেশী করিয়া করিতেছি।

প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রেমিক এবং ভক্তদের বিষয় শ্রদ্ধাশীল চিত্তে শ্রবণ ও মনন করিতে হয়। যিনি যেই রীতিতেই ভগবানের সাধন করিয়া থাকুন, তাঁর অন্তরের অনুরাগটিকে ধ্যান দিয়া ধরা চাই। অন্যের সাধন-পথ বা ভজন-মতের সহিত তোমার আমার মত-পথের পার্থক্য থাকিতে পারে, এবং তাহা থাকিবেও, কিন্তু ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিবার যে আকুল আবেগটী, তাহাকে অভ্রান্ত ভাবে বুঝিয়া লওয়া চাই। প্রেমিক ও ভক্তদের শুদ্ধ স্বচ্ছ অন্তরে ভগবৎ-প্রেম-রসের যে আস্বাদন ও প্রতিফলন হইয়াছে, সর্ব্বদা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকান চাই। তাঁহাদের জীবনের পরম সাধনার সিদ্ধির দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের গৃহীত পথে বীরবিক্রমে নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাকার প্রেরণা সংগ্রহ করা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়াছি। এত বেসুরা আওয়াজ করিয়া পত্র লেখ কেন? পত্রটা তোমার প্রতিনিধি

হইয়া তোমার অন্তরের কথা অন্যত্র নিবেদন করিতে যাইতেছে এমতাবস্থায় তাহাকে অকারণ ছন্দহীন ভগ্নযতি করিয়া লেখা উচিত নহে।

একটা কর্ম্মক্ষেত্রে মাত্র গিয়া পা দিয়াছ। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস্‌ফাঁস করিতেছ কেন? যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সেবাবুদ্ধি লইয়া ঐ কর্ম্মক্ষেত্রে রহিয়াছেন, তাঁহারাই ত' তোমাকে আদেশ, নির্দ্দেশ উপদেশ দিবার প্রত্যক্ষ অধিকারী। কেন তুমি গোড়া হইতেই ধরিয়া লইয়াছ যে, সেখানে তোমার সহিত তাঁহাদের মতভেদ ও মনোভঙ্গ হইবেই?

নিজের মনের ভিতরে তাকাও। অপরের সহিত মিলিয়া চলিবার অভিপ্রায় তোমার সত্য সত্য আছে কি? না, গোড়া হইতেই ঠিক করিয়া আসিয়াছ যে, তোমাকে সর্ব্বেশ্বর হইয়াই চলিতে হইবে? কর্ত্তাগিরি করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়াছ, না, সহকর্ম্মী হইবার জন্য? যে নিজে একজন অনুগত সহকর্ম্মী নহে, সে কোনও কালেই কর্ত্তা হইবার অধিকার পায় না। জোর করিয়া কর্ত্তা হইলেও তাহাকে কেহ মানে না।

যে কাজটা করিতে গিয়াছ, তাহার প্রতি আছে ত' তোমার আস্থা এবং অনুরাগ? না কি, খেয়ালে খেয়ালে গিয়াছ আর অগ্রবর্ত্তী কর্ম্মীদের লোকপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া ঈর্ষ্যার জ্বালা ধরিয়াছে? বহুকাল ধরিয়া যাঁহারা একই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকেন, তাঁহারা নিজ নিজ সৎস্বভাব এবং সেবাপরায়ণতার দরুণই জন-সাধারণের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠাতে ব্যথা পাওয়া ত' বোকামি।

তোমরা যেখানে যে কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইবে, প্রত্যেককে আমার নিজের আদেশ পাঠাইতে হইবে, অন্যের আদেশ তোমরা শুনিবে না, এ সব জেদ বড় সর্ব্বনাশা ব্যাপার। ইহাকে অবাধ্যতা বা বিদ্রোহের রূপান্তর বলা যায়। আমার কি সাধ্য আছে যে, আমার অগণিত সৈন্যগণের প্রতিজনের কাছে আলাদা আলাদা করিয়া আদেশ প্রেরণ করি? আমার কেন, পৃথিবীর কোনও সেনাপতিরই সাধ্যে তাহা কুলাইবে না। এই জন্যই কাজ ভাগ করিয়া নেওয়া হইয়া থাকে। এই জন্যই সহকারী সেনাধ্যক্ষদের মধ্য দিয়া প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রচারিত হয়। আমার নিয়োজিত কর্ম্মীর আদেশকে তুমি অবজ্ঞা করিবে, ইহা কি আমার আদেশ অমান্য করারই সামিল নহে?

সেবাবুদ্ধি দুর্ব্বল হইলে আর অহঙ্কার প্রবল হইলে এই সকল অবস্থা হয়। তুমি তোমার অহঙ্কারকে দমন করিবার চেষ্টায় লাগ। অহমিকা বর্জ্জিত হইয়া যদি সেবা না করিতে পার, তাহা হইলে সেবা-প্রয়াসের মধ্য দিয়া কেবল নানা অশান্তিই আহরণ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, আশিস নিও। বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য ঐশী শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছ। কাহারও কাহারও বৈষয়িক জীবনে ঐশী শক্তি যে সাহায্য করে নাই, তাহা নহে। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির জন্য প্রয়োজন যোগ্য পথ নির্ব্বাচন, সেই পথে চলিবার জন্য একনিষ্ঠ প্রযত্ন এবং সর্ব্বপ্রকার সহায়ক অবস্থা সৃষ্টির জন্য চূড়ান্ত অধ্যবসায়। ভগবান মানুষকে সাহায্য' করেন কিন্তু মানুষ নিজেকে নিজে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে, তবে ত'!

বাস্তব প্রস্তাবে ঐশী শক্তির প্রেরণাতেই প্রতিটী মানুষের জীবন চলিতেছে। কিন্তু নিজের ভিতরে সেই ঐশী শক্তির নিত্যাবস্থিতিকে সাধারণ অজ্ঞান মানুষ টের পায় না। অথচ ঐশী শক্তির সে কামনা করে। জীব মাত্রেই অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসীও বটে।

মানব-মনের এই বিশেষত্বটুকুর সুযোগ নিয়া দুর্ব্বল মানুষকে প্রতারিত করিয়া ফন্দীবাজির মধ্য দিয়া তাহাকে কথার প্যাঁচে ঘায়েল করিয়া তাহার কাছ হইতে টাকাকড়ি আদায়ের জন্য কতকগুলি ব্যবসায় জগতে চালু হইয়াছে। কতক-সংখ্যক গুরু-পুরোহিত, কিছু গ্রহাচার্য্য এবং অনেক মাদুলী-ব্যবসায়ী এই শ্রেণীতে পড়েন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই যে জানিয়া শুনিয়া বা বুদ্ধি করিয়া লোককে প্রতারণা করেন, তাহা নহে। অনেকে পূর্ব্বজগণের কাছ হইতে সংস্কার রূপে

কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, যাহার প্রয়োগ করিয়া ইঁহারা অন্যের মনে দৈবশক্তির প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ-লোলুপতার সৃষ্টি করিয়া দেন। এই অনুগ্রহ-লিপ্সা পুরুষকারের মূলে করে কুঠারাঘাত, বাহুবলের প্রতি আনে অনাস্থা, আত্মশক্তির প্রতি সৃষ্টি করে অবিশ্বাস, নিজের অসারতার প্রতি করে নিয়ত অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ, অতীতের কর্ম্মফলকে বর্ত্তমানের উদগ্র তপস্যা দ্বারা খণ্ডন করিতে উৎসাহ না দিয়া করে দেহ-মন-প্রাণকে অবসাদে আচ্ছন্ন এবং জীবনটাকে করে অসহায়, আতুর, দুর্ব্বল।

এই জন্যই এই সকল অপপ্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া তোমাদের চলিতে হইবে। কাণ পাতিয়া শোন, প্রাচীন ঋষি হইতে আধুনিক জ্ঞানী পর্য্যন্ত কে কোথায় মানুষের আত্মশক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। একটী একটী করিয়া সেই মহতের বাণী হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত কর, যেই সকল মহাজন মানুষকে নিজভুজবলে বিশ্ব জিনিতে প্রেরণা দিয়াছেন। তোমারই ভিতরে পরমেশ্বর তাঁহার অতুলন ঐশী শক্তিরূপে সঙ্গোপনে বিরাজ করিতেছেন, যাহার বিকাশ হইবে ক্রমশঃ এবং অনুশীলনেরই ফলে। ভিতরের ঘুমন্ত ব্রহ্মাকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিবার জন্য কর মরণ-পণ,—ঝাড়ফুক, তাক-তুক, মাদুলী-কবচ, গ্রহ-রত্নাদির ভরসায় বসিয়া থাকিও না। দুরবস্থায় পড়িলে সাধারণ মানুষের মন দুর্ব্বল হয়। কিন্তু শত দুরবস্থায়ও তুমি সাধারণ মানুষ থাকিও না। তুমি অসাধারণ হও।

বৎসরের পর বৎসর ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া কাহাকেও কাল কাটাইতে হইলে দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন অভিঘাতে তার মনে ঈশ্বরে

অবিশ্বাস আসা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু তুমি পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়াছ বলিয়াই তিনি তোমার উপরে চটিয়া গিয়া খড়্গাহস্ত হইবেন না। তাঁহার প্রতি দ্রোহ করিলেও তিনি বিরক্ত হন না, ইহাই ত' তাঁহার ঈশ্বরত্ব। সাধারণ মানুষ দ্রোহকারীর প্রতি যাহা করিবে, তিনিও যদি তাহাই করেন, তাহা হইলে আর তিনি ঈশ্বর হইলেন কি করিয়া? কিন্তু তুমি যখন দুর্য্যোগ দেখিয়া নিজেকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ কর, তখনই ডাক সর্ব্বনাশকে। তখনই তোমার প্রকৃত নাস্তিক্য সুরু হয়। শত দুর্য্যোগেও তুমি হাল ছাড়িয়া দিবে না, ইহাই পরমেশ্বরের প্রিয় কাজ। দুর্গম পথে শত-কণ্টক-বেধ সহ্য করিয়া প্রস্তর-কঙ্করাঘাতে পথ-বক্ষে রক্তের রেখা আঁকিয়া আঁকিয়া তুমি পথ চলিবে। এই চলাই ত' দিগ্বিজয়ীর পথ চলা। তোমার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরই তাঁহার কাজ করিয়া যাইবেন, তুমি যদি হস্তধৃত পতাকা মৃত্যু পর্য্যন্ত না ভূতলে ফেলিতে রাজি হও।

মৃত্যুতেও বিশ্বাস হারায় না, চূড়ান্ত বিপর্য্যয়েও কণামাত্র দুর্ব্বল হয় না, কোনও প্রতিকূল ঘটনাকেই জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায় বলিয়া মানে না, হও তুমি তেমন বীর।

আশীর্ব্বাদ করি, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া নিজের কর্ম্ম ও সাধনার বলে নিজের ভিতর হইতেই ঐশী শক্তির বিকাশ ঘটাইতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্রখানা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছে। এই জীবনেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার চাই। ভগবদ্দর্শনহীন জীবন কিছুতেই যাপন করিবে না। যাহাই ঘটুক না কেন, ভগবানকে তোমার চাই। এমন শুভ সঙ্কল্পের কথা শুনিলে কাহার না প্রাণ আনন্দে নাচিবে? আশীর্ব্বাদ করি, সিংহ-বিক্রমে তুমি তোমার পথ চল এবং ভগদ্দর্শন করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ভগবানকে এখনও দেখ নাই বলিয়া জগৎকে আর ভগবানকে আলাদা বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তিনি ছাড়া কিছু নাই। তখন সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বব্যক্তিতে একমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বই প্রকাশ হইবে। তখন দেখিবে, তিনিময় ত্রিভুবন, ত্রিভুবনময় তিনি। তখন দেখিবে, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটী পরমাণুমিত স্থানই পরমানন্দকন্দ।

সেই শুভ দিনটী তোমার আসুক।

এই ভুল কিন্তু কখনও করিও না যে, ভগবানকে পাইতে হইলে সংসার ছাড়িতেই হইবে, বনে যাইতেই হইবে। ছাড়িতে হইবে আসক্তি আর মায়া, অধিগত করিতে হইবে নির্ভর আর সন্তোষ।

ঈশ্বরের দেওয়া সুখ বা দুঃখ সব কিছুতেই যাহার নাই সন্তোষ, সকল অবস্থায় তাঁর উপরে যে করিবে না নির্ভর, সে কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইবে? সে পাইবে না মঠে বা মন্দিরে বাস করিলেও, সে পাইবে না বনে বা পর্ব্বতে গমন করিলেও। তাঁহাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁহাতে আত্মসমর্পণ।

ভগবানকে পাইতে হইলে দীক্ষা নেওয়াই চাই, এইরূপ এক বদ্ধমূল সুদৃঢ় সংস্কার এদেশের লোকের আছে। তুমি যখন নিজেকে এই সংস্কার হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ নহ, তখন তোমার দীক্ষা নেওয়াই উচিত। কিন্তু বাছা, দীক্ষা নিলেই চলিবে না, দীক্ষা নিয়া তদনুয়ায়ী সাধন করিতে হইবে। সাধন-ভজন করিব না, হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য দীক্ষা একটা নিব এবং ভগবানের দোহাই দিয়া যখন যেমন খুসী, তখন তেমন চলিব, ইহা কিন্তু সজ্জন-সম্মত পন্থা নহে।

দীক্ষায় যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা ইহাকে নবজন্ম বলিয়াও বিশ্বাস করিবে। নতুবা দীক্ষাগ্রহণের জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতার কোনও অর্থ থাকে না।

বিনীত মনে অনুগত প্রাণে ভগবানের চরণে নিজেকে লগ্ন করিতে হইবে। দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ অহমিকাবর্জ্জিত হইয়া ভগবানের প্রেমপ্রার্থী হইতে হইবে। "অন্তরে দাও প্রেমের মধু, নয়নে দাও জ্ঞানের আলো, হে অনির্ব্বচনীয় পরমপ্রভু নিজগুণে আবির্ভূত হও"— ইহাই হউক নিয়ত তোমার প্রার্থনা। তোমার প্রার্থনার দিব্য ঝঙ্কারে কোটি কোটি মূক অন্তরে প্রার্থনার অনুরণন বাজিয়া উঠুক, অবিশ্বাসীদের মরুভূ-তুল্য হৃদয়গুলিতে প্রেমের জোয়ারে পলি পড়ুক,

নীরস প্রাণে সরস সুন্দর নয়নমনোহর শ্যামলিমা করুক আত্মপ্রকাশ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)*

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে চৈত্র, ১৩৬৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দশজন সাধারণকে লইয়া সমবেত উপাসনায় বসিতেছ। তার মধ্যে এমন লোকও আছে বা থাকিতে পারে, যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিন্তু আমাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠিত অথবা আমাকে গুরু বলিয়া জ্ঞান করিতেও অক্ষম। হয়ত আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে কিন্তু মহাপুরুষ বলিয়া মানিতে তাহার মনে দ্বিধা। অথচ তুমি পূজার আসনে ওঙ্কার-বিগ্রহ বসাইয়াছ, বসাইয়াছ আমারও প্রতিচিত্র।

বলত, তোমার কর্ত্তব্য কি হইবে?

জোর করিয়া আমাকে ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরু বলিয়া লোকের উপরে চাপাইবে? তোমাদের যাহা সংখ্যা-শক্তি, তাহাতে এই কাজটীতে হাত দিলে কয়েক মাসেই তাহা তোমরা করিয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু কাজটী কি সঙ্গত হইবে?

---

* এই পত্রখানা "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হয় নাই

তার চেয়ে এমন ব্যবস্থাই ভাল, যাহাতে আমি তোমাদের প্রতিটি সমবেত উপাসনায় তোমাদের সঙ্গী, তোমাদের সাথী, তোমাদের সমসাধক, তোমাদের সমকীর্ত্তক। সকল সমবেত উপাসনাতেই ত' তোমরা আমার জন্য একখানা আসন আলাদা করিয়া রাখিতেছ! বিগ্রহের সম্মুখে তোমাদের পুরোভাগে অনন্তকাল আমার এই আসন শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

আমি নিজে পূজা চাহি না। আর আমার প্রতি অভক্তিমান ব্যক্তিরাও আমাকে বর্জ্জন করিয়া সমবেত উপাসনা করুক, ইহাও আমি চাহি না। যে আমাকে ভক্তি করে না, ভালবাসে না, তাহার সহিতও কি আমার প্রেমের সম্বন্ধ শাশ্বত নহে? আমার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকে লইয়া আমি অনন্তকাল পরমপ্রভুর অর্চ্চনা-গীতি গাহিব। অন্তরের উপলব্ধিতে পরমাত্মার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা ত' একমাত্র আমার জানিবার কথা। তাহাকে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারের কী আবশ্যকতা রহিয়াছে? আর, সেই উপলব্ধির মূলে মন্দিরে মন্দিরে এই ব্যক্তিটার উপাসনা প্রবর্ত্তনের কী প্রয়োজনটা পড়িয়াছে।

সমবেত উপাসনাকে তোমরা কলহ-মুক্ত রাখিও। তাহা হইলেই বিশ্বকে ইহার মধ্যে পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,

বারাণসী-২২১০১০